প্রথম প্রকাশ : ফাল্গুন, ১৩৬৭

প্রচ্ছদশিল্পী : প্রকাশ কর্মকার

প্রকাশক : গোপীমোহন সিংহরায়, ভারবি, ১৩/১ বঙ্কিম চাটুজ্যে স্ট্রিট,
কলকাতা ১২ ॥ মুদ্রক : কালিপদ মজুমদার, শ্রীদুর্গা প্রিন্টিং হাউস,
৩৩বি শ্রীগোপাল মল্লিক লেন, কলকাতা ১২

আমার কোনো কবিতার বই-এ 'শ্রেষ্ঠ' পদবন্ধটি নির্বিকারভাবে জুড়ে আছে—কল্পনা করাও শক্ত। তবু, পাকেচক্রে হয়ে গেছে বলে, পাঠকের কাছে ক্ষমাপ্রার্থী। কবিতা ভালো-মন্দেই মিশে থাকে, হয়তো। লিখেছি, প্রকাশিত করেছি—কেউ উপযুক্তভাবে নিয়েছেন, কারো কাছে আবার তা অনর্থ। আমার নিজের কাছে, একাকীর কাছে, কবিতা অবলম্বন। নিজেকে নিজের মতো করে দেখার চমৎকার জলজ দর্পণ এক। জলজ কথাটি ভেবেচিন্তেই বসিয়েছি। মোটামুটিভাবে নির্বাচনে দোষগুণ আমাতেই বর্তাবে। প্রকাশিত বইগুলি থেকে দ্রুত দাগ মারার ব্যাপার—খুব একটা ভেবেচিন্তে নয়। ফলে, হতে পারে বেশ কিছু প্রয়োজনীয় কবিতা বাদ রয়ে গেছে। ক্ষতি নেই। একবার লিখে ফেলার পর—সেই পুরানো লেখার প্রতি তেমন মনোযোগ, অনেকের মতো, আমারও নেই। সুতরাং সে-ব্যাপারেও সহযোগী পাঠকের কাছে ক্ষমা চেয়ে রাখাই ভালো, আগেভাগে।

এই পর্যায়ভুক্ত অনেক কবিই অন্যান্য ভাষা ও সাহিত্য থেকে তাঁদের কিছু কিছু তর্জমা গ্রন্থে রেখেছেন। আমি ইচ্ছে করেই রাখিনি, কেননা, আমার নিজস্ব রচনা পরিমাণে একটু বেশি। প্রচ্ছদচিত্র তৈরি করে দিয়েছেন আমার বন্ধু শ্রীপ্রকাশ কর্মকার। তাঁর সৃজনশীল কাজের ফাঁকে—এই সামান্য কর্ম, আমাকে তাঁর প্রতি চিরকৃতজ্ঞ করে রাখলো। ইতি

শক্তি চট্টোপাধ্যায়

সূচিপত্র

হে প্রেম হে নৈঃশব্দ্য

জরাসন্ধ ১৩

কারনেশন ১৩

নিয়তি ১৪

চিত্রশিল্প অনন্তকাল ১৫

পরস্ত্রী ১৫

শৈশবস্মৃতি ১৬

চতুরঙ্গ ১৭

জন্ম এবং পুরুষ ১৭

বাহির থেকে ১৮

শবযাত্রী সন্দিগ্ধ ১৯

ঝর্না ১৯

অতিজীবিত ২০

প্রত্যাবর্তিত ২০

বাগান কি তার প্রতিটি গাছ চেনে ২১

ভ্রান্তি ২১

মুকুর ২২

নিমন্ত্রণ ২৩

পাবো প্রেম কান পেতে রেখে ২৩

অসংকোচ ২৪

ফুল কি আমায় ২৫

অন্ধকার শালবন ২৫

পিঠের কাছে ছিলো ২৬

ছায়ামারীচের বনে ২৬

সনেট ১৯৬০ ২৭

কখনো বুকের মাঝে ওঠে গ্রীস ২৮

আঁচলের খুঁট ধরে গ্রাস করবো ২৯
প্রণতি মুখচ্ছবি ৩০
আমারও চেতনা চায় ৩১
বদলে যায় বদলে যায় ৩১
উৎক্ষিপ্ত কররেখা (অংশ) ৩২

ধর্মে আছো জিরাফেও আছো [প্রথম প্রকাশ : আশ্বিন ১৩৭২]

প্রেম ৩৪
যাকে চেয়েছিলাম তাকে ৩৫
অনন্ত কুয়ার জলে চাঁদ পড়ে আছে ৩৬
স্বেচ্ছা ৩৭
যখন বৃষ্টি নামলো ৩৭
মনে পড়লো ৩৮
এবার হয়েছে সন্ধ্যা ৩৯
আনন্দ-ভৈরবী ৪০
মনে কি তোমার ৪১
অবনী বাড়ি আছো ৪১
চাবি ৪২
ঝাউয়ের ডাকে ৪৩
স্থায়ী ৪৩
বসন্ত আসে ৪৪
জলেখা ভবসন ৪৪
হৃদয়পুর ৪৫
আমি স্বেচ্ছাচারী ৪৫
হলুদবাড়ি ৪৬
সরোজিনী বুঝেছিলো ৪৭
‘কোন দিনই পাবে না আমাকে—’ ৪৭

সোনার মাছি খুন করেছি [প্রথম প্রকাশ জুলাই ১৯৬৭]

বিবর্ণ পড়ে ৪৮
নীল ভালোবাসায় ৪৯

যেতে-যেতে ৫০
পাখি আমার একলা পাখি ৫১
তোমার হাত ৫২
এই বিদেশে ৫৩
সে বড়ো সুখের সময় নয়, সে বড়ো আনন্দের সময় নয় ৫৩
একদা এবং আমি ৫৫

তিন তরঙ্গ [প্রথম প্রকাশ : অগ্রহায়ণ ১৩৭২]

অতিদূর দেবদারুবীথি ৫৬
আমাদের ঘর নাই— আছে তাঁবু অন্তরে-বাহিরে ৫৯
উটের মধুর আরব এসেছে কাছে ৬৩

হেমন্তের অরণ্যে আমি পোস্টম্যান [প্রথম প্রকাশ : ফাল্গুন ১৩৭৫]

বহুদিন বেদনায় বহুদিন অন্ধকারে ৬৭
এবার আসি ৬৮
স্বপ্নের মধ্যে গোয়ালিয়র মনুমেন্ট, তুমি ৭১
হেমন্তের অরণ্যে আমি পোস্টম্যান ৭৩
একটানা এক-জীবন ৭৪
স্মরণিকা ৭৫
নাম জীবন ৭৬
আবার একা একা সেই ঘরের পাল্লা দুটোর মতন ৭৭
ধীরে ধীরে ৭৮
সে, মানে একটা বাগানঘেরা বাড়ি ৭৯
কোন্ পথে ৮০
অনেকগুলো শব্দের কাছে ৮১
কাল রাতে জাগিয়ে রেখেছিলো আমায় পুরানো চাঁদ ৮২
বাড়িবদল ৮৪
মজা হোক— ভারি মজা হোক ৮৫
* সবার কাছে ৮৭
* দুজনে নিই একজীবনের সন্নিহিতি ৮৭
* মন্দিরে ঐ নীল চূড়া ৮৮

* হয় না কোনোই রফা ৮৮
* তেইশ বসন্ত, আর তেইশ কুকুর ৮৯
* অব্যর্থ শিউলির গন্ধে ৯০
* আমার মধ্যে এক যাদুকর ৯০
* মধ্যবর্তী বিষণ্ণতা ৯১
* এক অসুখে দুজন অন্ধ ৯২
* ইতস্তত ময়ূর ঘোরে এই অরণ্যে ৯৩
* অল্প হলেও জায়গা আছে ৯৩
* হাত রাখি কালের বেড়াতে ৯৪
* মনে পড়ে মাছি হয়ে ঘুরেছি তোমার ৯৫
* টবের ফুলগুলোকে দাও ৯৫

পাড়ের কাঁথা মাটির বাড়ি [প্রথম প্রকাশ : নভেম্বর ১৯৭১]

আজ আমি ৯৭
একবার তুমি ৯৮
অবসর নেই— তাই তোমাদের কাছে যেতে পারি না
আমরা সকলেই ১০১
মুঠোভরা রঙ-বেরঙ টিকিট ১০৩
দেখি, কে হারে ১০৪
পোকায় কাটা কাগজপত্র ১০৫

চতুর্দশপদী কবিতাবলী

চতুর্দশপদী কবিতাবলী ১০৭

প্রভু, নষ্ট হয়ে যাই

কিসের জন্যে ১২৯
ওরা ১৩১
শব্দ শুধু শব্দ ১৩১
হৃদয়, মানে ১৩২
একটি পরমাদ ১৩২
পেতে শুয়েছি শব্দ ১৩৩

বাঘ ১৩৩
অন্তর্নীমা থেকে ১৩৪
শব্দ, মানে দুইদিকে তার মুখটি ১৩৪
আমি ভাঙায় গড়া মানুষ ১৩৫
ভুল থেকে গেছে ১৩৬
কে যায় এবং কে কে ১৩৬
এখানে সেই অস্থিরতা ১৩৭
কবিতার সত্যে ১৩৮
সে—তার প্রতিচ্ছবি ১৩৮
দুই শূন্যে ১৩৯
* কেউ নেই ১৩৯
* যেভাবে যায়, সকলে যায় ১৪০
* দুজনের মনে ১৪০
* ভিক্ষাই মনীষা ১৪১
* দুঃখ যদি ১৪১
* অন্ধ আমি অন্তরে-বাহিরে ১৪২
* আমি ভাগ্যবান, ঈশ্বর যেমন ১৪২
* একদিন ১৪৩
* সব হবে ১৪৪

* চিহ্নিত কবিতাগুলি ইতিপূর্বে গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয়নি।

শ্রীসন্তোষকুমার ঘোষ

অগ্রজপ্রতিমেষু

জরাসন্ধ

আমাকে তুই আনলি কেন, ফিরিয়ে নে।

যে-মুখ অন্ধকারের মতো শীতল, চোখদুটি রিক্ত হ্রদের মতো কৃপণ করুণ, তাকে তোর মায়ের হাতে ছুঁয়ে ফিরিয়ে নিতে বলি। এ-মাঠ আর নয়, ধানের নাড়ায় বিঁধে কাতর হ'লো পা। সেবন্নে শাকের শরীর মাড়িয়ে মাড়িয়ে মাড়িয়ে আমাকে তুই আনলি কেন, ফিরিয়ে নে।

পচা ধানের গন্ধ, শ্যাওলার গন্ধ, ডুবো জলে তেচোকো মাছের আঁশগন্ধ সব আমার অন্ধকার অনুভবের ঘরে সারি-সারি তোর ভাঁড়ারের নুনমশলার পাত্র হ'লো, মা। আমি যখন অনঙ্গ অন্ধকারের হাত দেখি না, পা দেখি না, তখন তোর জরায় ভর ক'রে এ আমায় কোথায় নিয়ে এলি। আমি কখনো অনঙ্গ অন্ধকারের হাত দেখি না, পা দেখি না।

কোমল বাতাস এলে ভাবি, কাছেই সমুদ্র। তুই তোর জরার হাতে কঠিন বাঁধন দিস। অর্থ হয়, আমার যা-কিছু আছে তার অন্ধকার নিয়ে নাইতে নামলে সমুদ্র স'রে যাবে শীতল স'রে যাবে মৃত্যু স'রে যাবে।

তবে হয়তো মৃত্যু প্রসব করেছিস জীবনের ভুলে। অন্ধকার আছি, অন্ধকার থাকবো, বা অন্ধকার হবো।

আমাকে তুই আনলি কেন, ফিরিয়ে নে।

কারনেশন

প্রভেদ জটিল, অবগুণ্ঠিত সড়কে চাঁদের আলো
তাকে দিয়ো অই ফুলটি কারনেশন।
কতদিন তার মুখও দেখিনি, চেনা পদপাত পিছল অলক কালো
ও-ফুলের কথা ব'লো না কাউকে বুড়ো মালঞ্চ,

মায়াবী সকাল ফিরে এনেছে কে, কে মঞ্জরীর অস্বচ্ছ আলোছায়
বাগানে ঘুরছে স্খলিত নিদ্রা, কেউ-বা দুপুরে
ঘুমায় উষ্ণ বায়ুর বিলাসে ঝাঁঝাঁ গায়ে গায়ে
ফুরোয় দুপুর ফুরোয় সন্ধ্যা শুধু জলরেখা শুধু জলরেখা।

২

হাওয়া খোলে মাটি নীহার অরব পুকুরে শব্দ।
সারারাত ম্লান মেছো বক ছিলো পুকুরের পাশে
আমার মতন আয়নায় দেখে মুখ আর মন
যার কথা ভাবে সে কিসের রেখা জলরেখা নয়!
হয়তো সড়ক জমাট অন্ধ, কেন আলো ফেলো।
কেন আলো ফেলো অকারণ মৃদু চমকায় মন;
সাম্প্রতিকের যা দেবার আছে, নাও কেশে পরো
সে কারনেশন শাদা আর লাল, সে কারনেশন।

নিয়তি

বাগানে অদ্ভুত গন্ধ, এসো ফিরি আমরা দু-জনে।
হাতের শৃঙ্খল ভাঙো, পায়ে প'ড়ে কাঁপুক ভ্রমর
যা-কিছু ধুলার ভার, মানসিক ভাষায় পুরানো
তারে রেখে ফিরে যাই দু-জন দু-পথে, মনে-মনে।

বয়স অনেক হ'লো নিরবধি তোমার দুয়ার···
অনুকূল চন্দ্রালোক স্বপ্নে-স্বপ্নে নিয়ে যায় কোথা।
নাতি-উষ্ণ কামনার রশ্মি তব লাক্ষারসে আর
ভ'রো না, কুড়াও হাতে সামুদ্রিক আঁচলের সীমা।

সে-বেলা গেলেই ভালো যা ভোলাবে গাঢ় এলোচুলে
রূপসী মুখের ভাঁজে হায় নীল প্রবাসী কৌতুক;

বিরতির হে মালঞ্চ, আপতিক সুখের নিরালা
বিষাদেরে কেন ঢাকো প্রয়াসে সুগন্ধি বনফুলে।

তারে দাও কোলে করি অনভিজ্ঞ প্রাসাদ আমার
বালকের মৃতদেহ, নিষ্পলক ব্যাধি, ভীত প্রেম।
তুমি ফেরো প্রাকৃতিক, আমি বসি কৃত্রিম জীবনে
শিল্পের প্রস্রাববসে পাকে গণ্ড, পাকে গুহ্যদেশ।

চিত্রশিল্প অনন্তকাল

খুকু, আমি সাধ্যমতো ছবিগুলো এঁকেছিলাম···
ছুয়ার, জ্যোৎস্না, তাঁবুর পাশে ইতস্তত পোড়া কয়লা,
কাঁটার লতা, আমরুলের পুঞ্জ-পুঞ্জ নীল অম্লতা
সমস্তই এঁকেছিলাম···
বৃষ্টি জোঁক পুনর্জন্ম ম্লান আভাস
কয়েকজন গরিব ভালোবাসায় ছিন্ন পদ্মপাতা···
যে-গানগুলি তোমায় একা শুনিয়েছিলাম, প্রাচীন বয়স উভয়ত
আকস্মিক মুহূর্তের দেখা, ভিন্ন স্বরাট চাইবে জীর্ণ ছবি আঁকার
পুরোনো খাতাখানি।
কেলাসিত আনন্দিত গান ;
সমস্ত কি ভুলেই গেলাম স্রোতাবর্তে প্রেমিক মুখচ্ছবি।

পরস্ত্রী

যাবো না আর ঘরের মধ্যে অই কপালে কী পরেছো
যাবো না আর ঘরে
সব শেষের তারা মিলালো আকাশ খুঁজে তাকে পাবে না
ধ'রে-বেঁধে নিতেও পারো তবু সে-মন ঘরে যাবে না

বালক আজও বকুল কুড়ায় তুমি কপালে কী পরেছো
কখন যেন পরে।
সবায় বয়স হয় আমার বালক-বয়স বাড়ে না কেন
চতুর্দিক সহজ শান্ত হৃদয় কেন স্রোতসফেন
মুখচ্ছবি সুশ্রী অগন, কপাল জুড়ে কী পরেছো
অচেনা, কিছু চেনাও চিরন্তরে।

শৈশবস্মৃতি

বর্ষার ভ্রূ-লতা দুলতো, কনীনিকা দৃষ্টিপাতমালা
মুখখানি কে ভাসাও জলজ লতার মতো স্নিগ্ধ
পদতলে বিপর্যস্ত প্রেমাচ্ছন্ন দুঃখী গাছপালা
প্লাবন ভাসাও মুখ চারিদিকে সমুদ্র-সন্দিগ্ধ।

একজন প্রেমারূঢ় অন্যে পোড়ে কর্কশ রুচিতে
গরমে সুমিষ্ট ফল, বাকি সব পানীয়-কামার্ত
শূন্য, প্রৌঢ়, বিলম্বিত, উৎসবে যে-শোকের সংবিত্ত
ব'য়ে আনে তার গান সম্মেলন, স্ফটিক, পরমার্থ।

দুর্গম···কে নিয়ে যায় নীলকান্ত জলস্রোতে · প্রেমে,
বর্ষার ভ্রূ-লতা তার মুছে যায়, আভাসিত থাকে
পশ্চিমা ছটায় ঘন কেশ যেন উন্মোচিত ঝর্না।

কে পশ্চাতে বেদনার গান গাও, নিন্দিত প্রৌঢ়তা
প্লাবন, ভাসিয়েছিলে বিহ্বল যৌবন কোনোদিন
কে স্মৃতি নীলাভ শ্যাওলা ডোবা বাড়ি দুঃখী মুখচ্ছবি মনে রাখে।

চতুরঙ্গ

খুব বেশি দিন বাঁচবো না আমি বাঁচতে চাই না
শস্য ফুটলে আমি নেবো তার মুগ্ধ দৃশ্য
নিজস্ব গৃহে প্রজা বসিয়েছি প্রায়ান্ধকার
কিছু-কিছু নেবো কিছুদিন বেশি বাঁচতে চাই না।

এই অপরূপ পৃথিবী, যেদিকে যাবে। না মিথ্যা
বাসনা যেমন চঞ্চল তার নিশানা জানি না
রমণী কখন প্রিয় করে হা রে হৃদয় জানে কে
তবু বেশি দিন বাঁচবো না আমি বাঁচতে চাই না।

শুধু যা দৃশ্য, অন্তঃস্থল যে খোঁড়ে খুঁড়ুক
ভাসমান নদী ভাসাও নৌকা ভাসাও নৌকা
যৌবন যায়, চ'লে যাবো আমি, চাষা বা ডুবুরি
ক্ষেতে সংসারে অক্ষয় বাঁচো দৃঢ় জলৌকা।

আহা বেশি দিন বাঁচবো না আমি বাঁচতে চাই না
কে চাইবে রোদ আচিতা অনল, কে চিরবৃষ্টি ?
অনভিজ্ঞতা বাড়ায় পৃথিবী, বাড়ায় শান্তি
প্রাচীন বয়সে দুঃখশ্লোক গাইবো না আমি গাইতে চাই না।

জন্ম এবং পুরুষ

আবার কে মাথা তোলে ফুলে ফেঁপে একাকার চাঁদ
সাধ হয় মাথা তোলে ফাঁসা মাথা একাকার মাথা
গহ্বরে মাংসের বিড়ে মাড় মুত ফুল রক্তপাত
আগায় দুপাড় পিছে স্তম্ভ লাল ছিলা লাল, লাথি
ভাঙে ঈশ্বরের মুখ, বোঁচা নাক, সহসা সিন্দুক
খুলে গেছে, দুমড়ে গেছে, ক্লান্ত শাদা হা ঈশ্বর, ভেক

চিতিয়ে মরেছে রাশি, শাদা পেট উল্লুক চৌতাল
মরা উরু মরা মাছ কুঁচ সাপ কাঁকা নাল ডাঁটা
বুকের বনাত খাদ মুচিডাব দারুণ গরম
শক্ত লোহা শক্ত দুধ একাকার বিষাক্ত বলক
কে চুঁয়ালে মুখে নেবে। শয়তান ও অসম্ভব চূড়া
অচেনা সহসা, ফোলা, ফোলা সব ফোলা অন্ধকার।

যোনির মাটির খিল হাট করা. বেহায়া পাংশুতা
পুচ্ছ গোল নীল পুচ্ছ·· হাহাকার কি মুখে তাকাও
ক্ষুরে ঘা নালি ঘা মুখে কোষ্ঠাকার মৌচাক ধুলায়
মক্ষিহীন পুরাতন, কে ছোঁয়ায় উরুদেশে প্রেম
দ্বিবা, খসে নাভি হৃদি আজীবন, হে রম্য পুতলা
তোমার বন্ধনে রাত মৃতদিন উত্তেজনাহীন হে সমস্ত
কুরূপ ছোঁবে না পাপী বিমর্ষতা ঈশ্বরে ভজাও, নিশিদিন
বড়ো জ্বালা জন্মের প্রখর জ্বালা কোটালো বৃশ্চিক
প্রেতিনী মায়ের মুখ স'রে যায় বালুচরে তালুচরে জলে।

বাহির থেকে

বেরিয়ে পড়ো হাওয়ায় ও-যে পায়ে পড়ছে এসে
এমন রাতে ঘুম ভাঙাতো স্বপ্নাতুর চোখ
ঘরের ভিতর হাওয়া খেলতো আলুল কালো কেশে
ফুটে উঠতো ফুলের বাগান, যেতে হ'তো না।

জানতাম না চূড়া পাঠায় হাওয়ার শান্ত সৈন্য
কেয়ার নিচে যদিও বাড়ে হাওয়ার ভারি ফণা
বুড়ো দেয়াল ঢেকে রাখছে যৌবনের হল্‌কা
বেরিয়ে পড়ো হাওয়ায় তোমায় চিনতে পারবে না।

বেরিয়ে পড়ো হাওয়ায় হাওয়া বাইরে থেকে আসছে

শবযাত্রী সন্দিগ্ধ

মড়া পোড়াতে যাবো না বৈকুণ্ঠ আমরা কি মরবো না।
খোল ভেঙে দে বেতাল ঠেকায় চোখে টলছে হাজার চন্দ্রবোড়া
কালরাতে যে-সাতপহর গাওনা হ'লো, তর্জা কাপ কবি
বিজলিবাতি জ্বললো, পোকা, লোকলশকর। কেউ ডেকেছে। কেন।
আমরা কেউ ম'রে গেলেই সঙ্গে যাবো তেমনটি করবো না।
সাধলে কবি সাতপহর মেলায় গিয়ে গান বাঁধবে নানা
আনন্দ কি বৈতরণীর অন্য পারে বিন্দু পাওয়া যাবে।

ঝর্না

সারঙ্গ, যদি ঝর্না ফোটাই তুমি আসবে কি   তুমি আসবে কি
সন্তর্পণ পল্লব দোলে এত অজস্র বন্ধু হাওয়া
গাছের শিরায় ফেটেছে নূপুর অমন নূপুর জলে ভাসবে কি।
পাহাড়খণ্ড   পাহাড়খণ্ড ওর নৃত্যের দোষ নিয়ো না হে।

অলস অলস ভালোবাসা তুমি নদীপথ আঁকো। নখে-নখে, তীরে
দাঁড়িয়ে পড়েছে শাদা গাছগুলি, উপঢৌকন সবুজ জড়োয়া
দেখছো না কেন ছুলছো না কেন তবু যে পুলিন জল মেশে ধীরে
কোথায় মেশে না? পাহাড়খণ্ড   ওর কোনোদিন দোষ নিয়ো না হে

তৃষ্ণা জড়ায় পাকে-পাকে আহা সারঙ্গ এসো ঝর্নাপ্রান্তে
মাইল-মাইল ধুলাবালি ওড়ে অচ্ছায় যত গাছের পাহারা
মুছে যাবে তার নূপুরে, নৃত্যে, শুধু জল টানে পিপাসু ভ্রান্তে
ও ঝর্না ওগো ঝর্না তাহাকে ভালোবাসবে কি   ভালোবাসবে কি।

অতিজীবিত

বাগানের গাছটিও বাড়বে রোদ্দুরে বৃষ্টিতে
আমার ফুল ফুটবে তুমি সৌরভ পাবে না
পুকুর ভাসবে সবুজ শানায় নিরুৎসুক দৃষ্টিতে
মুখ আমার ভাসবে আলোয় গৌরব পাবে না

একা-একাই তোমার বোনা গাছটি দেখবো ফুলটি দেখবো
বাগানে কোনো বড় গভীর ছায়ার তলায় ঘুমিয়ে পড়বো
জল আসবে বৃষ্টি আসবে ভাসবে দেহ   সে-ও আসবে
শশাকুচির আমবাগানে তোমার স্পর্শ রাখবে না।

নতুন হাত নিড়ুনি করবে এধার-ওধার দু-চারটি ঘাস
পুঁই তুলবে, মাচা বাঁধবে কুমড়োলতা মাখবে না
পুরোনো নষ্ট শর্করায় নতুন কালো গাভীর পীযূষ
আমি মানবো সাপটে ধরবো নতুন বাগান, নতুন গাছটি
বেঁচে উঠবো সরল ঋজু রোদ্দুরে বৃষ্টিতে।

প্রত্যাবর্তিত

নিরস্ত্রের যুদ্ধে যাই সশস্ত্র হয় মন।
অন্ধকার পিতার চোখ, আকন্দের আঠা
চুঁইয়ে পড়ে মায়ের গালে, ধাতুর দর্পণ
আমাকে করো ঘাতক, বেঁধো তীক্ষ্ণধার কাঁটা
চক্ষে   আর জিহ্বা কাটো অক্রুরের বাণে
আমাকে দাও হত্যা করি আমার সন্তানে।

মন আমার অস্ত্র হয় অন্ধকার বাধা
তার কঠিন হৃদয়ে মারি ঘুম ভাঙার ঘা

অঙ্গ আমার অবশ হ'লো কঠিন হ'লো কাঁদা
অন্ধকার বললো জেগে, এবার ফিরে যা।

অজগরের মাথায় জ্বলে মণির মতো ভোর,
ক্লান্ত বীর এবার ফের ফেরার ঘরে তোর
মা হয়েছেন ফটিক জল, পিতা জোনাক পোকা,
ভিটের ভাঙা ধুলোয় কাঁদে ছাতার-পাখি একা

অন্ধকার তারার চোখ আকাশ পোড়া সয়া
ভাগ্য কালো কাকের গা, ক্ষুধার অন্ন জরা।

বাগান কি তার প্রতিটি গাছ চেনে

আমার ভাবনা হ'লো বিশাল বাগান কেমন ক'রে মনে রাখবে
প্রতিটি গাছে পাখিরা আসছে, প্রতিটি দুঃখ
আলোর মাপ্য উষ্ণতায় মেওয়া ফলের মতন স্বাদু।
ভাবনা হ'লো
গাছের-খাই-তলার-কুড়াই মানসিকতা
সুখের যত বিপুল জড়ো কুড়িয়ে নিতে ঝুড়ি এনেছে।
বয়স হ'লো
আলোর আঁচে রাঙা ফলটি এবার দেখছি কোনোরূপেইনিকটবর্তী নয়।

ভ্রান্তি

জল যায় রে শিলা আমার বক্ষপট দহে
সলিতালতা রূপসী পোড়ে নিবিড় তরী ভ'রে
ফেরা ভালো ফেরাই ভালো, বাতাসে কত সহে
দহনভার ভস্মভার মরীচিভার মালা ?

রাখো কোথায়। ছন্দপট বিনা-হৃদয় জুড়ে
হে শিলামালা চরণমূলে রাখিবে ধ'রে যদি
ফিরায়ো না সে শুভ্র হাঁস নখরাহতে ধীরে
নভোছায়ায় মগ্ন যেথা লুটায় রেখা-নদী।

জল যায় রে এমন দিনে চাঁচর মুখপানে
তারাভিলাষী মাতাল শূক কেনাবগাঢ় রাতে
পুড়িয়া মরে মান্দাসিনী ছুঁয়ো না মায়াভানে
চরণমূলে চিহ্ন থাক শিলাবনত প'ড়ে।

তোমায় কিছু দিয়েছিলাম প্রীতির ছায়াতলে
নীলাঞ্জন, ঝরিয়া গেলে রম্য চিতাপটে···
চমৎকার বারুণীগতি আছো তো সখা ভালো ?
বাতাসে তার চমৎকার ভস্মভার মরীচিভার শূন্য নদীতটে।

মুকুর

মৃদঙ্গ বাজত দেখি নাচত চন্দন
কুলশীল জানা নাই রসাবিষ্ট যত
মেলার আলোক নৃত্যপটে মেলার আঁধার বন
হারালো বন হারালো আলো মৃদঙ্গ নাচত রে।

খসিল মৌচাক তারা উচ্ছ্রিত জোছনা রে
তুমি চন্দন ভোলালে ঘর জনমস্বধার ধারা
ধরিলে জোনাকে চন্দন ধরিলে জোনাকে হে
অভ্রফুলে ভাসিল গান বিপথগান বাঁধনহারা।

প্রভু হে কেন শুকালো ফুল, মুড়ালো গাছ পীতল মালা
দরদী মুখে মলিন হাসি বুঝি নি ছল শিল্পকূট

প্রিয় আমার নিয়েছো সব, ভ্রান্ত কর, নীরব, লুলা
স্বপ্ন নাও স্মৃতিও নাও পদ্ম নাও অক্ষিপুটে।

মৃদঙ্গ বাজত না রে নাচত চন্দন
চলো চন্দন মেলায় যাবো শূন্যমেলা চিতল ভঙ্গ,
নীরবে থেকো হে তারা সখি আঁধারতম আঁধার বন
লুলা হাতের পাতকী নাচে তুমিই তো মৃদঙ্গ রে।

নিমন্ত্রণ

কোথায় থেকে তোমার ডাক শুনতে পেয়ে এলাম গতকাল
আমায় কেন ডেকেছো তাই বললে হেসে-হেসে
এমন সময় আবার এলো তেমন বৃষ্টি মাঠে
ক্ষেতের পর ক্ষেত ফুরালো, খামার, জঞ্জাল।
এবার তোমার পিছনপানে আকাশ, আমি বৃষ্টি ফেলে যাবো।

তুমি যেমন তেমনটি আর কোথাও কিছু নেই
তুমি যেমন, অপার জ্যোৎস্না ঝরিয়ে যেতে পারো!
চারিদিকের ক্ষেত-খামার ঝর্না হ'য়ে যায়
তুমি যেমন তেমনই ঠিক, এই তো চ'লে যাই
আকাশ- তোমার আশিস্তান। পড়শি-কুটুম রাখলো নিজের হাতে

পাবো প্রেম কান পেতে রেখে

বড়ো দীর্ঘতম বৃক্ষে ব'সে আছো দেবতা আমার।
শিকড়ে, বিহ্বল-প্রান্তে, কান পেতে আছি নিশিদিন
সম্ভ্রমের মূল কোথা এ মাটির নশ্বর বিস্তারে,
সেইখানে শুয়ে আছি মনে পড়ে, তার মনে পড়ে?

যেখানে শুইয়ে গেলে ধীরে-ধীরে কত দূরে আজ !
স্মারক বাগানখানি গাছ হ'য়ে আমার ভিতরে
শুধু স্বপ্ন দীর্ঘকায়, তার ফুল-পাতা-ফল-শাখা
তোমাদের খোঁড়া-বাসা শূন্য ক'রে পলাতক হ'লো।

আপনারে খুঁজি আর খুঁজি তারে সঞ্চারে আমার
পুরানো স্পর্শের মগ্ন কোথা আছো ? বুঝি ভুলে গেলে।
নীলিমা-ঔদাস্যে মনে পড়েনাকো গোষ্ঠের সংকেত ;
দেবতা, হৃদুর বৃক্ষে, পাবো প্রেম কান পেতে রেখে।

অসংকোচ

মাঝখানে পথ নেই, শুধু সম্ভবত কিছুক্ষণ
ঝর্নার নির্মল জল ধুয়ে যায় উদ্গত স্তাবকে।
এ-কোন্ বিকালবেলা, মায়াবী এ-কোন্ সন্ধ্যাকাল ?
তুমিও পাথর থেকে স্ফটিকধারার মতো ঝুঁকে।

তুমি কে, তুমি কে নীল, অক্লেশ-ভরানো অনুপম,
স্মৃতির নিভাঁজ ঢেউ মুছে কিবা লুকানো প্রান্তরে
ঝর্নার মতন ক্রুর, পুণ্য কত নিষ্ঠুরতা জানে
এ-তীর তরণী-শূন্য, কেন পার হবো বনান্তরে ?

আমার দুরাশা, খুঁজে ভিতরে বাহিরে এই পথ
মিলেছিলো শুধু, আর ধূ-ধূ উদ্বেলার সারস
নিভৃত কবিতা, মৃত নিশ্চিত, উদ্বেগহীন শ্লেষ।
মাঝখানে ছিলো পথ প্রতিভার দুনিরীক্ষ্য ক্ষত।

ফুল কি আমায়

আলস্যে এ কি ভাঙা-অভাঙায় মেলানো আমার।
স্পৃহায় ক্লান্ত মর্ত্যভূমির সীমানায় দেখি
রেখার আঁধার ধারাবাহিকতা চায় না আলোরে ;
ফুল কি আমায় অমোঘ মুঠায় ফিরে যেতে বলে ?

মনে হয় কোনো সমূহ হরিণ পিছোয় যেদিকে
আমরা যাবো না
আমরা শুধুই নাচতে থাকবো, পাহাড়-তলায়, ঝর্নার ধারে
চূড়ায়-চূড়ায়, বাঁকা ভুল-পথে নাচতে থাকবো আমরা শুধুই,
ফুল কি আমায় অমোঘ মুঠায় ফিরে যেতে বলে।

অন্ধকার শালবন

কোথা ব'সে ছিলে ? যাবার সময় দেখছি শুধুই
ঝরছে পাতার শিখর-গলানো কার এলো চুল।
অবসাদ আর নামে না আমার সঙ্গে থেকে,
ছুটে কে তুলিলে শালবন, ঘনবন্ধন চাবিধারে ?

ফিরেছি, তোমায় দেখবো, তোমায় দেখতে পাচ্ছি
হয়তো তোমায় ; স্ফটিক-জলের মতন বেঁকানো ;
কানের পাতার তল ব'য়ে ওড়ে চুলের গুচ্ছ,
তোমার আলোই তোমায় মধুর করেছিলো একা।

বন্ধু আমার, বাদামপাতার শিখরে লুপ্ত
সময়, হে মৃত ডুবো বিষণ্ণ ত্রস্ত মুখোশ
উড়ে চ'লে যাও, কে নেয় আমার সকল লিপ্সা
পশ্চিম দিকে ? কে গো তুমি ব'সে মুখর বিরহ।

ব'সে আছো হায়, আত্মার মাঝে জড়ানো পশম,
টেনে নিয়ে গেলে দৃষ্টি, যেখানে মর্মতলে
কেউ জেগে নেই, যথা দিন তথা সন্ধে থেকে—
কেউ কি জাগালে শালবন, বাহুবন্ধন চারিধারে ?

পিঠের কাছে ছিলো

পিঠের কাছে ছিলো শ্যামল আসন
কবে তোমার করুণ অঙ্গুলি
তুলে ময়ূর অথবা রাজহাঁস
মমতা-ভরে দেখিত অপলক।

বুকে আমার, হৃদয়ে বেলাভূমি
তুমি কি মাথা তুলিবে জল থেকে ?
শ্যামলিমার মালিনী, হাতে কই
শিল্পভেদী কুরুশ-কাঁটাগুলি ?

ছায়ামারীচের বনে

হৃদয়ে আমাব গন্ধের মৃদুভার,
তুমি নিয়ে চলো ছায়ামারীচেব বনে
স্থির গাছ আর বিনীত আকাশ গাঢ়
সহিতে পাবি না, হে সখি, অচল মনে।

হারা-মরু-নদী কী দুঃখ অনিবার
ভরসা ফলের পাত হৃদে বড়ো বাজে
গহন শোকের হাওয়া ঘেরে মরি-মরি
বরষা কখন ঘন মরীচিকা সাজে।

হে উট, গভীর ধমনী, আমারে নাও
যোজনান্তর কাঁটাগাছ দূরে-দূরে
আরো বহুদূরে কুয়োতলা কালো জল—
হে উট, গভীর উট নাচো ঘুরে-ঘুরে।

কী ধার উজল অবিরত টিলা পড়ে
টিলা নয় যেন বঁড়শি, টিয়ার দাঁত।
অচল আকাশ ছাড়ে না সঙ্গ, জড়ে
বাঁধা থাকে মৃত ভায়োলিন বাড়ে রাত।

ফুটো তাঁবু লাগে পাঁজরে, ফাঁদ্‌রা ঢুলি,
বুড়ো বেদুইন খরমুজ খায় দেখে
বলি, বড়মিয়াঁ, যাবো সে কমলাপুলি
নিশানা কী তার ? চাঁদ ছিলো চাঁদে লেগে

সেনেট ১৯৬০

তোমাদের শেষ নেই, যবে শুরু ফসলক্ষেতের
বুক ভ'রে গর্ত খোঁড়া, একপ্রান্ত মেলানো পল্লীতে।
মরাই, গুদোম কিংবা আট-চালা অতিপ্রাদেশিক ;
ইঁদুর, বিহগশ্রেষ্ঠ গান করো কাতারে, সিঁড়িতে।

হেম্‌লিনের বাঁশিঅলা, এ-সশব্দ কলকাতা আমার
সানাইয়ে সংগীতে যন্ত্রে ট্রিস্টানের নবম সিম্ফনি
কতদূর যাবে, এ-যে ঢের বড়ো সমুচ্চ বিহার
সেনেটের শতপ্রান্তে মেথি খোঁজে ইঁদুরের শ্রেণী।

তোমার সারা গা বড়ো ধুলো-মাখা, বড়ো কষ্টকর
তোমায় আলাদা ক'রে দেখা স্তব্ধ অন্ধকার থেকে ;

অথচ তীরের চেয়ে স্বচ্ছগতি, চেতনা তোমার
আধুনিক, নিষ্ঠুরতা যত জানো, কেবা তত জানে ?

রাজবাড়ি দেখা যায়, রাজা ঐ সিংহের আড়ালে
র'য়ে গেছে, বহমান, পারায় ধাতুতে স্তব্ধ-থাবা
সেনেটের, হে পাণ্ডিত্য, তুমি ক্ষিপ্র ইঁদুরের গালে
গ্রন্থের বদলে দিচ্ছো, দীর্ঘ শক্ত দুর্গের কাঠামো।

পাণ্ডিত্য এমনই, শুধু ব্রাহ্মণের উদ্বৃত্ত-উদ্বেল
বাংলাদেশের মতো এত বড়ো সুস্নিগ্ধ গড়ন।
আজ সূক্ষ্মতর তৃষ্ণা তুলে ফেলছে স্ট্রিম্‌লাইন্‌ড বাড়ি
কুপিয়ে বুকের মাটি সাধ্য করে সংযোগ স্থাপন।

তোমাদের শেষ নেই, তৎপর কর্ণিক নিয়ে হাতে
সংস্কারপান্থ, হে বন্ধু, ভেঙে যাচ্ছো পুরোনো কলকাতা
সেনেটের ষাট সাল বুকে তুলবে ভুলসাধারা রাতে
সহসা ঝড়ের মাঝে আশ্রয়ার্থে দেখবো না তোমায়।

আজ বড়ো দুঃখ হ'লো হয়তো তুমি মনেও পড়বে না
সেনেট, মাথার 'পরে শুধু কিছু সংবাদ-কাগজ
উড়বে কিছুদিন, ভুলবো, সন্ধ্যা থেকে রাতের ঠিকানা
জ'পে ফিরবো নিজবাড়ি, চার বন্ধু ছিন্ন চতুর্দিকে।

কখনো বুকের মাঝে ওঠে গ্রীস

কখনো বুকের মাঝে ওঠে গ্রীস
শিল্পের দক্ষিণপার্শ্ব ভ'রে কালো নীরব তুহিন জ'মে যায়।
রুদ্ধ অভিমান করস্পর্শে যে মোছাতে পারে
সেই অনাবশ্যকতা আমায় একাগ্র রেখে
একদিকে চ'লে গেছে।

অতগুলি বাগানের তীব্র ফল, আমি একা
অস্ত্রের গৌরবহীন
প'ড়ে আছি।

তুমি আজো ভীত আজো রুগ্‌ণ হয়ে ওঠো।
চাদরের নিরুপম তপ্ত দুঃখে শিমুলের মতো
তোমায় আচ্ছন্ন রাখি, হে বিষণ্ণ মহত্বরহিত মাতা
তোমাকেও।

অতিশয় প্রেম নানাদিকে যায় পথিকের।
আর স্তব্ধ লোভ তবু গ্রীস যেন অমল মুকুট তুলে ধরে
অতগুলি বাগানের তীব্র ফল, আমি একা
অস্ত্রের গৌরবহীন
প'ড়ে আছি।

আঁচলের খুঁট ধ'রে গ্রাস করবো

আঁচলের খুঁট ধ'রে গ্রাস করবো ও ভয়াল দেহ
সমস্ত কাপড়-সুদ্ধ পিঠময় ছড়ানো সংক্রাম
চুলের।
কী করবে তুমি, অলস প্রস্থিত রৌদ্রসম
ক্ষেতের সীমায় প'ড়ে বালুকায় রেখে শান্ত মাথা?
যে-হৃদয় খেতে চাই তারে কি পায় না এইরূপে
কেউ, কোনোদিন, গিলে শক্তিমান রাক্ষসের মতো
অথবা ভূতের মতো স্পর্শে-স্পর্শে বাষ্পীভূত ক'রে
কিছুতেই—
সে কি থাকে ভগবান তোমার ভিতর?

ভুলে যাবো একদিন, এ-কথায় স্পর্ধা থাকে থাক
ভুলে যেতে হয় যদি তোমাকেও, হে ডুবো শরীর
চাড়া দিয়ো বুকে, নখে-দাঁতে খুঁড়ে ফেলো পিঠভর
উদোম সড়ক, পারো চ'লে যেয়ো ক্রূর হাত ধ'রে।
কা তবু কামনা বাকি, আজো কেন তৃষ্ণা নাহি সরে—
কিছুতেই,
সে কি থাকে ভগবান তোমার ভিতর ?

মিনতি মুখচ্ছবি

যাবার সময় বোলো কেমন ক'রে
এমন হ'লো, পালিয়ে যেতে চাও ?
পেতেও পারো পথের পাশের নুড়ি
আমার কাছে ছিলো না মুখপুড়ি
ভালোবাসার কম্পমান ফল।
তোমায় দেবো, বাগান ছাখো ফাঁকা
তোমায় নিয়ে যাবো রোরোর ধাব
তোমায় দেখে সবার অন্ধকার
মুছতে গেলে সময়, আমার সময়।

ফিরে আবার আসবো না ককৃখনো
তোমার কাছে ভুলতে পরাজয়।
সবাই বলতো, ইচ্ছেমতন এসো
অমুক মাসে, বছরে দশবার !
তুমি আমায় বললে, এসোনাকো
জীবনভর কাজের ক্ষতি ক'রে।

আমারও চেতনা চায়

সব শেষ, আমারও চেতনা চায় ডুবে যেতে—
মন্থর আত্মার মতো, অথবা কাঁথার মতো ছেঁড়া।
রোগের কাঁটা ও গাছ মূল-স্কন্ধ, চেয়ে, হাত পেতে
আমারও চেতনা চায় ডুবে যেতে, আরোগ্যের সেরা,
জলে।

কী রোগ তোমার? তাই ফুলবাগান থেকে দূরে আছো
হাটের হাসির থেকে ক্রোশখানেক নিষ্ক্রান্ত প্রান্তরে।
কী রোগ তোমার? ঐ পরিকীর্ণ বিস্তৃত বটগাছও
মুড়ে মগ্ন বারোটার সমক্ষয়ী একহারা গড়ন?

সব শেষ, আমারও চেতনা চায় নিভে যেতে—
চোখের দর্পের মতো, অথবা শোভার মতো স্মিত।
বিষের তরল লাক্ষা বুক জুড়ে, সহস্র পা পেতে,
হাঁ ক'রে, জ্বালিয়ে জিভ, ছাই হ'য়ে দমকা ঝড়ে স্ফীত
আমারও চেতনা চায় উড়ে যেতে তোমার শান্তির
মুখশ্রী যেখানে ভালো।

বদলে যায় বদলে যায়

বদলে যায় বদলে যায়— বদলে যেতে-যেতে
একটি ইঁদুর থমকে দাঁড়ায় খড়বিচুলির ক্ষেতে
বলে, আমার স্বেচ্ছা সাধ্য সব নিয়ে এই কাঙাল
হাওয়ার মধ্যে ঝাঁট দিতে চাই বিশ্বভুবন জাঙাল
এবং তাকে জড়ো
করি চুড়োয় আকাশস্পর্শ ইচ্ছা এমনতরো।

বদলে যায় বদলে যায়— বদলে যেতে-যেতে
একটি মানুষ থমকে দাঁড়ায় জীবনে হাত পেতে
দিনভিখারি বাউল বলে, ইচ্ছামতন পারি
বদলবন্ধ কাল কাটাতে   কিচ্ছু না রাজবাড়ি
এবং ভাঙা ঘরও
শুধু বাঁধন, বদলে-যাওয়া মূর্তিতে রঙ করো।

উৎক্ষিপ্ত কররেখা

[অংশ]

এই বেদনার কপট কাঁধে আগ্রীবা মুখ গুঁজে
আমি তখন, তোমার নাম আমার নাম মিলিয়ে দেবো
আমি তখন বুকে রাখবো ভীষণ গর্ত খুঁড়ে।

২

গোলাপ এমন করে পথে-পথে ঘুরে না প্রত্যহ

৩

চোখে তাম্রনীবি
বার-বার খুলে যায়, কুয়াশা, ভয়াল লালরেখা
ফুলের বোঁটায় পাংশু মাতৃমুখ।

৪

মনে পড়ে, বুকের ভিতর
যে-স্বপ্ন সমাধি হ'তে মাথা তোলে, আমি বাসনার
সব রস তারে দেবো, মুখখানি মোছাবো পুরানো
আনো তারে চাই চাই, স্বপ্ন থেকে ক্ষুধার্ত হৃদয়ে।

৬

এখন আমার কোনো কাজ জানা নাই
যা ল'যে বসিব পশ্চিম বাগিচায়

পশমের বল গড়ায়ে ফিরিবে সেথা
তাড়া করিব না নিভন্ত রৌদ্রেরে।

৮

ভীত প্রেম বুকে জড়ো, কোলাহল ওঠে নখ থেকে।

৯

পৃথিবী আবৃত ক'রে শুয়ে সেই গর্হিত বালক
খোঁজে এ-ক্লীবের দেহে, অভ্যন্তরে, মহান শূন্যতা।

১০

কোন্ দেবতার শব এত শুভ্র তোমার কণ্ঠার মতো?
বহুকাল দুটি ডিম অনিষ্পন্ন রয়েছে বাহুতে—
এই ভ্রষ্ট কবির ঘ্রাণে, উতল আপেল বাগানের চেয়ে বড়ো

১১

সার্থকতা নয়, যদি সফলতা তোমায় প্রতিষ্ঠ
করে লোকালয়ে, আমি চিরদিন কুকুরের গলা
জড়িয়ে, আঁধারে ব'সে, পচা মাংস নিয়ে একদলা
ঝগড়া করবো, যুদ্ধ করবো প্রাণপণ।

১২

চিৎপুরের ট্রাম থেকে উড়ে যায় একঝাঁক হাঁস
গঙ্গায়, এ-ভোরবেলা কে পরাও উড়ে বামুনের
চন্দনমিলিতলিপি, মুখে কষ্ঠা, আমি ধর্মদাস
খালি পা, উদোম গাত্র

১৩

শনিবারের বিকেল, আমি তখন থেকে দেখে আসছি
একটি হাত একটি মাত্র বুকে আমার নানান পাত্র
তার মাঝেই ছেলেবেলার একটিমাত্র রাঙা বাদামপাতা।
আর কিছুর মানে হয় না, তার কিছুর মানে হয় না শুধু
একখণ্ড আমার করে ধু-ধু, করে ধূ-ধূই অকারণে।

১৫

স্বপ্ন কি পায় না খোঁজ ? এই আধা-আঁধারে হৃদয়
হাঁ ক'রে কীটের মতো প'ড়ে আছে। স্বপ্ন কি এমনই ?

১৬

স্বর্গের চেয়েও কাছে প্রান্তরের অনুপম ডানা
আমি যাবো। অন্তর্গত তার, বক্ষোগত
আলোর সোনার বল।
পূর্বটিরে কোনোদিন পাঠাবো না পশ্চিম চূড়ায়

১৭

সহসা আগুনে পুড়েছে সাতটি মুখ
কোন্‌টি আমাব বুঝতে পাবি না দেখে।

১৮

লাগে ভালো মিছে উল্লোল চারিদিকে
কোথায় মুকুট ? কোথা স্বর্গীয জ্বর ?
পবিকল্পনা মূলে কি ছিলো না ফিকে
জ্যোৎস্নায় নেচে জ্যোৎস্নায় ফিবে যাওয়া ?

১৯

ঈশ্বরের বুক থেকে কে দ্রাক্ষা মোচন করে রোজ
তীর্থংকব, সে কি আমি ?

প্রেম

অবশ্য রোদ্দুরে তাকে রাখবো না আর
ভিন্‌দেশি গাছপালার ছায়ায় ঢাকবো না আর
তাকে শুধুই বইবো বুকের গোপন ঘরে
তার পরিচয় ? মনে পড়ে মনেই পড়ে।

চিরটাকাল সঙ্গে আছে— জড়িয়ে লতা
শাখায়, বাহুর নিমন্ত্রণকে ব্যাপকতা
বলার সময় হয় নি আজো ক্ষেমংকরে—
তার পরিচয় ? মনে পড়ে মনেই পড়ে।

গোপন রাখলে থাকবে না আর— বাইরে যাবে
পারলে হৃদয় দুর্বলতা দেশ জ্বালাবে
মিছেই আমায় জব্দ করে
তার পরিচয় ? মনে পড়ে মনেই পড়ে।

যাকে চেয়েছিলাম তাকে

যাকে চেয়েছিলাম তাকে পেলাম না
যে-ঘাট ছাড়ে নৌকা তাতে গেলাম না
কপাল আমার মন্দ তাতে সন্দেহ কি
চোখ বুজলে প্রিয় কেবল তোমায় দেখি।

ফুলগাছে জল দিলাম তাতে ধরেছে ফল
যে-ঘরে পৌছুলাম দেখি ভাঙা আগল
অমূল্য রাখবো না বলেই গেলাম না
যাকে চেয়েছিলাম তাকে পেলাম না।

সারা জীবন সন্ধে-সকাল করেও ফাঁকি
কপাল আমার মন্দ তাতে সন্দেহ কি
প্রিয়কে পথ দিয়েও বুঝি দিলাম না
যাকে চেয়েছিলাম তাকে পেলাম না !

অনন্ত কুয়ার জলে চাঁদ পড়ে আছে

দেয়ালির আলো মেখে নক্ষত্র গিয়েছে পুড়ে কাল সারারাত
কাল সারারাত তার পাখা ঝরে পড়েছে বাতাসে
চরের বালিতে তাকে চিকিচিকি মাছের মতন মনে হয়
মনে হয় হৃদয়ের আলো পেলে সে উজ্জ্বল হতো।
সারারাত ধরে তার পাখা-খসা শব্দ আসে কানে
মনে হয় দূর হতে নক্ষত্রের তামাম উইল
উলোট-পালোট হয়ে পড়ে আছে আমার বাগানে।

এবার তোমাকে নিয়ে যাবো আমি নক্ষত্র-খামারে নবান্নের দিন
পৃথিবীর সমস্ত রঙিন
পর্দাগুলি নিয়ে যাবো, নিয়ে যাবো শেফালির চারা
গোলাবাড়ি থেকে কিছু দূরে রবে সূর্যমুখী-পাড়া
এবার তোমাকে নিয়ে যাবো আমি নক্ষত্র-খামারে নবান্নের দিন

যদি কোনো পৃথিবীর কিশলয়ে বেসে থাকো ভালো
যদি কোনো আন্তরিক পর্যটনে জানালার আলো
দেখে যেতে চেয়ে থাকো, তাহাদের ঘরের ভিতরে—
আমাকে যাবার আগে বলো তা-ও, নেবো সঙ্গে করে।

ভুলে যেয়োনাকো তুমি আমাদের উঠানের কাছে
অনন্ত কুয়ার জলে চাঁদ পড়ে আছে।

স্বেচ্ছা

সকাল থেকে আমার ইচ্ছে
এক ধরনের সাহস দিচ্ছে
উড়ে না যাই
ভালো এবং মন্দ যতো
হয় না আমার মনোমতো
ওসামু দাজাই
অস্তগামী সূর্য দূরে,
হৃদয় মরে হৃদয়পুরে
দেহকে ঠাঁই
ভেবেছিলেন শোপেনহাওয়ার
হৃদয় থেকে কিচ্ছু পাওয়ার
সময়ই নাই
সকাল থেকে তাই তো ইচ্ছে
এক ধরনের সাহস দিচ্ছে
উড়ে না যাই !

যখন বৃষ্টি নামলো

বুকের মধ্যে বৃষ্টি নামে, নৌকা টলোমলো
কূল ছেড়ে আজ অকূলে যাই এমনও সম্বল
নেই নিকটে— হয়তো ছিলো বৃষ্টি আসার আগে
চলচ্ছক্তিহীন হয়েছি, তাই কি মনে জাগে
পোড়োবাড়ির স্মৃতি ? আমার স্বপ্নে-মেশা দিনও ?
চলচ্ছক্তিহীন হয়েছি, চলচ্ছক্তিহীন ।

বৃষ্টি নামলো যখন আমি উঠোন-পানে একা
দৌড়ে গিয়ে ভেবেছিলাম তোমার পাবো দেখা

হয়তো মেঘে-বৃষ্টিতে বা শিউলিগাছের তলে
আজানুকেশ ভিজিয়ে নিচ্ছো আকাশ-ছেঁচা জলে
কিন্তু তুমি নেই বাহিরে— অন্তরে মেঘ করে
ভাবি ব্যাপক বৃষ্টি আমার বুকের মধ্যে ঝরে !

মনে পড়লো

মনে পড়লো, তোমায় পড়লো মনে
বাঁশি বাজলো হঠাৎই জংশনে
লেভেল-ক্রশিং— দাড়িয়ে আছে ট্রেন
এখন তুমি পড়ছো কি হার্ট ক্রেন ?

দেড়শো মাইল পেরিয়ে গেলাম কাছে
বললে তুমি, এমন করলে বাঁচে
ঐ সামান্য বিদ্যাদানের টাকা ?
সত্যি, পকেট— হুজুর বাদে, ফাঁকা।

এমন সময় বুদ্ধি দিলে ভাবি
বসেছিলাম চাঁদের আড়াআড়ি
বললে, এই যে— রাখো তোমার কাছে
তোমার ছবি আমার বাক্সে আছে।

মনে পড়লো, তোমায় পড়লো মনে
বাজলো বাঁশি হঠাৎই জংশনে
লেভেল-ক্রশিং— দাঁড়িয়ে আছে ট্রেন
অনাবশ্যক পড়ছো কি হার্ট ক্রেন ?

এবার হয়েছে সন্ধ্যা

এবার হয়েছে সন্ধ্যা। সারাদিন ভেঙেছো পাথর
পাহাড়ের কোলে
আষাঢ়ের বৃষ্টি শেষ হয়ে গেলো শালের জঙ্গলে
তোমারও তো শ্রান্ত হলো মুঠি
অন্যায় হবে না— নাও ছুটি
বিদেশেই চলো
যে-কথা বলোনি আগে, এ-বছর সেই কথা বলো।

শ্রাবণের মেঘ কি মন্থর!
তোমার সর্বাঙ্গ জুড়ে জ্বর
ছলোছলো
যে-কথা বলোনি আগে, এ-বছর সেই কথা বলো।

এবার হয়েছে সন্ধ্যা, দিনের ব্যস্ততা গেছে চুকে
নির্বাক মাথাটি পাতি, এলায়ে পড়িব তব বুকে
কিশলয়, সবুজ পারুল
পৃথিবীতে ঘটনার ভুল
চিরদিন হবে
এবার সন্ধ্যায় তাকে শুদ্ধ করে নেওয়া কি সম্ভবে?

তুমি ভালোবেসেছিলে সব
বিরহে বিখ্যাত অনুভব
তিলপরিমাণ
স্মৃতির গুঞ্জন— নাকি গান
আমার সর্বাঙ্গ করে ভর?
সারাদিন ভেঙেছো পাথর
পাহাড়ের কোলে
আষাঢ়ের বৃষ্টি শেষ হয়ে গেলো শালের জঙ্গলে
তবু নও ব্যথায় রাতুল

আমার সর্বাংশে হলো ভুল
একে একে
শ্রান্তিতে পড়েছি নুয়ে। সকলে বিদ্রূপভরে ছাখে

আনন্দ-ভৈরবী

আজ সেই ঘরে এলায়ে পড়েছে ছবি
এমন ছিলো না আষাঢ় শেষের বেলা।
উদ্যানে ছিলো বরষা পীড়িত ফুল
আনন্দ ভৈরবী।

আজ সেই গোঠে আসে না রাখাল ছেলে
কাঁদে না মোহন বাঁশিতে বটের মূল
এখনো বরষা কোদালে মেঘের ফাঁকে
বিদ্যুৎ রেখা মেলে

সে কি জানিত না এমনি দুঃসময়
লাফ মেরে ধরে লাল মোরগের ঝুঁটি
সে কি জানিত না হৃদয়ের অপচয়
কৃপণের বামমুঠি

সে কি জানিত না যত বড়ো রাজধানী
তত বিখ্যাত নয় এ-হৃদয়পুর
সে কি জানিত না আমি তারে যত জানি
আনখ সমুদ্দুর

আজ সেই ঘরে এলায়ে পড়েছে ছবি
এমন ছিলো না আষাঢ় শেষের বেলা
উদ্যানে ছিলো বরষা-পীড়িত ফুল
আনন্দ-ভৈরবী।

মনে কি তোমার

মনে কি তোমার এখনো লাগেনি দোলা
চিন্তার জলে ভাসালাম গণ্ডোলা
জ্যোৎস্না হয়েছে ঘোর
শুধু দাঁড় বলে— রুপোর পাহাড়— তুমি চোর আমি চোর !

মনে কি তোমার এখনো ওড়েনি পাখি
যতবার তারে আনমনে বেঁধে রাখি
উড়ে যায় দূর বনে
এখনো ওড়েনি পাখি কি তোমার মনে ?

তুমি চ'লে গেলে পশ্চিম থেকে পুবে
এ-ভুবনময়, বলেছিলে বেয়াকুবে—
কল্পনা তব পাতা
সেই সত্যই প্রাণপণ— আমি পড়ে আছি কলকাতা !

অবনী বাড়ি আছো

দুয়ার এঁটে ঘুমিয়ে আছে পাড়া
কেবল শুনি রাতের কড়ানাড়া
'অবনী বাড়ি আছো ?'

বৃষ্টি পড়ে এখানে বারোমাস
এখানে মেঘ গাভীর মতো চরে
পরাঙ্মুখ সবুজ নালিঘাস
দুয়ার চেপে ধরে—
'অবনী বাড়ি আছো ?'

আধেকলীন হৃদয়ে দূরগামী
ব্যথার মাঝে ঘুমিয়ে পড়ি আমি
সহসা শুনি রাতের কড়ানাড়া
'অবনী বাড়ি আছো ?'

চাবি

আমার কাছে এখনো পড়ে আছে
তোমার প্রিয় হারিয়ে-যাওয়া চাবি
কেমন করে তোরঙ্গ আজ খোলো ?

থুৎনি-'পরে তিল তো তোমার আছে
এখন ? ও মন, নতুন দেশে যাবি ?
চিঠি তোমায় হঠাৎ লিখতে হলো।

চাবি তোমার পরম যত্নে কাছে
রেখেছিলাম, আজই সময় হলো—
লিখিও, উহা ফিরৎ চাহো কিনা ?

অবান্তর স্মৃতির ভিতর আছে
তোমার মুখ অশ্রু-ঝলোমলো
লিখিও, উহা ফিরৎ চাহো কিনা ?

ঝাউয়ের ডাকে

ঝাউয়ের ডাকে তখন হঠাৎ মনে আমার পড়লো কাকে
রাত্রিবেলা
উপকূলের সঙ্গে চলে স্রোতের খেলা
সাঁতার কাটে স্রোতের জলে চাঁদের নরম
দুখানি হাত
লাইটহাউস দেখায় আলো, দূরগগনের জলপ্রপাত
গতবছর এসেছিলাম, বুকের মধ্যে বেসেছিলাম
তোমায় ভালো
এখন সন্ধ্যা হয়েছে ঘোর, কেবল মেঘে-মেঘে-মেঘেই
দিন ফুরালো
এখন নিথর রাত্রিবেলা
জলের ধারে কেবলি হয় জলের খেলা
অবর্তমান তোমার হাসি ঝাউয়ের ফাঁকে
আমায় গভীর রাত্রে ডাকে
নিরুপম ও নিরুপম ও নিরুপম·

স্থায়ী

রেখেছিলাম পদচ্যুত নূপুরখান
যখন তুমি চাইবে জানি
অনন্যোপায়— দিতেই হবে
অনুভবে
অবিনশ্বর থাকবে কেবল পা দুখানি।
নূতন জন্ম হয়েছে যার চণ্ডালিকা
সে দিতে চায় লিখনিকা
মরণপ্রিয়— যেতেই হবে
অনুভবে
আভূমিতল থাকবে তোমার পা দুখানি।

বসন্ত আসে

বসন্ত আসে বাগানে ফুটেছে চেরি
এই তো সময়— ব্রিজ বাঁধা হলো শেষ
যদি তুমি করো অভ্যাসবশে দেরি
আছে কাছে অনিমেষ।

তার কণ্ঠের সারল্য টেলিফোনে
আমায় করেছে খুশি
যেন-বা তাঁবুর ভিতরে— সুদূর বনে
বিনয়াবনত পুষি।

বসন্ত আসে বাগানে ফুটেছে চেরি
এই তো সময়— ব্রিজ বাঁধা হলো শেষ
তুমি যদি করো অভ্যাসবশে দেরি
কাছে আছে অনিমেষ।

জুলেখা ডব্‌সন

ছিলো অনেক বাজার বাড়ি		চকমিলানো হাজার গাড়ি
এবং হৃদে সোনালি অগণন
হাঁসের দল দোলায় পাখা		তবু তোমার সঙ্গে থাকা
চমৎকার জুলেখা ডব্‌সন।
ঈশানকোণে অমনোযোগে		মেঘের ঝুঁটি ধরেছে রোগে
হুমড়ে পড়ে প্রবলা শালবন
চাঁদ উঠেছে অন্তরীক্ষে		মনোস্থাপন করি ভিক্ষে
তোমার জন্য জুলেখা ডব্‌সন।

হৃদয়পুর

তখনো ছিলো অন্ধকার   তখনো ছিলো বেলা
হৃদয়পুরে জটিলতার   চলিতেছিলো খেলা
ডুবিয়াছিলো নদীর ধার   আকাশে আধোলীন
সুষমাময়ী চন্দ্রমার   নয়ান ক্ষমাহীন
কী কাজ তারে করিয়া পার   যাহার ভ্রূকুটিতে
সতর্কিত বন্ধদ্বার   প্রহরা চারিভিতে
কী কাজ তারে ডাকিয়া আর   এখনো, এই বেলা
হৃদয়পুরে জটিলতার   ফুরালে ছেলেখেলা ?

আমি স্বেচ্ছাচারী

তারে কি প্রচণ্ড কলরব
'জলে ভেসে যায় কার শব
কোথা ছিলো বাড়ি ?'
রাতের কল্লোল শুধু বলে যায়— 'আমি স্বেচ্ছাচারী।'

সমুদ্র কি জীবিত ও মৃতে
এভাবে সম্পূর্ণ অতর্কিতে
সমাদরণীয় ?
কে জানে গরল কিনা প্রকৃত পানীয়
অমৃতই বিষ !
মেধার ভিতর শ্রান্তি বাড়ে অহর্নিশ।

তারে কি প্রচণ্ড কলরব
'জলে ভেসে যায় কার শব
কোথা ছিলো বাড়ি ?'
রাতের কল্লোল শুধু বলে যায়— 'আমি স্বেচ্ছাচারী।'

হলুদবাড়ি

মাঠের ধারে গড়েছে মিস্তিরি
হলুদবাড়ি, সামান্য তার উঠান
ইটের পাঁচিল জাফরি-কাটা সিঁড়ি
এই সমস্ত— গড়েছে মিস্তিরি।

বাড়ির ওপর তার যে ছিলো কী টান
মুখের মতো রাখতো পরিপাটি
যাতে বিফল বলে না, বিচ্ছিরি
কিংবা শূন্য সম্মেলনের ঘাঁটি।

মাঠের ধারে গড়েছে মিস্তিরি
হলুদবাড়ি— যেখানে মেঘ করে
এবং দোলে জাফরি-কাটা সিঁড়ি
ভাগ্যবিহীন, তুচ্ছ আড়ম্বরে।

হঠাৎ সেদিন সন্ধ্যাবেলা সড়ক
কাঁপিয়ে গাড়ি দাঁড়ালো দক্ষিণে
দৌড়ে এলো মজা দেখার মড়ক
নিলেন তিনি সকল অর্থে কিনে।

লোকালয়ের বাহির দিয়ে সিঁড়ি
বদল করে দিলো না মিস্তিরি!

সরোজিনী বুঝেছিলো

দুপুরে আঁধার ঘর— মেঘে ঢাকা বিস্তৃত আকাশ
সরোজিনী চুরি করে নিয়ে যায় শাদা রাজহাঁস
হয়তো বা বৃষ্টি হবে, হয়তো বহিবে হাওয়া বেগে
মুখের অগ্নি কি তবে সরোজিনী ঢেকেছিলো মেঘে ?
মাঠের উপরে শাদা হাঁসগুলি চরেছিলো একা
সরোজ ঘরেই ছিলো— শুধু তার চোখ মেলে দেখা
এই সব হাঁসেদের— বৃষ্টির সূচনা দেখে নেমে
জড়িয়ে গিয়েছে মেয়ে হাঁসে-ফাঁসে— কাপড়ের প্রেমে
শুধু চোখ মেলে দেখা, এই হাঁস স্পর্শ করা নয়
সরোজিনী বুঝেছিলো, শুধু তার বোঝেনি হৃদয়।

'কোন দিনই পাবে না আমাকে—

চন্দ্রমল্লিকার মাংস ঝরে আছে ঘাসে
'সে যেন এখনি চলে আসে'
হিমেব নরম মোম হাঁটু ভেঙে কাৎ
পেট্রলের গন্ধ পাই এদিকে দৈবাৎ

কাছাকাছি
নিজের মনেরই কাছে নিত্য বসে আছি।
দেয়ালে দেয়ালে
হাটেব কাচকড় কুপি অনেকেই জ্বালে

নিভন্ত লণ্ঠন
অস্তিত্ব সজাগ করে বারান্দার কোণ
বসে থাকে
'কোনদিনই পাবে না আমাকে—
কোনদিনই পাবে না আমাকে !'

হলুদবাড়ি

মাঠের ধারে গড়েছে মিস্তিরি
হলুদবাড়ি, সামান্য তার উঠান
ইটের পাঁচিল জাফরি-কাটা সিঁড়ি
এই সমস্ত— গড়েছে মিস্তিরি।

বাড়ির ওপর তার যে ছিলো কী টান
মুখের মতো রাখতো পরিপাটি
যাতে বিফল বলে না, বিচ্ছিরি
কিংবা শূন্য সম্মেলনের ঘাঁটি।

মাঠের ধারে গড়েছে মিস্তিরি
হলুদবাড়ি— যেখানে মেঘ করে
এবং দোলে জাফরি-কাটা সিঁড়ি
ভাগ্যবিহীন, তুচ্ছ আড়ম্বরে।

হঠাৎ সেদিন সন্ধ্যাবেলা সড়ক
কাঁপিয়ে গাড়ি দাঁড়ালো দক্ষিণে
দৌড়ে এলো মজা দেখার মড়ক
নিলেন তিনি সকল অর্থে কিনে।

লোকালয়ের বাহির দিয়ে সিঁড়ি
বদল করে দিলো না মিস্তিরি!

সরোজিনী বুঝেছিলো

দুপুরে আঁধার ঘর— মেঘে ঢাকা বিস্তৃত আকাশ
সরোজিনী চুরি করে নিয়ে যায় শাদা রাজহাঁস
হয়তো বা বৃষ্টি হবে, হয়তো বহিবে হাওয়া বেগে
মুখের অগ্নি কি তবে সরোজিনী ঢেকেছিলো মেঘে ?
মাঠের উপরে শাদা হাঁসগুলি চরেছিলো একা
সরোজ ঘরেই ছিলো— শুধু তার চোখ মেলে দেখা
এই সব হাঁসেদের— বৃষ্টির সূচনা দেখে নেমে
জড়িয়ে গিয়েছে মেয়ে হাঁসে-ফাঁসে— কাপড়ের প্রেমে
শুধু চোখ মেলে দেখা, এই হাঁস স্পর্শ করা নয়
সরোজিনী বুঝেছিলো, শুধু তার বোঝেনি হৃদয়।

'কোন দিনই পাবে না আমাকে— '

চন্দ্রমল্লিকার মাংস ঝরে আছে ঘাসে
'সে যেন এখনি চলে আসে'
হিমের নরম মোম হাঁটু ভেঙে কাৎ
পেট্রলের গন্ধ পাই এদিকে দৈবাৎ

কাছাকাছি
নিজের মনেরই কাছে নিত্য বসে আছি।
দেয়ালে দেয়ালে
হাটের কাচকড় কুপি অনেকেই জ্বালে

নিভন্ত লণ্ঠন
অস্তিত্ব সজাগ করে বারান্দার কোণ
বসে থাকে
'কোনদিনই পাবে না আমাকে—
কোনদিনই পাবে না আমাকে !'

বিষ-পিঁপড়ে

সারা শরীর জুড়ে তোমার বিষ-পিঁপড়ে ছড়িয়ে দিলুম
আস্তে, যেমন জামরুলে, ঐ নীল ভিজোনো গাছের ছালে
ছড়িয়ে দিলুম যেমন চাষা ছড়িয়েছিলো পুরুষ্টু বীজ
ক্ষেত ভরে যার শস্য ওঠে, তোমার শস্য শরীর ভরে
কুড়িয়ে নিয়ে হঠাৎ কেন বিষ-পিঁপড়ে ছড়িয়ে দিলুম—
কারণ ছিলো ? কারণ আছে ? তালসুপুরি গাছের কাছে
কারণ ছিলো— কারণ আছে ।

ঐখানে গোপন ডুবুরি তোমার জলে স্নান করেছে ।
সর্বঅঙ্গে ছড়িয়ে আছে তোমার দেওয়া কুসুম-গন্ধ
হলুদ তোমার হলুদ, এই কি সারাজীবন সন্ধ্যাবেলার
সঙ্গ দেওয়া ? ভবিষ্যতের ঘর-বাঁধা খড় খুঁজতে যাওয়া ?
এই কি তোমার রাত পোহানো, পথিকে পথ দেখিয়ে আনা ?
এই কি তোমার প্রতিচ্ছবি, যে ছিলো বুক ভরিয়ে, ব্যেপে —
আপাদমাথা সারা শরীর— তাই শরীরে ছড়িয়ে দিলুম
সর্বনাশা বিষের যাদু, লুট করে হাড় ভাঙতে বাকি
ওরাই আমার সেনাবাহিনী, আমাকে সৎ সিংহাসনে
বসিয়ে রাখে সারাজীবন—

তবু আমার দুঃখ, দুঃখ হঠাৎ ঘরে ঢুকলো এক -
নও তুমিও সঙ্গিনী তার, সে এক শতরঞ্চি বেড়াল
খাটের বাজু জড়িয়ে দাঁড়ায় — তুমি যেখানে দাঁড়িয়ে থাকতে—
অন্ধ গলায় চেঁচিয়ে বলে, 'আমিই কঠোর সঙ্গিনী তোর !'

নীল ভালোবাসায়

আমি সোনার একটি মাছি খুন করেছি রাতদুপুরে
তাকে বাঁচাতে চেয়েছিলাম, আঁধার-সমুদ্রে নৌকা
যেমনভাবে বেঁচে ফিরতো—তাকে বাঁচাতে চেয়েছিলাম
আমি সোনার একটি মাছি খুন করেছি রাতদুপুরে।
হঠাৎ ছুরি দৌড়ে এলো—হাতের মুঠো জব্দ করে
আধারে চালাতে বললো, যেমনভাবে মারে বৈঠা
সুখে ওপার হেঁকে বলছে, দুঃখমোচন করতে এসো
আমার পদ্মদীঘির কাছে শান-বাঁধানো ঘাটটি আছে
সেখানে কেউ কাপড় কাচে, দুঃখগ্লানি তুচ্ছ হলো—
নেশা আমার লাগলো চোখে, কে তুই মাছি দুঃখদায়ক
আমাকে বাঁধনে বেঁধে ফেলে রেখেছিস তোর কোটরে
হেঁটোয় কাঁটা—ওপরে কাঁটা, এই কি দীর্ঘ জীবনযাপন ?
এই রোমাঞ্চকর যামিনী, হায় মাছি তুই সোনারবরন !
খুন করেছি হঠাৎ আমি বাঁচবো বলে একা-একাই
দূর সমুদ্রে পাড়ি দেবোই, পাহাড়চুড়োয় থাকবো বসে
চিরটা কাল চলবো ছুটে—পিছনে নেই, পশ্চাতে নেই
তদন্তে ক্রূর পায়ের শব্দ, আমায় ওরা ছেড়ে দিয়েছে

ছেড়ে দিয়েছে বলেই আমি সোনার মাছি জড়িয়ে আছি
দীর্ঘতম জীবন এবার তোমার সঙ্গে ভোগ করেছি
এই রোমাঞ্চকর যামিনী—সোনায় কোনো গ্লানি লাগে না
খুন করে নীল ভালোবাসায় চমকপ্রদ জড়িয়ে গেলাম ॥

যেতে-যেতে

যেতে-যেতে এক-একবার পিছন ফিরে তাকাই, আর তখনই চাবুক
আকাশে চিড়, ক্ষেত-ফাটা হাহা-রেখা
তার কাছে ছেলেমানুষ !
ঠাট্টা-বট্‌কেরা নয় হে
যাবেই যদি ঘন-ঘন পিছন ফিরে তাকানো কেন ?

সব দিকেই যাওয়া চলে
অন্তত যেদিকে গাঁ-গেরাম-গেরস্থালি
পানাপুকুর, শ্যাওলা-দাম, হরিণমারির চর—
সব দিকেই যাওয়া চলে
শুধু যেতে-যেতে পিছন ফিরে তাকানো যাবে না
তাকালেই চাবুক
আকাশে চিড়, ক্ষেত-ফাটা হাহা-রেখা
তার কাছে ছেলেমানুষ !
ঠাট্টা-বট্‌কেরা নয় হে
যাবেই যদি ঘন-ঘন পিছন ফিরে তাকানো কেন ?

যাত্রী তুমি, পথে-বিপথে সবেতেই তোমার টান থাকবে
এই তো চাই, বিচার-বিশ্লেষণ তোমার নয়
তোমার নয় কূট-কচাল, টানাপোড়েন, সর্বজনীন মৌতাত, রাধেশ্যাম
যাত্রী তুমি, পথে-বিপথে সবেতেই তোমার টান থাকবে
এই তো চাই—

যেতে-যেতে এক-একবার পিছন ফিরে তাকাই, আর তখনই চাবুক
তখনই ছেড়ে যাওয়া সব
আগুন লাগলে পোশাক যেভাবে ছাড়ে
তেমনভাবে ছেড়ে যাওয়া সব
হয়তো তুমি কোনদিন আর ফিরে আসবে না—শুধু যাওয়া

যাত্রী তুমি, পথে-বিপথে সবেতেই তোমার টান থাকবে
এই তো চাই, বিচার বিশ্লেষণ তোমার নয়
তোমার নয় কুট-কচাল, টানাপোড়েন, সর্বজনীন মৌতাত, রাধেশ্যাম
যাত্রী তুমি— পথে-বিপথে সবেতেই তোমার টান থাকবে
এই তো চাই ॥

পাখি আমার একলা পাখি

হলুদ পর্দা ছিঁড়ে ফেলতে এক মুহূর্ত সময় লাগবে—
তার পরে লুট— প্রভুর পায়ের কাছেই কি বাতাসা পড়ছে ?
মালসা-ভোগের সময় মানায় অন্ধ হাতে ধুলোর মুঠি ?
জিভ হলুদ বাসনার কাঠি, তাতেই খাঁচা তৈরি হতো—
পাখি আমার একলা পাখি, একলা- ফকলা দু-জন পাখি ।

স্বাদু ফলের চতুর্দিকে জালের তৈরি শক্ত বেড়ায়
বাদুড় তুমি একলা পড়ো, আমি দাঁতেই কাটছি সুতো
ঢুকবো সমুদ্দুর-লেগুনে— নীল জলে লুটোচ্ছে মোহ
আধভেজা ফুল-শায়ার মতন, সেই শায়াতে জড়িয়ে আছে
জল, জেলি, লোভ, রক্ত আমার—
পাখি আমার একলা পাখি, একলা-ফেকলা দু-জন পাখি ।

বাবার হাতে তৈরি আমি, এক মুহূর্তে ভাঙবো পিঠের
উল্টে-রাখা সাধের সিন্দুক— মোহর মেজেয় পড়বে ঝরে
নীল জলে লাল পাথরকুচি আষ্টেপৃষ্ঠে আলিবাবার—
আমি একটি সোনার মাছি মাড়িয়ে ফেলবো রাতদুপুরে
স্বাদু ফলের চতুর্দিকে জালের তৈরি শক্ত বেড়ায়
বাদুড় তুমি একলা পড়ো— আমি সিন্দুকে সাঁতার কাটছি ।

পাখি আমার একলা পাখি, একলা-ফেকলা দু-জন পাখি
লাগছে ভালো— সারাজীবন খাঁচার মধ্যে, বাসনা-কাঠি
ঘিরে রেখেছে ন্যাংটো শরীর— এদেশে কাপাস ফলে না
খাদ্য-জলের নেই ব্যবসায়, তাই থুতু-পেচ্ছাপের ভক্ত
সব শরীরটা ঠুকরে খেয়েও দু-জোড়া ঠোঁট বাঁচিয়ে রাখা
নোংরা পাখি, নোংরা পাখি—নোংরা-ঠোংরা দু-জন পাখি

তোমার হাত

তোমার হাত যে ধরেইছিলাম তাই পারিনি জানতে
এই দেশে বসতি করে শাস্তি শাস্তি শান্তি
তোমার হাত যে ধরেইছিলাম তাই পারিনি জানতে
সফলতার দীর্ঘ সিঁড়ি, তার নিচে ভুল-ভ্রান্তি
কিছুই জানতে পারিনি আজ, কাল যা-কিছু আনতে
তার মাঝে কি থাকতো মিশে সেই আমাদের ক্লান্তির
দু-জন দু-হাত জড়িয়ে থাকা— সেই আমাদের শান্তি ?
তোমার হাত যে ধরেইছিলাম তাই পারিনি জানতে।

বেশ কিছুদিন সময় ছিলো— সুদুঃসময় ভাঙতে
গড়তে কিছু, গড়নপেটন— তার নামই তো কান্তি ?
এ সেই নিশ্চেতনের দেশের শুরু না সংক্রান্তি—
তোমার হাত যে ধরেইছিলাম তাই পারিনি জানতে॥

এই বিদেশে

এই বিদেশে সবই মানায়—
পা-চাপা প্যাণ্ট, জংলা জামা
ধোপদুরস্ত গলার রুমাল, সঙ্গে থাকলে অশ্বত্থামা
এই বিদেশে সবই মানায়।

ব্রায়ার-পাইপ, তীক্ষ্ণ জুতো
নাকের গোড়ায় কামড়ে-বসা কালো কাচে রোদের ছুতো
এই বিদেশে সবই মানায়।

কিন্তু তোমার তালছড়িটা—
মেঘে মেদুর সেই যে বক্ষে বাস্তুভিটা
যেখান থেকে বাকি জীবন করবে শুরু বলেই এলে—
সেইখানে আজ অভয় পেলে

এই বিদেশে সবই মানায়॥

সে বড়ো সুখের সময় নয়, সে বড়ো আনন্দের সময় নয়

পা থেকে মাথা পর্যন্ত টলমল করে, দেয়ালে দেয়াল, কার্নিশে কার্নিশ,
ফুটপাত বদল হয় মধ্যরাতে
বাড়ি ফেরার সময়, বাড়ির ভিতর বাড়ি, পায়ের ভিতর পা,
বুকের ভিতরে বুক
আর কিছু নয়— (আরো অনেক কিছু ?) — তারও আগে
পা থেকে মাথা পর্যন্ত টলমল করে, দেয়ালে দেয়াল, কার্নিশে কার্নিশ
ফুটপাত বদল হয় মধ্যরাতে

বাড়ি ফেরার সময়, বাড়ির ভিতর বাড়ি, পায়ের ভিতর পা,
বুকের ভিতরে বুক
আর কিছু নয়।
'হ্যাণ্ডস্ আপ'— হাত তুলে ধরো — যতক্ষণ পর্যন্ত না কেউ
তোমাকে তুলে নিয়ে যায়
কালো গাড়ির ভিতরে আবার কালো গাড়ি, তার ভিতরে আবার কালো গাড়ি
সারবন্দী জানলা, দরজা, গোরস্থান— ওলোটপালোট কঙ্কাল
কঙ্কালের ভিতরে শাদা ঘুণ, ঘুণের ভিতরে জীবন, জীবনের ভিতরে
মৃত্যু— সুতরাং
মৃত্যুর ভিতরে মৃত্যু
আর কিছু নয়!
'হ্যাণ্ডস্ আপ'— হাত তুলে ধরো— যতক্ষণ পর্যন্ত না কেউ
তোমাকে তুলে নিয়ে যায়
তুলে ছুঁড়ে ফেলে গাড়ির বাইরে, কিন্তু অন্য গাড়ির ভিতর
যেখানে সব সময় কেউ অপেক্ষা করে থাকে— পলেস্তারা মুঠো করে
বটচারার মতন
কেউ না কেউ, যাকে তুমি চেনো না
অপেক্ষা করে থাকে পাতার আড়ালে শক্ত কুঁড়ির মতন
মাকড়সার সোনালি ফাঁস হাতে, মালা
তোমাকে পরিয়ে দেবে— তোমার বিবাহ মধ্যরাতে, যখন ফুটপাত বদল হয়
—পা থেকে মাথা পর্যন্ত টলমল করে

দেয়ালে দেয়াল, কার্নিশে কার্নিশ।
মনে করো, গাড়ি রেখে ইস্টিশান দৌড়ুচ্ছে, নিবন্ত ডুমের পাশে তারার আলো
মনে করো, জুতো হাঁটছে, পা রয়েছে স্থির— আকাশ-পাতাল এতোল-বেতোল
মনে করো, শিশুর কাঁধে মড়ার পাল্কি ছুটেছে নিমতলা— পরপারে
বুড়োদের লম্বালম্বি বাসরঘরী নাচ—

সে বড়ো সুখের সময় নয়, সে বড়ো আনন্দের সময় নয়
তখনই

পা থেকে মাথা পর্যন্ত টলমল করে, দেয়ালে দেয়াল, কার্নিশে কার্নিশ,
ফুটপাত বদল হয় মধ্যরাতে
বাড়ি ফেরার সময়, বাড়ির ভিতর বাড়ি, পায়ের ভিতর পা, বুকের ভিতর বুক
আর কিছু নয়॥

একদা এবং আমি

সমুদ্রতীরে পৌঁছেই পাহাড় পর্বতের কথা মনে পড়লে বোধ হয়
তোমার বুকেই মানুষের সমুদ্র-পাহাড় একাকার
একেক দিন তোমার কাছ থেকে দূরে যাই, দূরে থেকেও কাছে—
এমন শস্তা কবিত্বের কেন্দ্রে আমি বন্দী নই
নই হুলুস্থুল প্রকৃতি, বনভোজন কিংবা ইয়ার-দোস্তে
যেখানেই যাই— তুমি আছো, এটে আছো আমার শরীরের নানান জোড়ে
রক্তপিপাসু জোঁকের মতন
আবছা আলোর ভিতরে কেরোসিনের ফিতের মতন আঠায় ভিজে
আছো যেমন ধুলোর ভিতর জীবাণু থাকে, জীবাণুর ভিতর প্রাণ
একেক দিন তোমার কাছে থেকে দূরে যাই, দূরে থেকেও কাছে—
এমন শস্তা কবিত্বের কেন্দ্রে আমি বন্দী নই।
বন্দী আমি তোমার আচলের গিঁঠে চাবির মতো, খুচরো পয়সার মতো,
বন্দী আমি তোমার শরীরের ভাঁজে-ভাঁজে অলংকারের মতো, চুলের মতো,
তোমার শরীরের আবহাওয়ায় নির্জন জলের মতো, হাওয়ার মতো,
বাথরুমের সাবধানী দেয়ালের মতো
বিষম গরম, অভিজ্ঞতায় ডাক্তার, পাপোষের মতন সহিষ্ণু
আমি বন্দী, আমি বন্দী!—আমায় তুমি মুক্তি দিতে এসো না।
একদিন এমন দারুণ দেহের জোড়গুলো একে-একে খুলে যাবে,
যেমন করে ফাঁস আলগা হয়, কোমরের কষি খসে হয় আলুথালু
তেমন করে এমন দারুণ দেহের জোড়গুলো আমার একে একে খুলে যাবে,
খুলে ছড়িয়ে পড়বে আমারই চতুর্দিকে— দেয়ালের ক্ষয়-লাগা পলেস্তারার মতন

প্রাসাদের হাত নেই, দেয়ালের উপর রাজমিস্তিরির কুশলী হাতের ছায়া
কাঁপছে কেবলই
ছায়া, এক-টুকরো ভারও সহ্য করতে পারে না।
সুতরাং, পুরানো বাড়ি নতুন করে গাঁথা যাবে না, দোজবরের আবার বিয়ে!
মৃত্যুর কথা আমরা সকলেই জানি—মৃত্যু থেকে পার নেই,
যেন তালকানা পাখি উড়ে এসে পড়বেই ফাঁদে
বড়ো ফাঁদ ছোটো হবে, করতল মুষ্টিতে এসে জমে যাবে
ভাগ্যরেখাগুলোর মতনই হয়ে যাবে স্বাধীনতাবিহীন, বন্দী।
মৃত্যুর কথা আমরা সকলেই জানি—মৃত্যু থেকে পার নেই,
যেন তালকানা পাখি উড়ে এসে পড়বেই ফাঁদে
সমুদ্রতীরে পৌঁছেই পাহাড় পর্বতের কথা মনে পড়লে বোধহয়
তোমার বুকেই মানুষের সমুদ্র-পাহাড় একাকার
একেক দিন তোমার কাছে থেকে দূরে যাই, দূরে থেকেও কাছে—
এমন শস্তা কবিত্বের কেন্দ্রে আমি বন্দী নই॥

অতিদূর দেবদারুবীথি

পিছনে, নদীর দিকে অন্ধকারে মিনারের চূড়ো অতিদূর জলস্তম্ভ
মনে হতে পারে
নাবিকেরও মনে হয়—নাবিকেরা সত্যকার জাহাজ দেখেছে
ডুবো ইলিশের চোখে সেইসব নাবিক-কম্পাস-কাঁটা-মাস্তুল-মিনার যেন এক
চঞ্চল বেদনারাশি-ভরা দেশ, দেশাতীত কিছু
ইলিশের নেতা জানে, ইলিশের ক্যাবিনেট জানে।

অন্ধকারে আমাদের চোখাচোখি হয়েছে যেমন মিনারে-নাবিকে হয়
ইলিশেও হয়
তবু চোখই বিশ্বাসপ্রধান
চোখের জলের জন্ম বিশ্বাসের জন্মের মতন চোখেরই ভিতরে

সেখানে তালের ডোঙা করে আসে পালেদের লোক
নাবিক-কম্পাসকাঁটা-মাস্তুল-মিনার সবই আছে
প্রতীকী বাহন আছে, দেবীমূর্তি নাই

অন্ধকারে আমাদের চোখাচোখি হয়েছে যেমন মিনারে-নাবিকে হয়,
ইলিশেও হয়।

আমাদের কথা শুধু আমরা বুঝেছি একদিন নদীতীরে অন্ধকারে
মিনারের দিকে চেয়ে থেকে
আমরা বুঝেছি—তবু বোঝাবার আয়াস করিনি
যা কিছুই বোঝা যায়, বোঝানোও যায়—
তেমন রহস্যহীন স্বাদগন্ধহীন বর্ণনা কে
অন্ধকার চুরি করে দিতে যাবে উৎসুক ইন্দ্রিয়ে
কে সে ফেরিঅলা যার ফেরি শুধু কর্কশ-পাথর ?
আমরা জেনেছি এতো তবু আরো জেনে যেতে হবে
উন্মাদের ঝুলি যতো অদ্ভুত জঞ্জালে ভরে যায় ততোই তারার ফুর্তি
সে জানে সে যাবে, সাথে নিয়ে যাবে তারার পুঁটুলি
জীবনে মোহর পেলে তুলে রাখা তারও শখ ছিলো
এমনই সকলে, তবু টের পেতে কাল লেগে যায়—একটি জীবনধারা
তৎক্ষণাৎ লেগে যেতে পারে

একথা জানার পর আরো দূর জানার উদ্দেশে আমাদেরও যেতে হয়
আমাদেরও আড়ি পেতে শুনে নিতে হয় চটকের কত দাম আড়তে-দোকানে
এসব ব্যবসাবুদ্ধি অতি বড়ো নির্বোধেরও আছে—
ইলিশ-চটকে ভুলে হাবাগোবা জেলেদের পুত সম্ভব-খাঁড়িকে ছেড়ে
মহান সাগরে মিশে যায়
আমরাও মিশে যাই—আমরাও মিশে যেতে থাকি—
খাদ্যাখাদ্য, প্রেমপ্রীতি, নষ্ট ফল, সবার উপর
ইচ্ছার আধেকলীন মাছি হয়ে ঘুরে মরি শুধু
তোমাদের কাছে বলি—'যা পেয়েছি প্রথম দিনে তাই যেন পাই শেষে'

জীবন-বাসনা সেই নীলাঞ্জন ছায়া— যার কাছে গিয়ে তবে বুঝেছি প্রত্যেকে
প্রত্যেকে পৃথক, হ্রস্ব-দীর্ঘ, স্থির-কম্পমান, জনতা-একাকী
তাদের গর্বিত শাস্তি যথাক্রমে শুয়ে পড়ে আছে
আমরা শোয়াতে ভারি সুখ পাই— নিষ্প্রাণতা পাই
কাগজে-কলমে চাই জাগরণ সাধ চেপে রেখে
আমরা হলুদ ভালোবাসি বলে মুখে বলি জুঁই
আমাদের সাধারণ কাজে সুপ্ত যুগের প্রতিভা।

কখনো বুকের কাছে মেঘ করে— মুখেই মিলায়
অবর্ণনীয়কে যেন বর্ণনীয় করি
দাঁড়ালে কি সুখী হবো ?
আমাদের কথার আগেই পড়ে পূর্ণচ্ছেদ, তবু বলি কথা
নতুবা সৌষ্ঠবময় সাধু বলে নিতো কি মন্দির ?

'ইলিশের সংসারের কাঠামো জানি না'— বলে সর্বদা-গম্ভীর অধ্যাপক অনেক
দেখেছি আমি
দেখার অতীতেও আছে কিছু— ফলে নিত্য ভ্রাম্যমাণ
আমার কাজের চেয়ে অকাজের বোঝা বেশি থাকে।
এক দেশ ছেড়ে অন্য দেশে যাওয়া সহজ অনেক
সেখানেও বৃষ্টি পড়ে, সেখানেও শীতে পাংশু ঠোঁট
সেখানে বসন্তরাতে কাঠ চেরাইয়ের শব্দ হয়
বাগানে ভেরেণ্ডা গাছে বসে স্থির নীলকণ্ঠ পাখি বাবুর ছেলেকে ডেকে
কথা বলে—
'বিদেশেই চলো— সেখানে অনেক বল— গোলপোস্ট, তুমি সুখে রবে'—
জীবনের ব্যাপ্তি ছাড়া ঘর মনে পড়ে না আমার
অনন্ত ময়দানে দেখি জানালা— পোর্টিকো
গরাদে ঘুণের বাসা, জালে-ধরা বাদুড়ের মতো পড়েছে পানের পিক কতো
কাছে দূরে

আমাদের জ্বর হলে পাড়ের কাঁথায় ঢাকা হতো পাশ-বালিশ

ওডিকলোনের স্পর্শ প্রথম প্রেমের মতো আজো জেগে আছে
মাঝে মাঝে টের পাই— খোঁজ পড়ে স্বজন-সায়রে কে দেয় সাঁতার
জীবনের ব্যাপ্তি ছাড়া ঘর মনে পড়ে না আমার
অনন্ত ময়দানে দেখি জানালা পোর্টিকো
গবাক্ষে ঘুণের বাসা, জালে-ধরা বাদুড়ের মতো পড়েছে পানের পিক কতো
কাছে দূরে।

অতিদূর দেবদারুবীথি— তার ছায়ার ভিতরে আমাদের পথ হাঁটা হতো রোজ
করতলে টক কামরাঙা, মাকড়সার শত বাসা চুলের ভিতর
যেন পৃথিবীর সাধ, শৌখিনতা ভুলে গিয়ে, ভুলে গিয়ে বেদনাবাহার
আমরা চলেছি হেঁটে বিহ্বল সাঁকোর 'পরে স্বপ্নে হাত ধরে
কার পায়ে চাপ পড়ে দেবদারু-ফল ভেঙে যায়
এপাশ-ওপাশ করে ছুটোছুটি গুলির মতন কোনটি বা
মানুষের মতো এরও ব্যবহার, আচার-বিচার।

দেবদারু-বীথি পারে তোমার গোয়াল ঘর চোখে পড়ে রোজ
গরুর বাঁটের থেকে স্খলিত দুধের মতো তোমাকেও মনে পড়ে অর্গলবিহীন
খিড়কি, থোকা-কই, রাণা— পাশে তার স্থলপদ্ম দুপুরের রোদে ম্লান হলো
ইতিউতি মাছরাঙা উড়ে যায় বাদার ওদিকে
কন্টিকারী ঝোপে আজো ডোবারটা কাঠবিড়ালীর ফলসারঙের মুখ
তুমি নেই— ডালিমের ফুলগুলি ঝরে পড়ে ডালিমতলায় ॥

আমাদের ঘর নাই—আছে তাঁবু অন্তরে-বাহিরে

'সাইকেল সাইকেল'— বলে ছুটে আসে ক্ষেত-ফাটা হাওয়া !
হলদিবাড়ি রোড গেছে খরস্রোতা নদীর মতন
চাঁদের পিরিচ ভরে কালো জাম গিয়েছে ছাড়িয়ে
আকাশের ব্রিজ— চোখে পড়ে স্থায়ী নক্ষত্র-রিভেট

সবই কি সংহত ; শক্ত, কালব্যাপী— ভবিষ্যৎময় !
'সাইকেল সাইকেল' করে ছুটে আসে ক্ষেত-ফাটা হাওয়া
এরই মাঝে
এরই মাঝে আলো তুলে নেভাতে নিমেষ-মাত্র লাগে !

জানালার কাছে বসে মনে হয় পৃথিবীতে শুধু
এসেছি জাহাজে ভেসে যাবো বলে
কোনোদিকে নয়—
দাঁড়িয়ে প্যাডেল করে একই স্থানে সাঁতারুর মতো
অবিরাম ভেসে থাকা— অস্তিত্ব ভাসিয়ে রাখা শুধু ।

জীবনের কাছে আজ মরণের কাঠুরে এসেছে
'কাঠ চাই— হলুদ, কর্কশ কাঠ—পাইনাজ সেগুন ও শাল'-
গেরস্তের দ্বারে-ফেলা যাবতীয় স্মৃতির জঞ্জাল
নেবে ওরা
পরখ করে নি কেউ ঘোড়া
ব্যবসা-বাণিজ্য ছাখে না সে—
জীবনের কাছে আজ মরণের কাঠুরে এসেছে ।

তোমাদের গাছে ফোটে কুঁদফুল, আলোকলতায়
ছেয়েছে প্রাঙ্গণে পোঁতা গন্ধরাজফুলের শিখর
যেন মাকড়সার জাল— ঘিরেছে কুয়াশা
চুলের ভিতরে মাথা রিবনের মতো ।
তোমাকে বেসেছি ভালো— পৃথক করেছি একে একে
কুন্দ, গন্ধরাজফুল, আলোকলতার কেশপাশ
দু-হাতে ধানের ক্ষেত ভেদ করে গিয়েছিলো চাষা
সোনার কচ্ছপ কার পড়ে আছে দীর্ঘ নালিঘাসে !

'বসন্তের দেরি কতো ?' বৃষ্টিশেষ, আকাশে উজ্জ্বল
অকস্মাৎ মাঝরাতে ছেলেরাও মাঠে ফেলে বল

সাঁতার অনেকে দেয় অতিদূর জ্যোৎস্নার ভিতরে
'বসন্তের দেরি কতো ?'— এ-প্রশ্নে তোমাকে মনে পড়ে।

স্টেশনে হঠাৎ দেখা— এ দেশের বৃষ্টির মতন
বিদ্যুচ্চমকে
সারারাত ছোটে গাড়ি ব্রিজ ভেঙে, দমকে দমকে
আমাদের মন
এ-দেশের বৃষ্টিরই মতন।

পাকদণ্ডী বেয়ে বাস শেষে থামে মেটেলিবাজার
দুপাশে চায়ের বন, সভার ফেস্টুন— ফ্ল্যাগপোস্ট
সে সবের মতো যেন দাঁড়িয়েছে শেড্‌ট্রির সারি—
বক্তব্য কোথায় ? ভাষা-গণআন্দোলন— মনুমেণ্ট ?
নাকি এ তুষার রেঞ্জ, অবসোলিট্‌ প্রাণের রেপ্লিকা ?

বুঝি না কিছুই— শুধু নিস্তরঙ্গ ভেসে চলি স্রোতে
বর্তমান মুছে যায় নতুন পাম্‌সু জুতো পেলে
কখনো তোমার কথা মনে হয়— কখনো তাদের
ভালোবাসা একবারই দিয়েছিলো ডানা
সে হবে বাল্যের শেষ— কৈশোরের শুরু
সদর দরোজা নয়— খিড়কিই বুঝেছি।

সেখানে দেয়াল থেকে খসেছে গোবর
জলবসন্তের দাগ রেখে গেছে মুখে
পদশব্দে চারিদিকে— চারিদিকে পাতার ফিসফাস
তরুণ শামুক এক উঠে আসে দীর্ঘ রানা বেয়ে
নারিকেল-ফুল-মাখা দুপুরে বাতাসে
তোমার উৎকণ্ঠ স্পর্শ আজো মনে আসে

অন্ধকার ঘরে
মুঠোয় বারুদ ঢেকে লুকোচুরি করে

সেদিন দুজনে—
সে কথা কি আজো পড়ে মনে ?

ইনডং পল্লীর কোলে বসে গেছে হাট— গোধূলি তখন
উড়ছে কার্পাসতুলা মাঠের উপরে
ধুলা ধরে থাকে তার মহিষের ক্ষুর
'—পথ হতে কুড়িয়ে নেবে কি ?'

আলের উপরে আজ রোদ এসে পড়ে মাজনার মতো
বিদায়ী রুমাল উড়ে যেতে চায়— সিক্ত বকপাঁতি
কোথায় শান্তি ওঁ শান্তি পাবো— কোথায় সাগর ?
কমলালেবুর বনে এসে গেলে তৎপর মৌমাছি

দীর্ঘদিন ধরে আমি হেঁটেছি বালুর তীরে-তীরে
পদশব্দ ওঠে নাই— নিঃসঙ্গ পাগল আমি হেঁটে
পেরিয়ে এসেছি সাশ্রু উইলো-ঝাউ-লিভিং ফসিল
সুতরাং কোন্ দিকে ? সুতরাং কোন্ দিকে—দিকে ?

দূরের পাথরে নাম লিখে গেছে তাদের প্রত্যেকে
কারিগর—
শহর নীলাম করে এসেছে জঙ্গলে
বসিয়েছে তাবু— যেন খেলাঘরে এসেছে আবার
কৌটায় পুরেছে কীট-পতঙ্গ-কাঁচপোকা
এবার বিদেশে যাবে।

আমাদের চেতনার ভিতরে এখন ঘাসের শিশির-ভরা স্পর্শ পাই
কোনো কোনো দিন
ভোরবেলা— মাঠের ওধারে—
ইঁদুর তুলেছে মাটি, শূন্যক্ষেত হোগলার ভিতর

জলপিপিদের কান্না— বিজলীর আলো
দুয়ারে সত্যের কাছে পশারিনী স্বপ্ন নিয়ে আসে
লাল ঘাগরা ওড়ে তার— গা থেকে উচ্চণ্ড গন্ধ ছাড়ে
বনভূমি হাঁক দেয় 'মাদার মাদার'—
আমরা এখনো যাকে ভালোবাসি, তার কাছে যাই

'নতুন সন্তান দিও আমাদের ঘরে।'

আমাদের ঘর নাই— আছে তাঁবু অন্তরে-বাহিরে
সেখানে যথেষ্ট আছে মেলামেশা করার সুযোগ
আমাদের ভুল হয়— ভুল ভেঙে নিতে হয় বলে
পারম্পর্যময় সেই শ্মশান করে না সঞ্চরণ
বুকের ভিতর—
আমাদের ঘর

সবার বুকের মধ্যে আছে।

উটের মধুর আরব এসেছে কাছে

জ্যোৎস্নায় হয়েছে শুরু, জানি না কোথায় হবে শেষ
আত্মায় পড়েছে ছাই— উড়ে এসে শ্মশানের ধুলো
ভাঙা খুলি, পোড়া মাংস, কিংবা সবই আত্মার উদ্যোগ
নূতনে বসাতে গিয়ে পুরাতনে করেছো নস্যাৎ
প্রিয়তমা, এও ভুল— এও ক্ষিপ্র বিকেন্দ্রীকরণ!

উড়ে যায় প্রজাপতি— ফেলে গেছে গুটি তার গাছে
ফেরার সময় হলো, শুরু হলো সন্তানের কাছে

মানুষের আসা-যাওয়া

মানুষ সন্তান আজও চায়

মানুষ মাছরাঙা নয়, মাছরাঙা ফেলে দেয় মাছে
অস্ফুট সন্তান তার, কিংবা ডিম— কিংবা লুকোচুরি !

ভুলে গেছি পৃথিবীতে ছিলে তুমি— তুমি আজো আছো
পেচ্ছাব করেছো দীর্ঘরাতে— কিংবা হয়েছো উদ্ভিদ
স্বপ্নে, সারাৎসারে— তুমি বসেছো জানলায়, তালপাখা
তোমার গ্রীষ্মের ক্লান্তি মুছিয়েছে হাওয়ায় হাওয়ায়
তাকে তুমি বুঝিয়েছো— তারই কাজ, তারই সফলতা

অনন্ত আমার কাছে মাঠ নয়— জলাভূমি নয়
আঁধার ভ্রমর, সেইই অনন্ত আমার ইতিহাসে
আলোক অনন্ত নয়— অনন্ত তোমার মধ্যে আছে
সান্তাল-প্রেয়সী, তুমি রূপ নও, রূপাতীত নও—
তুমিই ইঙ্গিত— তুমি নও ঠিক প্রাণের পিপাসা
তুমিও বাদুড়— মধ্যরাতে মাংস— নষ্ট বটফলে
তুমি মেঘে-মেঘে ঢেকে পৃথিবী আঁধার করে দিতে
হতো ভালো— ভালো নও, তুমিও পিপাসা-মাত্র শুধু
আমারই পিপাসা তুমি, অনেকের হে পিপাসাতীত !

ভুলে গেছি পাখি থেকে নেমে আসে ডানার কামড়
আমাদের বুকে— তাই ভেসে উঠি— উড়ে যেতে চাই
তোমার জ্যোৎস্নায়, ডাকে চাঁদ, ডাকে নক্ষত্র-খামার
নবান্নের আয়োজন— জন্মদিন হবে কি অঘ্রানে ?

নাকি ছেড়ে দেবো সবই ভুলে যাবো জন্মের দ্যোতনা
শুধু বুকে হেঁটে আমি পাহাড়ে— মাঝরাতে
অনন্ত যৌনতা চাই— সেই সব— সেইই তো ঈশ্বর।

ঈশ্বর গাধার মাঝে— ময়দানে— সহস্র-গাধা চলে
কোথায় ঈশ্বর ? কিংবা কোথা সেই অবিনশ্বরতা ?
যার কোনো মার নেই— বুঝি সেইই বিদ্রূপ মারের।
তুমি শুধু সরে যাও— গাড়ি গেছে স্টেশন ছাড়িয়ে
যেখানে বকের বাসা, বাবলা বন— উটের খাবার।

হৃদয়ের কাছে এসে বসেছে সুপারি গাছ গরাদের মতো
হয়তো বন্দিত্ব চাই— নতুবা স্বাধীন হবো কিসে ?
উলোট-পালোট করে দিতে চাই যা কিছু স্বরাট্
অবুঝ বন্দিত্ব চাই— বাঁধা-ধরা উঠোনের মতো—
খোলা ক্ষেত নাহি চাই— যাকে শুধু অনন্তের কাছে
তুলে নিয়ে আসা যায়— তুলনা না করে স্বাভাবিকে
এমনই উঠোন চাই যা ভরেছে ইস্কুলের ছেলে !

কৃষ্ণচূড়া ঝরে গেছে— পথের উপরে— চলে বাস
চলে কৃষ্ণচূড়া— চলে মেধায়-আত্মায় তারো কাছে
জীবনে-যৌবনে চলে ফুল
আমার চিন্তায় ভুল— চিন্তায় সমস্ত হলো ভুল !

কাছে এসেছিলে— আজ কাছে নাই, শুধু গেছো দূর
বাবলা ফুলের গন্ধে মনে হয় উটের মধুর
আরব এসেছে কাছে— সার্কাসে নাচের বালু ওড়ে
মাঝে মাঝে টের পাই— মাঝে মাঝে ভুলে যেতে থাকি
সমস্ত ভুলেই যাই— এই হাট— এই বেচাকেনা
দুর্দিনের ধন তুমি— যতো তীব্র, ততো ছিলে চেনা !

এখন ইঁদুর ঘোরে— শস্য উঠে গেছে মাঠ থেকে
খামারে— গোলায়, তাই ইঁদুর এসেছে আজই মাঠে
জ্যোৎস্নায় রোমাঞ্চ তার চোখে পড়ে— চোখের বাহিরে
তার সম্বর্ধনা আছে— মানুষেরা করে, কেননা, সে

মানুষেরই বন্ধু, তার আপন—উন্মত্ত শুধু বোমা
যারা তৈরি করে তার ক্ষুধা নাই, তৃষ্ণা নাই কোনো—
ইঁদুরের সবই আছে— ক্ষুধা আছে, তৃষ্ণা—তাও আছে।

সিঁড়ি বেয়ে উঠে যাই— উঠে যেতে ভালো লেগেছিল
আমাদেরও—ঘাট আছে, সজল সিঁড়িতে আছে লেখা
'সাবধান—মৃত্যু আছে'—কোথা মৃত্যু ? কোথায় অতল ?
আমার চাঞ্চল্য বেশি—জীবনের গোধূলি এখন
গিয়েছে সূর্যের বল রেখা ছেড়ে— খেলা চলে তবু
নিতান্ত রেফারি নেই—হলো গোল—জয় হলো কাজে
চাঞ্চল্যে সবারই ছুটি—একা আমি খেলেছি প্রান্তরে।

আমার মূর্খতা বেশি, আমি খুঁজি দেশান্তর, যেন
সেখানেই শান্তি পাবো— কিংবা উত্তেজনা তীব্রতর
দুয়ের পার্থক্য নেই—দুইয়েরই সাযুজ্য আছে, যাকে
অভিন্নতা বলা যায়—বলা যায় প্রেমের পাথর
অর্থাৎ দৃঢ়তা আছে— অবিচ্ছিন্ন আত্মাই তাদের।

সন্ধ্যা হয়ে গেছে— মাঠে আলো নেই—চোখ চলে কম
দেখা যায় যাহা কাছে, দূরে দৃষ্টি নাহি চলে আজ
সন্ধ্যা হয়ে গেছে, যাকে সন্ধ্যা বলে, নিশ্চিন্তিও বলে
যাকে বলে 'ঐ শেষ-জীবনের প্রান্ত দেখা যায়।'

মরে যেতে ইচ্ছা হয়— কিন্তু মৃত্যু আর ফিরাবে না
নতুন প্রাসাদ গড়ে ওঠে তিক্ত পুরাতন ভিতে
মৃত্যু কি ভিত্তিও নয় ? মৃত্যু কি নিশ্চিন্ত ভালোবাসা !
একে নিতে চায়— অন্যে নয়— অন্যে নিতে পারে কাম
কামও তো যথেষ্ট, তাতে যোগাযোগ আছে, গ্লানি আছে।

বহুদিন বেদনায় বহুদিন অন্ধকারে

বহুদিন বেদনায় বহুদিন অন্ধকারে হয় হৃদয়ের উদ্‌ঘাটন
সে-সময়ে পর্দা সরে যায় প্রাচী দিগন্তের দিকে—
যে-সময়ে মেহগনি খাট ডুবে যায় মেঘে-মেঘে
যে-সময়ে মনোহর প্রত্যভিবাদন নিতে ধানক্ষেতে নেমে আসে চাঁদ
অন্ধকার অবহেলা অন্ধকার বড়ো বেদনার—
সে-সময়ে হৃদয়েরই উদ্‌ঘাটনে ভাসে মুখবাঁধা ঈগলবকের ঝাঁক একই দলে,
হলুদ পাতায় ভরে যায় নন্দীদের বটতলা,
সে-সময়ে তোমাদের বাড়ির কাউকে দেখা গেলে
(এমনকি অতিচেনা রোমশ বিড়াল!)
সিন্দুরের ফোঁটা তার কপালে দিতাম এঁকে, তবে
তোমরা সকলে মিলে বুঝে নিতে সময়সংকেত—
সেই লোকটির হাতে এ-ফোঁটা পরানো হয়েছিলো।

অতি আদরের পথে গলির বারান্দা ভালোবেসে
শেষবার সেই লোক কাহাদের বিড়ালেরই সাথে
করিয়াছে মুখোমুখি দেখা।
অবহেলা তোমাদের, অবহেলা তাহার তো নয়—
অমর নারীর মতো তোমরা করিতে পারো খেলা,
তাহাদের সে-সময় আছে?
এই তো সেদিন আমরা আমাদেরই জন্মদিনে করেছি গ্রহণ—
বয়সের পরচুলা।

বয়স তো কারো একা নয়?
বয়স দাঁড়িয়ে থাকে কোনো মাঠে স্কেলকাঠি হয়ে—
মানুষ মাপিতে যায়, মানুষী মাপিতে যায়, বালকেরা হাসে—
৫´—৩´´-এ হয়ে যায় মনোরমা কাপ নির্বাচন!
বহুদিন বেদনায়, বহুদিন অন্ধকারে হয় হৃদয়ের উদ্‌ঘাটন
সে-সময়ে পর্দা সরে যায় প্রাচী দিগন্তের দিকে।

এবার আসি

সবাই বলতো পিঠে একটা কুলো বেঁধে নাও
চলো
পাঁচনবাড়ি উঁচিয়েই আছে
মারের ডগায় সদাসর্বদাই এগিয়ে যেতে পারবে
চলো

যেতে যেতেই এপাশ-ওপাশ দেখা যাবে
মাঝ বরাবর রাস্তা
রাস্তা বলতে সাপ-নাগালে উঠি-মুঠি আলপথ
তাতে পা দিলেই নজরালির তালপুকুর
মিটমিট করছে জমি-জেরাত

সুতরাং, চলো
যেতে যেতেই এপাশ-ওপাশ দেখা যাবে
উড়ো চাল চুড়ো বাড়ি
ঐ তো বদু বুড়োর ছিলো
আজ নেই ?
না।
না মানে, কবলা-কসরৎ দিগ্‌বিদিক ক'রে
মাগ-ভাতারে বদু বুড়ো সাপ্‌টে খুইয়েছে সবই
আছে আছে
সব গেলেই সব যায় না
কিছু আছে
উনুনমাটির গা চিতিয়ে চণ্ডা হয়েই আছে
ছাই
শপথ করো
হারলেও কেন্ ছাড়বে না
শপথ করো, কেননা

—ঐখানেই তোমার জিৎ
তুমি মীমাংসার পক্ষপাতী
অবুঝের সঙ্গে লড়ে লাভ ?
ছিঃ

আজই তৈরি করেছি
সাঁকো
যেখানেই থাকো
একবার মন-মন কাজে এলেই হবে

এবারের উৎসবে
কানা-খোঁড়া সবাইকেই চাই
হাতের লাটাই
আর ঘুড়ি
দু-তরফ, হা ভাইজান, থুড়ি
চারোতরফ মিলমিশই তো মেলা
সুতরাং
যেখানেই থাকো
একবার মন-মন কাজে এলেই হবে
এবারের উৎসবে
কানা-খোঁড়া সবাইকেই চাই

চলো চলো
যেতে-যেতেই ইস্টিশান পাবে
ফেরা-ফিরতি লোক দেখবে বিস্তর
কিন্তু ঐ দেখা পর্যন্ত
মুখ-শোঁকাশুঁকি করার সময় নেই
জলের দরে জমি বিকোচ্ছে
হোগলাবনে মটকা মেরে পড়ে আছে রোদ্দুর
বাঁশঝাড়ে লুটপাট আবছায়া

তবু, ও-সব বিচার তোমার নয়
তোমার নয় ছাঁদনাতলা পোর্টার-পাখি
টিকিটের ওপর কেবলই যাত্রার ছাপ
দোলের রঙে রঙিন কুকুর পথে বেরিয়েছে
তোমার নয় মৌসুমি সমুদ্রের ভারাক্রান্ত প্রসববেদনা
তোমার নয় আদায়-তশিল, ধারকর্জ—
চলো চলো
যেতে যেতেই ইস্টিশান পাবে
ফেরা-ফিরতি লোক দেখবে বিস্তর
কিন্তু ঐ দেখা পর্যন্তই

মই
কিংবা সিঁড়ি
দুজনেরই বাসনা বিচ্ছিবি
সুতরাং—চলো
যেতে-যেতেই ইস্টিশান পাবে
দাঁড়াবে
পা তুলে বক
আর কিছু না-হোক
কলারটা বাঁধা
সা রে গা মা পা ধা
স্কুল-পাঠশাল বন্ধ
ফিরতে আনন্দ নয়, যেতেই আনন্দ

ভালো আছো ?
মন্দ কি ?
দুটোই একবগ্‌গা প্রশ্ন
উত্তরের বদলে দক্ষিণ
নাকের বদলে নরুন
ঐ 'বদল' কথাটাকেই সমর্থন করুন

এবার আসি
সাতগাঁয়ে আমিই এক চলার লোক
পথটাও কম নয় নিতান্ত
কেই বা জানতো
পথের দুপাশে খাড়াই
ইচ্ছে করে ছাড়াই
হাড়-মাস পেথক করি
দুর্গা দুর্গা হরি

এবার আসি
সুতরাং, এবার আসি ॥

স্বপ্নের মধ্যে গোয়ালিয়র মনুমেণ্ট, তুমি

স্বপ্নের মধ্যে, শুধুই স্বপ্নের মধ্যে, গোয়ালিয়র মনুমেণ্ট তুমি—
ইটকাঠের স্তূপ রাজস্থানী মার্বেল
তুমি উদার—ঠিকঠাক শপথ রেখেছিলে
তোমায় নিয়ে কবিতা লেখা শুরু করে আমি
মহান খেলনায় গিয়ে পৌছুলাম
এ-বয়স খেলনার নয়, হেলাফেলা সারাবেলার নয়,
রবীন্দ্রনাথের মতন নয় গঙ্গাস্তোত্রে গা ভাসানো
আমার সুসময় দুঃসময় দুটোই অল্প
রেলগাড়ির ব্রিজ আর কতোটুকু? আমি সেই ব্রিজের মতন
অল্পসল্প হাহাকার—ব্রুকলীন ব্রিজ
নই হার্ট ক্রেন আমেরিকান কবির
মিটিঙে সবাই বলে, আমি তোমাকে ট্রেনের সঙ্গে
মেলাতে চেয়েছিলাম

অথচ তুমি জানো সবই— আমাদের মিল-মিলন হবার নয়
তুমি দূর ছায়ার মধ্যে গণ্ডোলায় ভেসে বেড়াচ্ছো
আমার স্বপ্নের মধ্যে, শুধুই স্বপ্নের মধ্যে গোয়ালিয়র মনুমেণ্ট,
আষ্টেপৃষ্ঠে গোয়ালিয়র মনুমেণ্ট ইটকাঠের স্তূপ
রাজস্থানী মার্বেল
তুমি উদার— ঠিকঠাক শপথ রেখেছিলে।

প্রথম ফুল ফোটার দিনে একঝলক কিশোরীর আলুথালু
অলিগলি পেরিয়ে পেয়েছিলাম তোমার, কবিতার
সিঁড়ি— একলা অবাক নির্জন সিঁড়ি— যা কোনোদিন
প্রাসাদে পৌঁছায় না
শুধুই সিঁড়ি, একলা অবাক নির্জন সিঁড়ি আর
কম্যুনিস্ট ম্যানিফেস্টো—
দূর ছাই! কি পাগলের মতন আবোলতাবোল—
কবিতা লেখার কথা আমার
সিঁড়ির কথা রাজমিস্তিরির, হলুদবাড়ি— তাও রাজমিস্তিরিব
কবি:া লেখার কথা আমার

স্বপ্নের মধ্যে, শুধুহ স্বপ্নের মধ্যে গোয়ালিয়র মনুমেণ্ট তুমি,
ইটকাঠের স্তূপ রাজস্থানী মার্বেল
তুমি উদার-ঠিকঠাক শপথ বেখেছিলে
হাতের পরে মাথা রেখেছিলে, দুই উরু ভ'রে বেখেছিলে কার্পাস
শুধু চীনেবাদামের খোসা ছড়ানো আমার কবিতার সঙ্গে
মিশ খাচ্ছে না
এয়ারকণ্ডিশনিং-এর ক্ষেত্রেও বাদামের খোসা নিষিদ্ধ!
তাম্রকূট আইন ক'রে বন্ধ করা, দূর ছাই!   চুম্বন নিষিদ্ধ
কবিতার কাছে যতো কথা জড়ো করছি ততোহ ছড়িয়ে পড়ছে
তোমার-আমার মনের স্বপ্নের সাধের মতন— বাতাস নেই,
গাবভেরেণ্ডার পাতা নড়ছে না— জোয়ারের জল
তবু ছড়িয়ে পড়ছে, শুধুই ছড়িয়ে পড়ছে।

হেমন্তের অরণ্যে আমি পোস্টম্যান

হেমন্তের অরণ্যে আমি পোস্টম্যান ঘুরতে দেখেছি অনেক
তাদের হলুদ ঝুলি ভ'রে গিয়েছিলো ঘাসে আবিল ভেড়ার পেটের মতন
কতকালের পুরোনো নতুন চিঠি কুড়িয়ে পেয়েছে
ঐই হেমন্তের অরণ্যের পোস্টম্যানগুলি
আমি দেখেছি, কেবল অনবরত ওরা খুঁটে চলেছে
বকের মতো নিভৃতে মাছ
এমন অসম্ভব রহস্যপূর্ণ সতর্ক ব্যস্ততা ওদের—
আমাদের পোস্টম্যানগুলির মতো নয় ওরা
যাদের হাত হতে অবিরাম বিলাসী ভালোবাসার চিঠি আমাদের
হারিয়ে যেতে থাকে।

আমরা ক্রমশই একে অপরের কাছ থেকে দূরে চলে যাচ্ছি
আমরা ক্রমশই চিঠি পাবার লোভে সরে যাচ্ছি দূরে
আমরা ক্রমশই দূর থেকে চিঠি পাচ্ছি অনেক
আমরা কালই তোমাদের কাছ থেকে দূরে গিয়ে ভালোবাসা-ভরা চিঠি
ফেলে দিচ্ছি পোস্টম্যানের হাতে
এরকমভাবে আমরা যে-ধরনের মানুষ, সে-ধরনের মানুষের থেকে সরে
যাচ্ছি দূরে
এরকমভাবে আমরা প্রকাশ করতে চাচ্ছি নিজেদের আহাম্মুক দুর্বলতা
অভিপ্রায় সবই
আমরা আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে নিজেদের দেখতে পাচ্ছি না আর
বিকেলের বারান্দার জনহীনতায় আমরা ভাসতে থাকছি কেবলি
এরকমভাবে নিজেদের জামা খুলে রেখে আমরা একাকী
ভেসে যাচ্ছি বস্তুত জ্যোৎস্নায়
অনেকদিন আমরা পরস্পরে আলিঙ্গন করিনি
অনেকদিন আমরা ভোগ করিনি চুম্বন মানুষের
অনেকদিন গান শুনিনি মানুষের
অনেকদিন আবোলতাবোল শিশু দেখিনি আমরা

আমরা অরণ্যের চেয়েও আরো পুরোনো অরণ্যের দিকে চলেছি ভেসে
অমর পাতার ছাপ যেখানে পাথরের চিবুকে লীন
তেমনই ভুবনছাড়া যোগাযোগের দেশে ভেসে চলেছি কেবলই—
হেমন্তের অরণ্যে আমি পোস্টম্যান ঘুরতে দেখেছি অনেক
তাদের হলুদ ঝুলি ভরে গিয়েছে ঘাসে আবিল ভেড়ার পেটের মতন
কতকালের পুরোনো নতুন চিঠি কুড়িয়ে পেয়েছে
অই হেমন্তের অরণ্যের পোস্টম্যানগুলি
একটি চিঠি হতে অন্য চিঠির দূরত্ব বেড়েছে কেবল
একটি গাছ হতে অন্য গাছের দূরত্ব বাড়তে দেখিনি আমি।

একটানা এক-জীবন

জলের ওপর ভাসতে ভাসতে অর্ধেক জীবন খরচ হয়ে গেলো
বাকিটা ডুবেই থাকবো
দেখি না কী হয় ?
আগে ছিলুম জাহাজ আর নৌকো-ডিঙির সঙ্গী-সাথী
আশেপাশে সাঁতারু সিন্ধুশকুন আর উড়ুক্কু মাছ ছিলো না কি আর ?
সকলে ছিলো—
তাদের অনেকের সঙ্গেই ছিলো ইয়ার-দোস্তি
সপ্তাহান্তে ঢেউ-ঢেঁকুর বিয়ে-থার নেমন্তন্নও জুটতো
নোক-নকুতো ছিলো সবই ; রাজনীতি পার্টিমিটিং শোকসভা

আজ শেষের জীবনটা নিয়ে এই সব চেনাজানা ভাসার
পরিবেশ ফাঁকা ক'রে
আমি এক চুমুকে ডুবে যাবো
দেখি না কী হয় ?
কিছুই না হলে দেশভ্রমণ আমার রোখে কে ?
সবার জন্যে তো আর একটানা একজীবন হয় না !

স্মরণিকা

কবি দিলীপকুমার সেনের স্মৃতি

এখন তুমি প্রত্যেক কবির পাশে রয়েছো শুয়ে
বালিশের ঝালরের উপর তোমার হলুদ চুলের রাশি
লুটোচ্ছে পাট-খোলা গরদের মতো
তুমি সকলের কানে কানে বলতে এসেছো
নির্বাচন করে দিতে এসেছো ইস্টিশান আর রেল-গাড়িতে
তোমার কপাল আর পাথরের নখ টেলিগ্রাফের তারে গাঁথা
তুমি কখনো সাহারানপুরের পোস্টবাক্সে ফেলোনি চিঠি
তুমি কখনো ইঁদুর মারোনি সেঁকোবিষে
কখনো তুমি ময়দানের পাথরের ঘোড়া জড়িয়ে ধরে আক্রমণ
করোনি চীন
এখন তুমি প্রত্যেক কবির পাশে রয়েছো শুয়ে
বালিশের ঝালরের উপর তোমার হলুদ চুলের রাশি
লুটোচ্ছে পাট-খোলা গরদের মতো।

সে-রাতে ঝলক ঝলক বৃষ্টিতে ধুয়ে গিয়েছিলো ঘাটের রানা
ভোর নাগাদ বট আর যজ্ঞডুমুর মাটিতে পড়ে ফেটে
যাচ্ছিলো অবধারিত শব্দে
সুপারি গাছের ডানা খসে যাচ্ছিলো হাওয়ায় হঠাৎ
তুমি একটিমাত্র ডুব-সাঁতারের দীর্ঘনিঃশ্বাসে পার হলে অকূল জল
জীবনের বেদনা মরণের বেদনার কাছে ধূলিলুণ্ঠিত হলো।

সেবার আমরা গণতান্ত্রিক জুলিয়াসের রোমদেশে ঘুরেছি কতোই
কুশোর বেদে শুয়েছিলো মরুভূমির বালিয়াড়ির গভীরে
আমাদের কাছে
তার পোষা সিংহের ডাক আমরা শুনেছি কালরাতে
আমাদের স্বপ্নের স্টিমারগুলি ভরে গিয়েছিলো রুপোলি মাছ
সেদিন বুঝেছিলাম তুমিই সেই আবলুশ সিংহের
পিঠে চড়ে বিদ্যুতের মতো

পৃথিবীর এপার থেকে ওপার চিড় ধরাবে মার্বেল।

তোমাকে নিয়ে আমি একবার রাসতলায় ঘুরে আসবো
ভেবেছিলাম
পথের পাশে ডালিম ফুটেছিল খুব
পৃথিবীতে আমরণ প্রেম আর শয়নঘর ছাড়া কিছু নেই
তোমার কবিতার ভিতরে অমানুষিক পরিশ্রম ছিলো
অথচ লুডোর ছকে এককালে ছক্কা ফেলেছিলে
এখন তুমি প্রত্যেক কবির পাশে রয়েছো শুয়ে
বালিশের ঝালরের উপর তোমার হলুদ চুলের রাশি
লুটোচ্ছে পাট-খোলা গরদের মতো।

নাম জীবন

চোখ ফেলে মাটি কুপিয়ে বেড়াই।
হাওয়ায় ওড়ে ফুরফুরিয়ে প্রজাপতির মতন পাথ্‌না-ভরা
নরম রোদ্দুরে পোড়া মাটি, ঘেঁস, বালি আর কাঠগুঁড়ো,
—সব জায়গার মাটি তো আর সমান নয়!

তাকে জো-সো করতে দুটো-একটা চন্দন-সাবানের দরকার,
গা তকতকে করতে দরকার তুরস্ক তোয়ালে,
এছাড়া, খুরপি, নিড়ুনি নালের মধ্যে চাই।

বাগানে বচসা চলবে না, ঠায় ধ্যান,
করাতকলের শব্দও নয়।
শুধু একটানা, অবিরাম কানের কাছে শরীর টেনে শামুকের মতন
পাতায় কথা বলা,
শুধু ঝোপ বুঝে কোপ বসানো!

শেষমেশ, বুকের কাছের নরম মাটিতে ফুটন্ত টগর বসিয়ে চৌ-চম্পট-
সটান ধরা-ছোঁয়ার বাইরে।
এরপর তো আছেই সপ্তাহান্তে লোকলস্কর এনে কীর্তির দিকে
আঙুল তোলা—
যায় যায় বললেও, সব যায় না— কিছুটা থাকেই
যার নাম জীবন।

আবার একা একা সেই ঘরের পাল্লা দুটোর মতন

অষ্টপ্রহর তোমার খবর নিতে আমার কাছে লোক আসছে
আসল ব্যাপারটা ওদের কারুর কাছে ফাঁস করিনি, তাই রক্ষে
নতুবা, তোমার আবার আলাদা করে খবর কী ?

আমি তোমার ঘরের সেই পাল্লাদুটোর মতন বন্ধ
কেউ আচমকা এলেই ঠোক্কর খাবে
পাল্লার গায়ে লটকানো মন্তব্য : আছো, কি নেই—

লোকজনের স্বভাব-টভাব আজো ঠিক সেইরকমই আছে কিন্তু
হক্ কথা বললেও ফুটো খুঁজে অন্দর ছাখে
মানতে চায় না, ভেবে দেখবে বলে
হাত চেপে আঁধারের কাছে নিয়ে পকেট পালটায়,
মুখে-মনে, টাকা থেকে চাবি আর চাবি থেকে টাকার প্রসঙ্গ !

সত্যি বলতে কি—
এ হেন খবরদারি আমার মন্দ লাগছে না
এক হিসেবে সেই তোমার ব্যাপারেই ব্যস্ত তো !
আসল ঘটনা কিন্তু কারুর কাছে ফাঁস করিনি—
তুমি বলেছিলে, যোগাযোগ তুলে নাও

কথা চালাচালি বন্ধ করো,
ঠিক সেইটুকুই করেছি !
তবু, জ্যোৎস্নারাতে এক এক দিন এমন পাগলামি ভর করে
আমি আমার বাঁশের যোজনা পেতে
বসে থাকি অলক্ষ্যে তোমার···
তুমি টের পাবার আগেই আমি সাবধান।
আবার একা একা সেই ঘরের পাল্লাদুটোর মতন বন্ধ
কেউ আচমকা এলেই ঠোক্কর খাবে।

ধীরে ধীরে

ধীরে ধীরে
যেভাবেই হোক
বদলে নেবো
বদলে বদলে নেবো
মানুষ মানুষে গাছে গাছ
সিংদরজা আনাচ-কানাচ
বদলে নেবো
বদলে বদলে নেবো
ধীরে ধীরে
যেভাবেই হোক
বদলে নেবো

ছেঁড়াখোঁড়া ইজেরের ফুটো
কনুই পর্যন্ত ভাঙা মুঠো
বদলে নেবো
সহজ পোশাকে
আকর্ণবিস্তৃত মুখ ঢাকে

ঠায়সন্ধ্যা পিছল গলির
চলি
চলি, দেখে আসি
বেজেছে আঘাটা-ছাড়া বাঁশি
কিনা
কোন্ রাজ্যে রয়েছে নবীনা
বিপ্লব
যেভাবে হোক
বদলে নেবো
বদলে বদলে নেবো।

সে, মানে একটা বাগানঘেরা বাড়ি

সে, মানে একটা বাগানঘেরা বাড়ি
ঘরদুয়ারের ওপরই ডাকবাক্স
হ্যাঁ, পিছনেও একটা ঘোরানো সিঁড়ির ব্যবস্থা আছে
তার মন তো আর তোমার মতন পরিষ্কার নয়
সপ্তাহান্তে মেথরের বন্দোবস্তটাও পাকা

মোটের ওপর, চলনসই করে রাখাটার নামই জীবন
এই তো জানি
উদোমাদা চণ্ডীচরণ
যা হাতে দেয় তাতেই মরণ!
সেরকম কিছু নয় সে—
বরং ছেঁড়া কাঁথা ফর্সা করে, ছিন্নভিন্ন খুঁট কাঁথে গুঁজে
থল্‌বল্ হাঁটায় দুরন্ত
সাঁতারের ব্যাপারটাও মনে রেখেছে।

সুতরাং তাকে আমি কিছুতেই দোষ দিতে পারি না
দোষ নয় তো যেন সাবান
হাতে তুলে গায়ে মাথায় অপিক্ষে।

সে মানে একটা বাগানঘেরা বাড়ি—আগেভাগেই ব'লে রেখেছি
ঘরদুয়ারের ওপরটায় ডাকবাক্স
ফিরিঅলা থেকে ডাকপিওন তাকে ছেড়ে সব্বাই
নট্ নড়ন-চড়ন ঠকাস্—
মরণ আর কি! দু-পা এগিয়ে ছাখ না বাপু
আমার জায়গাটায় আবার দাঁড়িয়ে ভিড় করা কেন?

কোন্ পথে

একটা বিষয় গোড়া থেকেই স্থির থাকা দরকার—
কোন্ পথে?
কোন্ পথে গেলে আর আমাদের ফিরে আসতে হবে না।
চৌকিদারির অভাবে ভিটে-মাটি ভদ্রাসন সব কিছু চুলোয় গেলে
পা ছড়িয়ে কাঁদতে হবে না
আমরা, যারা একবার বেরিয়ে এসেছি
তাদের আর ফিরে যাওয়া চলে না।

পথ বেরিয়ে প্রান্তরে পড়ে
নদী বেরিয়ে সমুদ্রে—
এই তো নিয়ম।
আমরা নিয়ম-মাফিক পথ, পথ থেকে প্রান্তরে হাজির,
নদী থেকে সমুদ্রে…

তোমার হৃদয় থেকে বহিষ্কারের আদায় নিয়ে,
অন্য হৃদয়ে বসবো .
কাকপক্ষীও টের পাবে না, পথিকের আবার বাস-বিষণ্ণতা কি ?
যেখানে পথ সেখানেই পথিক
ইতিমধ্যে, পান্থশালায় রাত তো আর কম কাটেনি !

অনেকগুলো শব্দের কাছে

অনেকগুলো শব্দের কাছে আজ আমার ছুটি মিলেছে
তাদের প্রতি লোক-লৌকিকতাও বন্ধ
ওই যে কথায় বলে না—'এপাড়ার দিকেই এসেছিলুম, তাই
মন-মন কাজে একবার ঘুরেও যাচ্ছি—
অমন আদিখ্যেতার সাঁতারে আমায় আজ আর ভাসতে হবে না
আমি আমার যথাসর্বস্ব নিয়েই ঘন মতন ডুব দিলুম
শব্দের বেড়াতে যদি হাত পড়ে তবে যেন নিজের মাথা খাই
কাল-ভোলা মেয়েলিপনা আর আখুটে অভিমান আমায়
জোড়া হাতেই বেঁধেছে আজ
বেশ আছি, শব্দ ভুলে ন্যাংটো
ফুটো ইজেরে হাওয়া খেলছে
বীজ পুঁতে জল সইছি, মাতব্বর ব্যক্তি হে !
শীতের রুজুরুজু শাল-দোশালায় গা ঢাকবো নাকি—
বাবুদের মতন ?
পরনের তেনায় টান তো পড়বেই
ওপর-নিচ খড়ে-ছাওয়া কোনো ভদ্দরলোকের কাজ নয়,
সুতরাং, আসি
চোত-বোশেখের মেলায় দেখা হবে, কবুল করে
চৌ-চম্পট দি—

আসি…

অনেকগুলো শব্দের হাত থেকে রেহাই মিলেছে

গেরস্ত কথায়— ছুটি,

আসি, বচ্ছরকার কাজ মন দিয়ে ক'রো—

পাঁচে-পাঁচজনে কাঁধ দিলে মড়ার চাপ তেমন দুঃসহ ঠেকবে না

কাল রাতে জাগিয়ে রেখেছিলো আমায় পুরানো চাঁদ

কাল সারারাত অতিশয় স্বপ্নে স্বপ্নে বিদ্যুচ্চমকে জাগিয়ে রেখেছিলো

আমায় পুরানো চাঁদ

পাল্লাদাস ক্ষণে ক্ষণে আমায় সেই স্বপ্নচ্ছায়াময় ঘুম থেকে জাগিয়ে বলেছিলো

এই তো গ্রীসদেশ, এখানে কেউ ঘুমায় না—

তখনই চাঁদ অস্পষ্ট কালো এক ঝিনুকের মধ্যে ঢুকে গিয়েছিলো

আমার আর গ্রীসদেশ দেখা হলো না—

দেখা হলো না পাল্লাদাসের সঙ্গে ঘুরে ঘুরে

অসচরাচর গ্রীসের হাজার হাজার বছরের শৌখিন সমাধিস্তবক

বাগানের ফুল

সারারাত অকুণ্ঠ নতুন মৌসুমির মধ্যে ডুবে গিয়েছিলাম আমি

মেঘের খাঁজে খাঁজে ছিলো আলো আর আঁধার

রূপসীর বগলের কনিফেরাসের মতো

কঙ্কালের পাঁজরের মতো, নতুন ভয়েলের মতো ভেসে বেড়াচ্ছিলো মেঘ

আমার মাথার উপর

আমার করুগেট ছাদের উপর গোলাপায়রা ছুটি-হওয়া ইস্কুলের মতন

বসেছিলো

এত আলো, মেঘ এতো, শেফালিতলা ভরে মখমলের মতো এতো

সনির্বন্ধ গাঁদাফুল

আমারও কাজে লাগলো না আজ

যেমন বিষণ্ণভাবে আমি

যেমন বিষণ্ণভাবে ভগবানের সঙ্গে কথোপকথন করে ব্রাহ্মণ
তেমনভাবে আমার অল্পবিস্তর স্মৃতির সঙ্গে গা ঘষছিলাম আমি
মাঠের গাভী যেমন শিমূল গাছে, কিংবা বেড়াল যেমন মুঠিভরা খাবায়
তেমনভাবে তোমার স্মৃতিগুলি কররেখা আঁচ করার মতো
মুখের উপর তুলে ধরছিলাম আমি
কাল সারারাত অতিশয় স্বপ্নে স্বপ্নে বিদ্যুচ্চমকে জাগিয়ে রেখেছিলো
আমায় পুরানো চাঁদ
তোমাদের উঠানের সঙ্গে সাগরের এক গোপন বৈঠকে আমি
তরণীমুক্ত যাত্রীর মতো বিহ্বলতায় সরে গিয়েছিলাম
কাল সারারাত ধরে এক অন্ধকার গ্রীসদেশে পাল্লাদাসের সঙ্গে ঘুরে ঘুরে
কিছুই দেখিনি আমি
কতোদিন সমাধি-প্রতিষ্ঠান থেকে বেরিয়ে এসেছি
টেলিফোন করে তোমাদের সঙ্গে যোগাযোগ করবো বলে বেরিয়ে আর
নিজের সমাধি খুঁজে পাচ্ছি না
যেখানেই দাঁড়াই, সবাই বলে— আমিও একা আছি—তুমি ঢুকে পড়ো
কয়েকদিনের জন্য থেকে যাও
কতো লোক তো ভুবনেশ্বরে বেড়াতে যায়— ছুটিছাটায়—
তাদের অনন্ত আতিথ্যে মনে পড়েছিলো তোমাদের কথা কালরাতে
স্বপ্নে স্বপ্নে বিদ্যুচ্চমকে পুরানো চাঁদে
তোমরা সকলেই তোমাদের আপনাপন কবরে শুয়ে রয়েছো
তোমার বোন চারুশীলা পরীক্ষার পর কবরে শুয়ে আমার কবিতা
কাঠি দিয়ে ঘেঁটে ঘেঁটে দেখছে—
কোথায় ওর দিদির কথা, কোথায় বা ওর দিদির প্রতি তরুণ কবির প্রেম !

একটি তারা দেখে দ্বিতীয় তারা খুঁজে বেড়াচ্ছে কবর থেকে মুখ বাড়িয়ে—
মঙ্গল করো
কলকাতার মৌলালিতে পাইপের ভেতর অমন মুমুক্ষু দেখেছি আমি অনেক
বৃষ্টির দিনে দেখছে সঞ্চরমাণ ট্রাম স্টিমারের মতো
কালরাতে এমন অন্ধকার গ্রীসদেশে ঘুরেছি আমি অনেক

নতুন মৌসুমির পানে হাত পেতে কাল সারারাত আমি চাকুরিপ্রার্থী
চাঁদের প্রতি তাকিয়ে বসে ছিলাম
আমাদের উঠানে ছেলেদের রবারের বল একটি পড়েছিলো
আমাদের উঠানে ইমারত তৈরি হবার উপযুক্ত কড়িবরগা ছিলো পড়ে
আমাদের উঠানে উলোটপালোট থাচ্ছিলো
পান্নাদাসের সমাধিফলকে দুর্নিরীক্ষ্য ভার্জ…

কিছুক্ষণ আগে গ্রীস থেকে বেড়িয়ে ফিরলাম আমি
যারা যারা আমায় নিমন্ত্রণ করে নিয়ে গিয়েছিলো
তাদের সকলের সমাধি আমি অন্ধকারে এসেছি দেখে
এপিটাফ এপিটাফ এপিটাফে ভরে গিয়েছি আমি
চৌরঙ্গির দশফুট উঁচু দেয়ালের মতো পোস্টারে ভরে গিয়েছি আমি
তোমায় লেখা চিঠি আমার দেড় বছর পরে ফিরেছে কাল—
এপিটাফ এপিটাফ এপিটাফে ভরে গিয়েছি আমি
কাল সারারাত অতিশয় স্বপ্নে স্বপ্নে বিদ্যুচ্চমকে জাগিয়ে রেখেছিলো
আমায় পুরানো চাঁদ।

বাড়িবদল

বাড়ি বদল করতে আমার ভীষণ ভয়
চিরকালের চেনাজানা এঁদোপচা গলি হারিয়ে—
অনেকের কাছে তো রাজপথ ভারি আদরের
অ্যাশফল্ট-রোড, পাম অ্যাভেন্যু
দুপাশে নীল নতুন আলোয়
তুলোর মতন হাওয়ার সাঁতার—
অনেকের মতন আমার এ-সবে সায় নেই
আমার ধাঁচটা গরিবিআনায় আপাদমস্তক টেঁকা
ছেঁড়াখোঁড়া পেন্টুল পরনে
লোকটাও সাবেকি

বুট হাতে খালি পায়ে এল্টে পর্যন্ত কাপড় ফাঁকা
বর্ষার ময়দান পার হয়ে যাই…

তোমরা যাকে বলো, ওরিজিন্যাল
নাঃ, তেমনও আমি নই
স্বভাব ঢেকে পেটকাপড়ে পরের বাড়ি থেকে ধার আমি আনতে পারি না
মুচি-মেথর বলতেও আমি
রেশনকার্ডের কর্তা—তাও আমি
নামের ডগায় বাতিল শ্রীটুকু লাগাতে পিছপাও নই!

যাক্ যা বলছিলুম—বাড়ির কথা
সেই আমি হঠাৎ বাড়িবদল করে বসেছি
ভেতরে-ভেতরে ইচ্ছে—এই নতুন-পাওয়া বাড়িতে
আত্মহত্যার কাজটা সেরেই নেবো
পুরোনোর অনুনয়-বিনয় নেই, পিছটান নেই
সুতরাং অবাধ মৃত্যু এখানে আমার রোখে কে?

মজা হোক—ভাবি মজা হোক

তোমায় একটা লাল বুলবুলি কিনে দেবো, ঢেউয়ের মতন ঝুঁটি তার
এখন একটু চুপটি করে বসে থাকো
আমি একটি হাত টেবিলের তলা দিয়ে বাড়িয়ে দিয়েছি, সেই হাতে
ভুবন ধরার মতো তোমার পদতল ধরে রাখো
আমিও চুপটি করে বসে থাকবো
আমায় একটা লাল বুলবুলি কিনে দেবে
ঢেউয়ের মতন ঝুঁটি তার
আমরা দুজন ওদের আদর-আহ্লাদের ফাঁকে ফাঁকে
নাচ-নাচনি কোঁদল দেখবো।

আমি বিষয়টা খুব নম্রভাবেই শুরু করতে চাই
চুলের টায়রা থেকে শুরু করার উচ্চাভিলাষ আমার নেই
বুলবুলিটা কথার কথা— বলতে হয় বলেই বললুম
ঘুষ-ঘাষের কথা নয় তো!
তবু একটা চেড়ার আড়াল, একটা ফর্ম থাকা ভালো।

তোমার বুক দেখলে আমার মেদিনীপুরের কথা মনে পড়ে
দেশ-গ্রাম নয়— স্রেফ ঐ মেদিনী শব্দটা
নাম বদলে মাঝে-মাঝে 'মেদিনীদুপুর' করতেও ইচ্ছে হয়—
দুপুর, মানে দুখানা, দুখানা মানে দু-বুক…

এতো খুলে না বললেও চলতো, চেড়ার আড়াল তো
মোটামুটি পছন্দই করো
তবু আচারের তিজেল খুলে হাত গুটিয়ে বসে থাকে সাধ্য কার? একা?
বিষয়ের মুখোমুখি?
সমালোচকের কানে গোঁজা পেন্সিল তক্ষুনি গদ্যপদ্য কাটাছেঁড়া করতে
নেমে আসবে না?
বহুকাল বাদে তোমাকে পেয়েছি, তোমায় পেয়ে আমাকেও পেয়েছি
ভারি মজা করার ইচ্ছে হচ্ছে কিন্তু
এসো, দুজনেই আঁধার করা টেবিলের তলে সেঁধিয়ে পড়ি
মজা হোক— ভারি মজা হোক একখানা
বিনি টিকিটে বহু লোককে হাসানো যাক
ঐসব মন-খারাপ মজাদিঘি ব্যাঙ-বাবাজি লোক ঠকিয়ে
ভীষণ মজা হোক।

সবার কাছে

সবার কাছে
একটি নতুন বিদায় নেবার বার্তা আছে···
যাই ?
চঞ্চলতার আড়ালে তার সবখানি না পাই,
পাচ্ছি কিছু।
আমার মতো নম্র শামুক, ঐখানে তো মুখটি নিচু!

যেন অথৈ জলের ভারী
আমার দুঃখ-সুখের তরী, ঐরাবতের ও কাণ্ডারী···
যাই ?
চঞ্চলতার আড়ালে তার সবখানি না পাই,
পাচ্ছি কিছু।
আমার মতো নম্র শামুক, ঐখানে তো মুখটি নিচু!

দুজনে নিই একজীবনের সন্নিহিতি

আসলে তার মন্দ-ভালোয় আমিই রাজা
পারলে দু-হাত গর্ত খুঁড়ে কুণ্ড সাজা,
দুজনে নিই একজীবনের সন্নিহিতি।

সবায় কি আর মানায় এমন স্বয়ংবরায়
রাখালে রাজহংস চরায়!
তাই কি রীতি ?

দুজনে নিই একজীবনের সন্নিহিতি

মন্দিরে, ঐ নীল চূড়া

মন্দিরে ঐ নীল চূড়াটির অল্প নিচে তিনি থাকেন
একমুঠি আতপের জন্যে ভিক্ষাপাত্র বাড়িয়ে রাখেন
দিন-ভিখারি

অদূরে দেবদারুর সারি
ঘন ছায়ার গুহার দ্বারায় আকাশ ঢাকেন
মন্দিরে, ঐ নীল চূড়াটির অল্প নিচে তিনি থাকেন।

যার যা কিছু
সস্তা, মোটা, উচ্চতাময় কিংবা নিচু
বিঘৎখানেক দীর্ঘ এমন ডাল থেকে তাঁর
এই উপহার সংগৃহীত তুচ্ছ জবার।

সামান্য হয়
তাঁর পূজাতে নষ্ট সময়
এবং তিনি
আমার চেয়ে ভালোবাসেন তরঙ্গিণীর
দু-হাত ফাঁকা, রক্তে মাখা ওষ্ঠ, করুণ—
চায় না ক্ষমা তরঙ্গিণী পাপের দরুন !

হয় না কোনোই রফা

সর্বনাশের আশায়
আমি পোড়াচ্ছি এই বাসা
কিন্তু, পুড়েও পুড়ছে না

নকল যতো খবরদারির
মধ্যে আছেন বাঘ-শিকারী·

জুড়েও জুড়ছে না
কপাল আমার ক্পাল
ফলে, হয় না কোনোই রফা।

তেইশ বসন্ত আর তেইশ কুকুর

তেইশ বছর বসন্ত আর ঘুরছে তেইশ কুকুর সঙ্গে
হৃদয় আমার হৃদয়, এখন উৎপাটিত কোন্ ভ্রূ-ভঙ্গে ?
ওলোট-পালোট অজানা পথ, চারদিকে নিবদ্ধ কাঁটায়
এই দেহ তো বন্দী যাশুর ? চুম্বনে তাই ওষ্ঠ আঁটা
এবং সটান, নম্র আঁখির দৃষ্টিতে তার মুখটি পোড়ে···
এই বিদেশে ভাগ্য ঘোরে!

মন্দ ভালো এক জোনাকির
সঙ্গে থাকি।
পুচ্ছে তরল অগ্নি শুধোয় : সাঁতার শিক্ষা চলছে নাকি?

সামনে তুফান, সেই গরজে পাহাড়চূড়োয় পরখ করা
আর জীবনে ভাসানো নয় দু হাতে পিত্তলের ঘড়া···
মুহুর্মুহু কোন্ পিপাসায় বুক জ্বলে লবণ-তরঙ্গে—
তেইশ বছর বসন্ত আর ঘুরছে তেইশ কুকুর সঙ্গে॥

অব্যর্থ শিউলির গন্ধে

এখনো ছড়িয়ে আছে তার টুক্‌রো-করা ছবিখানি
বিস্তৃত কাপড়ে দাগ, মর্চে-পড়া সোনালি-হলুদ
এতো যে মূলধন ছিল, তার কিন্তু সামান্যই সুদ
বাৎসরিক জন্মদিন ! কিংবা সেই একত্র-হারানি
রেখে গেছে নামমাত্র স্মৃতি, যেন দেয়াল-লিখ

অথচ কি স্পষ্ট ছিল একদিন, উচ্চারণময়
দেয়াল, অলিন্দ জুড়ে ডাঁই-করা সবুজ-সংগ্রহ
হিমানীর— রেখে গেছে যেন দ্রুত যাবার সময়
স্টেশন প্ল্যাটফর্মে বোঝা, সে-ও করে উত্ত্যক্ত আবহ
হিমানীর মতো নয় চুপচাপ, যেখানে যেমন

রাগ বা বিরক্তি নেই প্রাণহীন এদের উদ্দেশে
বরং একাকী দিন যাপনের শান্ত কলরব
এইসব, আপাত দুর্জ্ঞেয় বস্তু, অন্ধকারে ভেসে
কাছে আসে, হিমানীর স্পর্শ পাই— নতুন উৎসব
মধ্যরাতে অব্যর্থ শিউলির গন্ধে দগ্ধ হয় বন !

আমার মধ্যে এক যাদুকর

তোমাকে দাঁড় কিংবা পাহাড়, কোন্ নদীতে ভাসিয়ে আসি
ময়ূরকণ্ঠি তোমায় দিলাম, পাতার ভেলায় আপনি ভাসি…
সেই আনন্দে
জীবন নামক জটিলতার হিসেব-নিকেশ দুদিক বন্ধ ।

করবো যখন
সমস্ত সংসারের মধ্যে বিস্তৃত মন
ভবিষ্যতে
পাহাড় থেকে নামবো নিচে, গরঠিকানী দামাল স্রোতে
সামাল দিতে উঠবো যখন···
সেই আনন্দে
জীবন নামক জটিলতার হিসেব-নিকেশ দুদিক বন্ধ।

হয়তো মিছেই
সেই ত্বরাতে নামছি নিচে
মনঃস্থাপন
হয়নি করা ও ঘর-গড়া, স্বপ্নে যেমন
মেঘ আসে আর বৃষ্টিতে হয় ছিষ্টিমুখর
আমার মধ্যে ভর করেছে এক যাদুকর···
সেই আনন্দে
জীবন নামক জটিলতার হিসেব-নিকেশ দুদিক বন্ধ।

মধ্যবর্তী বিষণ্ণতা

একপায়ে ঠায় দাঁড়িয়ে আছি, জনসভার মধ্যে যেমন
বাঁশের দণ্ডে নীল পতাকা, তেমনি একা দাঁড়িয়ে আছি
আষ্টেপৃষ্ঠে বন্দী যেন ঐ মনুমেণ্ট আকাশ ফুঁড়ছে—
ফলত, দোষ আমার, আমি প্রেরণাময়, উচ্চাকাঙ্ক্ষী!

তুমি আমার দোষ ধরেছো— সিঁড়িতে কোন্ কৃপণতার
আভাস মেলে এলে এমন স্বৈরাচারী— কোন্ পথে যাই?
উঁচু-নিচু দু-পথে কি পথিকশূন্য পথের বাঁচাই
তোমার লক্ষ্য? তাহলে ঠিক মধ্যবর্তী বিষণ্ণতা।

এবার একটি গল্প বলি, গল্প কথার কারসাজিতে
তার আগাপাশ্‌তলার সুশ্রী মনোহরণ মর্মঘাতের
গল্প বলি, থম্‌কে থাকো— কোন্‌দিন নিঃসঙ্গে দিতে
সঙ্গ এমন, এক পা তুলে ? সংশয়ী জল বইছে খাতে—

মন্দ তাকি ! মধ্যবর্তী বিষণ্ণতায় পান্‌সি ভারি
তেমনি একা দাঁড়িয়ে আছি, আদেশ-মান্য এই আনাড়ি,
দোষ যত থাক্‌ একটি গুণে সে-সর্বস্ব সমাবৃতই
বাইরে-দূরে যাবার সময় চিরটাকাল সঙ্গে নিতো !

এক অসুখে দুজন অন্ধ

আজ বাতাসের সঙ্গে ওঠে সমুদ্র, তোর আমিষ গন্ধ
দীর্ঘ দাঁতের করাত ও ঢেউ নীল দিগন্ত সমান করে
বালিতে আধ-কোমর বন্ধ
এই আনন্দময় কবরে
আজ বাতাসের সঙ্গে ওঠে সমুদ্র, তোর আমিষ গন্ধ

হাত দুখানি জড়ায় গলা, সাঁড়াশি সেই সোনার অধিক
উজ্জ্বলতায় প্রখর কিন্তু উষ্ণ এবং রোমাঞ্চকর
আলিঙ্গনের মধ্যে আমার হৃদয় কি পায় পুচ্ছে শিকড়—
আঁকড়ে ধরে মাটির মতন চিবুক থেকে নখ অবধি ?

সঙ্গে আছেই
রুপোর গুঁড়ো, উড়ন্ত নুন, তল্লা হাওয়ার মধ্যে, কাছে
সঙ্গে আছে
হয়নি পাগল,
এই বাতাসে পাল্লা-আগল

বন্ধ করে

সঙ্গে আ...

এক অসুখে দুজন অন্ধ !

আজ বাতাসের সঙ্গে ওঠে সমুদ্র, তোর আমিষ গন্ধ।

ইতস্তত ময়ূর ঘোরে এই অরণ্যে

ইতস্তত ময়ূর ঘোরে এই অরণ্যে সমস্তদিন
পাতায় ডালে জড়িয়ে থাকে   এক লহমার হাজার ডাকে
ইতস্তত ময়ূর ঘোরে এই অরণ্যে সমস্তদিন...

আর কিছু নেই

স্তব্ধ খামার
কোন মহিমায় নবীন জামার
সর্ব অঙ্গ ডুবিয়ে দিচ্ছে
ময়ূর হলেন উচ্চকণ্ঠ ?

সে ধিক্কারে ঝাড়লণ্ঠন
মেজেয় পড়ে ভাঙলো মাটি
আঁধারে, এই বাংলো গভীর—অরণ্য খায় দাঁতকপাটি

অল্প হলেও জায়গা আছে

এইখানে, তার ছন্নছাড়া ব্যথাকাতর বুকের কাছে
অল্প হলেও জায়গা আছে
জমির তেমন দর বাড়েনি মফস্বলে

কারণ ? শোনো এক পা হলে
কেউ ফেলে না সহস্র পা।

তাই এখানে বুকের ক ছে
অল্প হলেও জায়গা আছে
বসত জমির।

হাত রাখি কালের বেড়াতে

দিয়েছে ভুলিয়ে সব
টেনে মেঘ যেন ছেঁড়া কাঁথা
দেখিয়েছে স্পষ্ট করে আমাকে আবার
বেচে খাবে
আমার হাড়ের দাম অল্প নয়, পর্যাপ্ত, পরম।

দিয়েছে ভুলিয়ে সব
হাসি অশ্রু স্বজন বিদ্বেষ
এখন স্ব.তন্ত্র দোলে টানা বারান্দার এককোণে
শৈশবের পেণ্ডুলাম
অয়েল কাপড়ে গন্ধ, বিষ!

দয়েছে ভুলিয়ে সব
যদি দেয়
পারি না এড়াতে
নবজাতকের মুষ্টি, হাত রাখি কালেরই বেড়াতে।

মনে পড়ে মাছি হয়ে ঘুরেছি তোমার

মনে পড়ে মাছি হয়ে ঘুরেছি তোমার
প্রত্যেকটি নষ্ট ফলে
হলুদ পচন
এসেছে আমার পিছে
তারও পিছে এসেছে হাঁ-খোলা
অনিবার্য ডাস্টবিন ··

এইভাবে মানুষের মাঝে দাঁড়ায় প্রাচীর
সৌভাগ্যদেবতা শনি একচোখে নির্বাচন করে কপালে বসার স্থান
ডুবে যায় নীল সদাগরি
কোথাও-বা
কৃষ্ণচূড়া ঝরে পড়ে তপস্বিনী রমণীর কোলে···

মনে পড়ে
মাছি হয়ে ঘুরেছি তোমার
প্রত্যেকটি নষ্ট ফলে
হলুদ পচন এসেছে আমার পিছে
তারও পিছে এসেছে হাঁ-খোলা অনিবার্য ডাস্টবিন !

টবের ফুলগুলোকে দাও

পুঞ্জ-পুঞ্জ মেঘ করে, কার্নিশে ছড়ানো লাল জামা
এইবার তোলো, নয়তো ভিজে যাবে উচ্ছ্রিত পশলায়
ফুলের টবগুলোকে দাও সিঁড়ি থেকে ছাদে টেনে ফেলে
মাটিতে ছাড়তে দাও ইতস্তত ভ্রষ্ট ওর মূল :
নয়তো কী দিয়ে বাঁধবে শিখারূপী ব্যক্তিত্বের ভার

সটান সবুজ, যার দাঁড়িয়ে থাকাই মনোগত
ইচ্ছা, তাই বলি, নয়তো অভিলাষও বলতে পারতাম।

মেঘ, পুঞ্জ ভেঙে চলে কাপড়ের মতো ভাসমান
জলে ফেললে। লাল জামা, নিশ্চিত উগরেছে সব রঙ
ডাঁই-করা খণ্ডবস্ত্রে। চরিত্রের খণ্ডতা তোমার
আলো লেগে ধাবমান তিনতলায়, উন্মুক্ত সদরে।
টবের ফুলগুলোকে দাও বৃষ্টি পেতে, শিকড় বসাতে
টবেরই ঝামায়, পোড়ামাটির জীবন-জোড়া পাত্রে
তৃষ্ণা, তাই বলি, নয়তো পিপাসাও বলতে পারতাম।

মিনতি মুখচ্ছবি

যাবার সময় বোলো কেমন করে
এমন হলো, পালিয়ে যেতে চাও ?
পেতেও পারো পথের পাশের নুড়ি
আমার কাছে ছিলো না মুখপুড়ি
ভালোবাসার কম্পমান ফুল।
তোমায় দেবো, বাগান ভাখো ফাঁকা
তোমায় নিয়ে যাবো রোরোর ধার
তোমায় দেখে সবার অন্ধকার
মুছতে গেল সময়, আমার সময়।

ফিরে আবার আসবো না কক্‌খনো
তোমার কাছে ভুলতে পরাজয়।
সবাই বলতো, ইচ্ছেমতন এসো
অমুক মাসে, বছরে দশবার।
তুমি আমায় বললে, এসো নাকো
জীবনভর কাজের ক্ষতি করে।

বদলে যায় বদলে যায়

বদলে যায় বদলে যায়— বদলে যেতে-যেতে
একটি ইঁদুর থমকে দাঁড়ায় খড়বিচুলির ক্ষেতে
বলে, আমার স্বেচ্ছা সাধ্য সব নিয়ে এই কাঙাল
যাওয়ার মধ্যে ঝাঁট দিতে চাহ্ বিশ্বভুবন জাঙাল
এবং তাকে জড়ো
করি চুড়োয় আকাশস্পর্শ ইচ্ছা এমনতরো।

বদলে যায় বদলে যায়— বদলে যেতে-যেতে
একটি মানুষ থমকে দাঁড়ায় জীবনে হাত পেতে
দিনভিখারি বাউল বলে, ইচ্ছামতন পারি
বদলবন্ধ কাল কাটাতে···কিছু না রাজবাড়ি
এবং ভাঙা ঘরও
শুধু বাঁধন, বদলে-যাওয়া মূর্তিতে রঙ করো।

আজ আমি

আজ আমার সারাদিনই স্বাস্থ্য, লাল টিলা— তার ওপর
গড়িয়ে পড়ছে আলখাল্লা-পরা স্তব্ধ মেঘ
গড়িয়ে পড়ছে উস্কোখুস্কো ভেড়ার পাল, পিছনে পাচন
জলও বা হঠাৎ-ফাটা পাহাড়তলির
কিংবা বৃষ্টি-শেষের রাতে যেমন আসে কবিতার আলুথালু স্বপ্ন,
সোনালি চুল

আজ আমি কিছুতেই আর দেহ ফেলে উঠে আসতে পারলুম না
পাড়ের কাঁথা, মাটির বাড়ি, নোনা হাওয়া—
সবারই কেমন একটা দেহ-দেহ ভাব আছে, আঁশটে গন্ধ আছে, যা মায়া—

ফুল দেখলে মায়া জাগে না, কাদা দেখলে বুক আমার ফুটন্ত কেতলির মতন
বাষ্পাকুল হয়ে ওঠে।
গতকাল পর্যন্ত দিনগুলোর আলাদা কোনো স্বাদ-গন্ধ-বর্ণ ছিলো না।
আয়নার আপন ছায়ার মতন সে ছিলো নাছোড়বান্দা আর ধুরন্ধর
এমন করে ভোগের পাড় থেকে ঠেলতে-ঠেলতে আমায় নিয়ে চলেছিলো
যেখানে ক্রমাগত ঝাঁপ হচ্ছে
নিচে জ্বলন্ত কাতানের মতন ঢেউ, মাছচিংড়ি আর সারবন্দী
পালিয়ে যাবার পথ—
ভাগ্যিস, আমি ঘুষি মেরে আয়নাটা ভেঙে ফেলেছিলুম !

বহুকাল বাদে আজ আমার লাগছে ভালো— সারাটা দিনই সূর্যাস্ত,
লাল টিলা—
তার ওপর গড়িয়ে পড়ছে আলখাল্লা-পরা স্মৃতির মেঘ।
আমি আমার চশমাটা পুলিশের চোখে-কানে রেখে বলেছি—
পথটুকু পরিষ্কার রাখো হে
কাজে-কর্মে ভুলচুক আমার আবার তেমন পছন্দ হয় না।

আজ আমি কিছুতেই আর ওদের ফেলে উঠে আসতে পারলুম না।
পাড়ের কাঁথা, মাটির বাড়ি, নোনা হাওয়া—
সবারই কেমন একটা দেহ-দেহ ভাব আছে, আঁশটে গন্ধ আছে, যা মায়া—

একবার তুমি

একবার তুমি ভালোবাসতে চেষ্টা করো—
দেখবে, নদীর ভিতরে, মাছের বুক থেকে পাথর ঝরে পড়ছে
পাথর পাথর পাথর আর নদী-সমুদ্রের জল

নীল পাথর লাল হচ্ছে, লাল পাথর নীল,
একবার তুমি ভালোবাসতে চেষ্টা করো।

বুকের ভেতরে কিছু পাথর থাকা ভালো— ধ্বনি দিলে প্রতিধ্বনি
পাওয়া যায়
সমস্ত পায়ে-হাঁটা পথই যখন পিচ্ছিল, তখন ঐ পাথরের পাল
একের পর এক বিছিয়ে
যেন কবিতার নগ্ন ব্যবহার, যেন ঢেউ, যেন কুমোরটুলির
সলমা-চুমকি-জরি-মাখা প্রতিমা
বহুদূর হেমন্তের পাঁশুটে নক্ষত্রের দরোজা পর্যন্ত দেখে আসতে পারি।

বুকের ভেতরে কিছু পাথর থাকা ভালো
চিঠি-পত্রের বাক্স বলতে তো কিছুই নেই— পাথরের ফাঁক-ফোকরে
রেখে এলেই কাজ হাসিল—
অনেক সময় তো ঘর গড়তেও মন চায়।

মাছের বুকের পাথর ক্রমেই আমাদের বুকে এসে জায়গা করে নিচ্ছে
আমাদের সবই দরকার। আমরা ঘরবাড়ি গড়বো— সভ্যতার একটা
স্থায়ী স্তম্ভ তুলে ধরবো
রুপোলি মাছ, পাথর ঝরাতে-ঝরাতে চলে গেলে
একবার তুমি ভালোবাসতে চেষ্টা করো।

অবসর নেই— তাই তোমাদের কাছে যেতে পারি না

তোমাকে একটা গাছের কাছে নিয়ে দাঁড় করিয়ে দেবো
সারা জীবন তুমি তার পাতা গুনতে ব্যস্ত থাকবে
সংসারের কাজ তোমার কম— 'অবসর আছে' বলেছিলে একদিন
'অবসর আছে— তাই আসি।'

একবার ঐ গাছে একটা পাখি এসে বসেছিলো
আকাশ মাতিয়ে, বাতাসে ডুবসাঁতার দিয়ে সামান্য নীল পাখি তার
ডানার মন্তব্য আর কাগজ-কলম নিয়ে বসেছিলো
'হ্যাঁ, আমি তার লেখাও পেয়েছি।'

ক্বচিৎ কখনো ঐ পথে পথিক যায়
আমায় এসে বলে— 'বেশ নির্ঝঞ্ঝাট আছো তুমি যাহোক!'
আমার হিসাবনিকাশ, টানাপোড়েন, আমার সারাদিন
'অবসর নেই— তাই তোমাদের কাছে যেতে পারি না।'

সন্ধে হয়, ইস্টিশানের কোমরের আকন্দ ফুলগুলো ফুটে ওঠে
আমার কষ্ট হয় কেমন
আকন্দ-র নাকছাবি তোমায় মানাতো বেশ
'পাতার একটা খোক হিসেব পাঠাতে তৎপর হয়ো—
তাছাড়া, কম দিন তো হলো না তুমি গেছো!'

দুপুররাতের কথা তোমাদের কিছু কানে গেছে
জ্যোৎস্নায় গাছের ভিতরে পা ছড়িয়ে বসো তুমি
তমাসে একটা রান্নাঘর তৈরি হবার কথা জানিয়েছিলে
হোটেলের ভাত-ডাল তাহলে আর তেমন পুষ্টিকর নয়?'

জীবনে হেমন্তেই তুমি ছুটি পাবে—
'পুরীতেও যেতে পারো— ফিরতি পথে
ভুবনেশ্বরটাও দেখে এসো,
আবার কবে যাও না-যাও ঠিক নেই—'

আমার হিসাবনিকাশ, টানাপোড়েন, আমার সারাদিন
'অবসর নেই — তাই তোমাদের কাছে যেতে পারি না!'

আমরা সকলেই

সমস্ত সকালবেলা ধরে কারা আমাদের হারানো দিনের গল্প বলে গেলো
সমস্ত সকালবেলা ধরে কারা আমাদের উঠতে বললো না
কেবল বললো, বসে বসে শোনো তোমরা
তোমাদের সেই দিনগুলি যা তোমরা পিছনে ফেলে রেখে এসেছিলে
তা কেউ কুড়িয়ে নেয়নি আর
তুমি টাকা হারিয়ে এসো, পিছন থেকে কুড়িয়ে নেয় অনেকে
পথ হারিয়ে এসো তুমি, সে-পথেই সারিবদ্ধ পথিক চলেছে
মৃতদেহ ফেলে রেখে এসো তুমি, শকুন শৃগালে ভোগ করেছে মাংস
দরজা খুলে রেখে এসো তুমি— ত্রস্ত মেথেমা নুষ নিয়েছে পিতলের বাসন
বাড়ি ফেলে রেখে এসো তুমি— সমস্ত নৈরেকার, সকলি নৈরেকার !

তুমি ছেঁড়া জামা দিয়েছো ফেলে
ভাঙা লণ্ঠন, পুরোনো কাগজ, চিঠিপত্র, গাছের পাতা—
সবই কুড়িয়ে নেবার জন্যে আছে কেউ।

তোমাদের সেই হারানো দিনগুলি কুড়িয়ে পাবে না তোমরা আর।
তোমরা যতো যাবে ততোই যাবে মৃত্যুর দিকে
বোঝাবে সকলে— ঐ তো জীবন, ঐ তো পূর্ণতা, ঐ তো সর্বাঙ্গীণ সবাবয়ব
ঐ তো যাকে বলে সমাজ, ধর্ম, সাহিত্য, ধ্যান, পরমার্থ, বিষাদ—

সমস্ত সকালবেলা ধরে কারা আমাদের হারানো দিনের গল্প বলে গেলো
তারা কোথা থেকে পেয়েছে বলে গেলো না
স্বীকার করলো না তারা পথ থেকে চুরি করেছে কিনা আমাদের
সেই হারানো স্বপ্নগুলি, স্মৃতিগুলি
তারা আমাদের বলে গেলো হারানো দিনের সেই অনুপম স্বপ্নগুলি স্মৃতিগুলি
আমরা অনুভব করলাম আবার— সেই সব হারানো গল্প
যা আমরা এতাবৎকাল হারিয়ে এসেছি
হারিয়ে এসেছি বনে-প্রান্তরে পুরানো খাতায় শ্লেটে রাসতলায়

নদীসমুদ্রে বেলাভূমিতে পথে ডালে ডালে টকি হাউসে
হারিয়ে এসেছি ইস্টিশানে খেয়াঘাটে কলকাতায় গ্রামে গ্রামে
কারুর চুলে কারুর মুখে কারুর চোখে কারুর অঙ্গীকারে—
হারিয়ে এসেছি হারিয়ে এসেছি হারিয়ে এসেছি— ফিরে পাবো না
জেনে কখনো আর
কখনো ফিরে পাবো না সেইসব দিন যা ঝড়-বৃষ্টি-রৌদ্রে-হেমন্তে ভরা
সেইসব বাল্যকালের নগ্নতার কান্নার পয়সা-পাবার-দিন
ফিরে পাবো না আর
ফিরে পাবো না আর কাগজের নৌকা ভাসাবার দিন উঠানের
ক্ষণিক সমুদ্রের কলরোলে
ফিরে পাবো না আর ফিরে পাবো না আর ফিরে পাবো না আর
সেইসব জ্যোৎস্নার ঝরাপাতার কথকতার দিন ফিরে পাবো না আর।

সমস্ত সকালবেলা ধরে কারা আমাদের সেইসব হারানো দিনগুলির
কথা বলে গেলো
সকালবেলা তাই আমাদের কোনও কাজ হয়নি করা
আমরা অনন্তকাল এমনি চুপচাপ হারানো দিনের গল্প শুনছিলাম
পুলিশের মতো
আমরা আমাদের কর্তব্য স্থির করছিলাম পুলিশের মতো
আমরা ভাবছিলাম সেইসব হারানো দিনগুলি ফিরে পাবার জন্য
নাকি মিতাকে পাঠিয়ে দেখবো একবার
আমরা বসে বসে এলোমেলো উত্তাল সম্ভাবনার স্বপ্নে এমনি করে
ব্যস্ত রাখছিলাম আমাদের
আমরা এমনি করে সময়ের একের পর এক চড়াই-উৎরাই হচ্ছিলাম পার
এমন সময় তারা বললো— 'গাড়ি এসে গেছে, উঠে পড়ো উঠে পড়ো—
এখানে থাকলে বাঘে খাবে তোমাদের'
আমরা তখনই লাফিয়ে লাফিয়ে, অনেকে হামাগুড়ি দিয়ে, হেঁটে
ভবিষ্যৎ-গাড়ির দিকে চলে গেলাম
আমরা সকলেই এখানে বাঘের জিহ্বা এড়িয়ে গিয়ে ওখানের বাঘের
জিহ্বার দিকে চলে গেলাম ॥

মুঠোভরা রঙ-বেরঙ টিকিট

অনেকদিন কোনো সেতুর উপর দিয়ে পার হইনি নদী-সমুদ্র,
পাহাড় কিংবা লোকালয়
প্রত্যেক জিনিসের ভিতর দিয়ে ছুঁচের মতন, প্রত্যেক সামগ্রীর ভিতর দিয়ে
সামগ্রীর ধ্বংসের মতন
ফলের এ-প্রান্ত থেকে ও-প্রান্ত পর্যন্ত সরাসরি কুট পোকার মতন, কাঠের
ভিতর ঘুণের মতন ভেসে বেড়িয়েছি—
একে এখানকার সবাই বেড়ানোই বলে—
পার্কে, ময়দানের ঘাসে হাতে-ঠাসা অ্যালশেসিয়ান আর
ডু-গণ্ডা পুড্‌ল

নাক কামড়ে ধরেছে কালো ডেয়ো-পিঁপড়ে—
পড়ন্ত রোদ্দুরে নরম করে ভেসে বেড়িয়েছি
—একে এখানকার সবাই বেড়ানোই বলে।

অনেকদিন কোনো সেতুর উপর দিয়ে পার হইনি নদী-সমুদ্র, পাহাড়
কিংবা লোকালয়
অর্থাৎ এককথায়, এড়িয়ে যাইনি কিছুই
হাতে লাঠি জানালার প্রত্যেকটা গরাদ বাজিয়ে গেছি— দিয়েছি টংকার
ইস্টিশান-ঘেরা তারের বেড়া এখনো তাই কাঁপছে
ছেলেবেলাতেই হাটে গিয়ে রোদ্দুর কেনাবেচা করেছি, অভিজ্ঞতাও যথেষ্ট—
সুতরাং, এক লহমা দেখেই ভবিষ্যৎ বলে দিতে পারি, দর বেঁধে দিতে পারি
দু-পক্ষের ভালোই মার্জিন থাকবে তাতে।

যেতে-যেতে আর পিছন ফিরে তাকাতে হয়নি— ভয় কী?
মুঠোভরা রঙ-বেরঙ টিকিট— ঘাঁটলে কি একটাও সাচ্চা বেরুবে না!

যে-রঙেই মন বসুক, সই-এর কাগজ তৈরি,
একটা তৎক্ষণাৎ রেডিমেডিভাব
সুতরাং, যেতে-যেতে আর পিছন ফিরে তাকাতে হয়নি।

কথাটা ফস্ করে বললে, দেশলাইকাঠির মুখও পুড়লো— একটু
ভেবে দেখবে নাকি ? সেগেন-থট্, অ্যাঁ
— ভেবেই বলেছি, যেতে-যেতে আর পিছন ফিরে তাকাতে হয়নি
সুতরাং, ভেবেই বলেছি, বলার আগে বহুবার ভেবেছি, তাছাড়া

ইয়ার-এণ্ডিং-এর কাজকর্ম এখনো তেমন শুরু হয়নি তো—
অবসর আছে, তাছাড়া ইতস্তত সট্‌কে পড়ার কথাই ভেবেছি শুধু
কল্পনার কাঁটামাছ এসে দাঁড়িয়েছে কোর্মায়
যাওয়া তো আর হয় নি ! সুতরাং যেতে-যেতে আর
পিছন ফিরে তাকাতে হয় নি— ভয় কী ?
মুঠো ভরা রঙ-বেরঙ টিকিট—ঘাঁটলে কি আর একটাও সাচ্চা বেরুবে না ?

দেখি, কে হারে

পথের দু-পাশে দুটো সরু একবোখা গাছ
যেন যুদ্ধ বাধলেই বুদ্ধি দিতে বসবে
নিজেরা তো নট্ নড়নচড়ন ঠকাস্
তাই, পরের কানে ফুসমন্তর ঢালতে ওস্তাদ বাহাদুর
এমনকি, ঐ সূচাগ্র মেদিনীর কথাটাও বলতে ভুলবে না।
থাক, ওদের কথাটা থাক—
নিজের ব্যাপারটাই ধুয়ে-মুছে বলি।

তোমাদের মধ্যে কেউ সাত-গেঁয়ে আছো নাকি ?
তাহলে, কানে এট্টু তুলো দে বসো বাপু
আমাদের খেতির মুলো— 'কাণ্ডাকাণ্ডজ্ঞান'
তার নাম দিয়েছিলুম ভালোবেসে—
পাড়াতে ছিলো এক অলপ্পেয়ে ক্ষয়কেশে
কী তার নাম ? নাঃ, মনেও পড়ে না

তাহলে, তার কথাটাও থাক
নিজের ব্যাপারটাই একটু খুলে-মেলে বলি

চকদীঘির ঐ যে মুচ্ছুদ্দি খলিল
সে আমায় জানতো
আর সেই যে নেযেপাড়ার কান্ত, সে-ও
তবে, দুজনায় গেছে মরে
আগুপিছু— একে খেলে আগুনে, তো, সে দুশমনকে গোরে
এখন আমিই শালা বাঁচছি
দুটো গাছের একটাকেও চাচ্ছি
আমায় ডালে তুলে নাও বাপধন
তারপর, সেখেন থেকে সটান যুদ্ধে পাঠাও
দেখি, কে হারে ?
আমি ? না, ঐ ব্যাটা কেলে কুম্মাণ্ড !

পোকায় কাটা কাগজপত্র

পোকায় কাটা কাগজপত্র দেখলে শব্দ মনে পড়ে— ফ্যান্‌জোলেঙ্গা
অর্থবিহীন, কিংবা অর্থে জবরদস্ত
উলঙ্গ কিশোরী তোমার মাই দুটো সন্ন্যাসেই মস্ত—
হেন্ করেঙ্গা, তেন্ করেঙ্গা !

'ফ্যান্‌জোলেঙ্গা' শব্দ যেন হাঁ-করা রমণীর মুখেই
চিক্-ঢাকা বারুদের মতন— জোচ্ছনায় বাঘ পেতেছে ওৎ
হাতচিঠি, যা হঠাৎ, তাকে হাফগেরস্ত সুখ-অসুখে
কিংবা তোমার বাহ্যে-বমির কীর্তিনাশা একটানা কোৎ

কোথায় যে শব্দ-গঙ্গোত্রী ? দিগ্‌বিদিকে চলছি খুঁজে
উইঢিবি, ক্যাকটাসের মধ্যে হ্যামেলিনের বাঁশির ইঁদুর
ফাঁদ্‌রাফাঁই চাঁদোয়ার মধ্যে দূরদেশী গুম্ফা-গম্বুজে
টেরা চাঁদের মতন কিংবা ক্যানজোলেজ্ঞা— টাকের সিঁদুর ?

হয়তো আমার লক্ষ জীবন লাগবে নিছক গবেষণার
গায়ে পলেস্তার। পরাতে— আরেক কথা, হোহেনজোলার্ন
পড়লে মনে, ভাবতে বসি, কবিতা কি সত্যি হবার
বিষয় ? নাকি মুদ্দ-ফরাস ঘুরতে গেছে মার্টিন ও বার্ন—

এই মিলেতেই পদ্য মাটি, অলোকরঞ্জন হলে বাঁচাতেন
কিংবা সুনীল অ্যাংলো-সাক্সন হার ছিঁড়ে একটুকরো মুক্তোয়
আমার পিতাঠাকুর শুনেছি এঁটো হাত নিটু মন্থে আঁচাতেন
ভোজ্যদ্রব্য বলতে আমার বিউলিডাল, একবাটি সুক্তো।

৮

একটি হাঁসের চেয়ে ভারি নও, যারে বারবার
দূরের পাহাড়ে-ভরা ঝর্নায় ভাসাই প্রতিদিন।
চিন্তার চেয়েও তুমি লঘুপক্ষ, তুমি পারাবার
নও, তুমি অতিশয় রূপবান অথবা মিহিন
সুষমামণ্ডিত নও তরুবীথি— কেন বহিব না
তোমারে কয়েকদিন ? প্লাতেরোর সান্নিধ্য তোমার
ভালো লাগিবে না, তবু তার ভালো লাগিবে তোমারে
অসম্ভব ভালো আর উত্তেজক— প্রণয়বিহীন।
পৃথিবীতে বহুদিন শিক্ষা দেওয়া হয় প্রাসঙ্গিক
বিষয়ে, বিজ্ঞানে, দৌত্যে— নাবিকতা, পর্বতারোহণ—
এইসব, শিক্ষাশেষে ডিপ্লোমা ও মান্য যুগপৎ
নিক্ষিপ্ত গৌরবসম ভেসে আসে— হাঁস নাই জলে
কেননা, হাঁসের চেয়ে তুমি হায় কি অপ্রাসঙ্গিক
প্লাতেরোর দুঃখ হয়, বহনের ক্লেশ তুমি করো।

৯

ভালোবাসা ছাড়া কোনো যোগ্যতাই নাই এ-দীনের
দয়াময়ি, দয়া করো, ভিখারিরে অন্নবস্ত্র দাও
রাখিওনা মানহীন উলঙ্গ আলোকে প্রকাশিয়া
লোল তরবারি— বাহ্যপ্রাকৃতিক, নৈরাশে, হাওয়ায়।
লো-নিবিড় দিনগুলি বৃথা যায় বহিয়া পবনে—
দয়া করো, আজিকার মুহূর্তমণ্ডিত দিনগুলি

বহি যায়, দয়া করো— ব্যর্থতার বিরুদ্ধে দাঁড়াও
ভালোবাসা ছাড়া কোনো যোগ্যতাই নাই এ-দীনের।
হৃদয়ে, অসংখ্যবার বালুকাবেলার 'পরে জল
এসেছিলো, বহুবার— তার পদাঘাত যায় ডাকি—
প্লাতেরো, অ্যাঙ্করহীন, ঘোড়ার অনুজ, সহোদর—
আজিকার দিনগুলি বৃথা যায় বহিয়া পবনে
ওঠো, ক্ষুর গাঁথি সব ব্যর্থতার বিরুদ্ধে দাঁড়াও
হাস্যকরভাবে, বলো : দয়াময়ি, দয়া করো চিতে !

১০

তোমার পায়ের তল মুছাতে-মুছাতে হাত কাঁপে—
অবিমৃষ্যকারিতার মতো আর কিছু নাই. আহা,
তোমার পায়ের তল মুছাতে-মুছাতে হাত কাঁপে
প্লাতেরো হৃদয়হীন, হা প্লাতেরো, শুভ্র মেধাহীন।
একান্ন কুমারী জলে সারিবদ্ধভাবে ভাসি যায়
ওরা ভালোবাসে জল, ওরা ভালোবাসে না প্লাতেরো
আমাদের, হা প্লাতেরো, উহাদের পদতল নাই
দুইশত চারি হাতে উহারা বিস্তৃত আছে জলে।
যে-বাড়িতে আছি তার পাশের সঠিক গলিপথে
সময়, বরফ-অলা, হাঁকি যায়— দু-ডাকে আলাদা
করে দেয় আমাকে, ও আমার বাবার প্লাতেরোকে।
যে-বাড়িতে আছি তার উপহৃত দু-ঘড়ি জানায়,
দ্বিতীয় প্রভাত, দুই সূর্য, দুই সন্ধ্যা— অন্ধকার
অথচ, প্লাতেরো বলে— প্রতিসন্ধ্যা শব্দরূপ পড়ো।

১৬

প্লাতেরো, তোমারে প্রিয় ঈর্ষা করি, তুমি বহুদিন
আমার বুকের পাশে ঘুমায়েছো, পিঠের উপরে।
আমার গোলাপগুলি খেয়ে গেছো, ভবিষ্যৎ-ভরা
কবিতার খাতাগুলি— স্মরণীয় রুমালের ঝাঁক।
তবুও তোমারে কিছু বলি নাই, আত্মসাবধান
করেছি বাবার মতো। দূরদেশে গিয়েছি কখনো
তুমি কি কখনো আর বহিবে না, বহিব একাকী
দুঃখ ও স্মৃতির ভার, উপরন্তু, তোমারে, দিবসে ?
শোনো বেড়াবার গল্প— বহু পুরাতন গল্প নয়—
তোমার অদ্ভুত চোখ চাহিল বারেক মুখপানে ;
মুহূর্তে উদ্দিষ্ট তব দেখি কোনো নূতন কবিতা—
কী ভীষণ ভালোবাসো মদীয় কবিত্বে স্নানাহার !
প্লাতেরো তবুও কোন্ মায়াবী ভিতরে ডেকে যায়
তুমি যতো খুলে দাও, প্রিয় যাই কেবলি জড়িয়ে !

১৭

সকল কবিতা ছোটে তোমা প্রতি। তোমার বিনাশ
খুব দূরে নয়— কাছে, বরং বিনষ্ট হয়ে গেলে
ইতিমধ্যে, হে করুণা, আমার নির্ভুল শরক্ষেপ
কবিতার। কোথা যাবে ? কোথায় আশ্রয় পাবে খুঁজে ?
রক্তহীন বন্ধ, শুধু কৃত্রিম উপায়ে অনচল
কোথায় আশ্রয় পাবে, না ফুলে না গন্ধে, কোনোদিন !
কেননা, সকল প্রাণ, সব মৃত্যু আমাকে তাদের
বুকের ভিতরে রেখে বাড়ায়েছে। আমি কি বিমান

নভোস্থলে পাখিদের, ময়ূরের দৌত্যে নিমজ্জিত—
মেঘে ও বাদলে ?   আমি মৃত্যুর আপন বক্ষতল
তোমারে জীবিত-মৃত সর্বক্ষণ, বক্ষে ধরে রাখি।
কোথা যাবে ? ঝরে ফুল মৃত্তিকায় আসিতে হবে না ?
কোথা যাবে ? ঝরে ফল মৃত্তিকায় আসিতে হবে না ?
সুগন্ধির পার আছে ? সে-ও মম বক্ষে ঝরে পড়ে।

২৫

চামেলির দুইখানি বাড়ি ছিলো— এখন আঁধারে
ও দুটি ব্যাপকভাবে হয়ে যায় অরণ্য বাড়ির।
হৃদয়ের দুই অর্ধ চামেলির অনেক হৃদয
হয়ে যায় অতর্কিত, স্বতন্ত্র, শস্যের সমাহারে।
আমি চামেলির কোন বাড়িতে ছিলাম মনে নাই—
সেখানে চামেলি ছিলো ? চামেলি কি এমনই তৎপর
সরে গেছে আঁধারের অসম্ভব মশারি সাঁতারি—
কিংবা সমুখেই আছে, দেখি নাই হিন্দুর ঈশ্বর !
চামেলির মতো আমি মানসিক বাস্তু-বিভাজন
মানুষে তাবৎকাল দেখিয়াছি— জন্তুতে ক্বচিৎ
ওরা স্পষ্টতার মানে বোঝে প্রাণ, কোনো আলোড়ন
চিন্তায় ও সত্যে নাই। ওদের দুয়ারে যতক্ষণ
থাকি, মনে হয় আছি প্রাসাদের পালঙ্কে শয়ান
হে প্রাণ, হে ধিক প্রাণ— বিফলতা, চামেলির প্রভৃতি !

২৬

সারারাত আমাদের পিছু পিছু ছুটেছে পুলিশ
কেননা, বিকেলে মজা গঙ্গাতীরে সূর্যের হত্যার
একমাত্র সাক্ষী এই আমরা তিন উল্লুক কাহাক'
কলকাতার প্রকৃতির অশ্লীল তদন্তে চমৎকার
পোঁদের জ্বালায় হু হু করতে-করতে দিক্‌বিদিকহারা
— তবে নাকি কলকাতায় নিরঙ্কুশ প্রাণিহত্যা হবে ?
শিল্প হবে ? তেজারতি কারবার খাওয়াবে ভিখিরিরে ?
মাঙ্গল্য বিদেশ থেকে আনা হবে, হে শিক্ষানবিশ
ন্যূনতম টেলিফোন পোঁতা হবে পাহাড়ের শিরে—
পাহাড়বিজয় হবে, যদিবা অজেয় থাকে কেউ !
মানুষ, মানুষ করে একদল কবি তোলে ঢেউ
পুকুরেই— আহাম্মক, চোর, বদমাস লক্ষ্মীছাড়া
সম্ভ্রম জানলি না, শুধু লিখে গেলি পদ্য পাতপাত '
আমরা তিনজন কবি কারে লক্ষ্য করেছি দৈবাৎ ?

শুভ্রতাই শুধু জানি পবিত্র ও অভিব্যক্তিগত ·
শুভ্র তুলা উড়ে যায় বাতাসের কাশ্মীরের দিকে—
পশমের মতো যতো ভেড়াগুলি উদাসী চরাও
ক্ষেতের সবুজ তৃণ দেবে না তোমারে আলিঙ্গন .
তুমি ও-তৃণের নও, তুমি নও কার্পাসতুলার
তুমি নও পশমের উষ্ণতার মতন স্বাধীন

তুমি ধর্মপ্রাণ নও ; ভেড়াগুলি শুধু রাখালের
তুমি মায়ামোহভরা বিকালের প্রতিবন্ধকতা।
ওগো মেঘ হতে তুমি মাত্রাহীন করো রক্তপাত
আমার শিহর লাগে ! সকল হত্যারে মনে হয়
অতি ভালোবাসাভরা ঐকান্তিক সাধের পতন —
শেষ নাই, ত্রুটি নাই, অনিমেষ আঁখিগুলি নাই
শুভ্র তূলা উড়ে যায় বাতাসের কাশ্মীরের দিকে—
তুমি শুভ্রতার মতো পবিত্র ও অতিব্যক্তিগত।

৩১

অনেক শেফালি আমি দেখিয়াছি, এ-জীবনে আর
দেখিতে চাহি না কোনো শেফালিরে, শেফালি দেখুক
ঝরিতে-ঝরিতে পারে দেখে নিক্ অপাঙ্গে আমায়
আমি কোনোদিন কিছু দেখিব না, ডুবিয়া মরিব !
অনেক জেব্রার খেলা দেখিয়াছি— ম্যুজিয়ম-লুণ্ঠিত জেব্রার
খেলা দেখি নাই, তার অলৌকিক গায়ের বুরুশ
ঝরে গিয়েছিলো জানি ; মৃত্যু ও স্মৃতির অবধেয়
রূপ ও মুখশ্রী নাই, জীবিতেরই কায়ক্লেশ আছে।
তাই আমি শেফালির, কিছুতেই বকুলের নয় ;
শেফালি ঘড়িতে ঝরে গত মুহূর্তের শুদ্ধ কাঁটা
হলুদ বোঁটার জোরে করে দেয় চলচ্ছক্তিময়—
তাই আমি শেফালির, সৌজন্যের, অতিরিক্ততার···
তাই আমি শেফালির, আপাদমস্তক শেফালিরই
চাহি কোনোদিকে কিছু দেখিব না, ডুবিয়া মরিব।

৩৬

চূড়ান্ত সঙ্গম করে কুকুরেরা। সমসাময়িক
নগরে, বৃষ্টির দিনে, নরনারী পুত্রার্থে ধেয়ায়
দোতলার লাল মেজে হাঁটুতে বিস্তৃত করে বল
অভ্যাসবশত মদ্যপান হয় রতিক্রিয়া-শেষে।
এ-বছর শীতকালে কলকাতায় মৌসুমী-শিল্পের
প্রদর্শনী হয়েছিলো, ডালিয়ার-চন্দ্রম ল্লকার
আখাম্বা গতর কেড়ে নিয়েছিলো আদি পুরস্কার
কুচ্‌কাওয়াজ-অন্তে গাইলো পুলিশেও রবীন্দ্রসঙ্গীত!
তবু ন্যূনতম কিছু কবিতাও লেখা হতে থাকে
'প্রতিপ্রাপকতা' নাম্নী শব্দ নিয়ে করে না তোলপাড়
এইসব লেখকেরা। এইসব লেখকেরা, হায়
বেশ্যার নিকটে গিয়ে বলিল না, সম্ভ্রম উঠাও
দেখি হে তদ্‌বির-ভরা দেহখানি—কিংবা কম্যুনিস্ট-
পার্টিতে যোগ দিলে পাবে পুরুষানুক্রম যজমানি!

৩৭

মহীনের ঘোড়াগুলি মহীনের ঘরে ফেরে নাই
উহারা জেব্রার পার্শ্বে চরিতেছে। বাইশ জেব্রায়,
ঘোড়াগুলি অন্ধকার উতরোল সমুদ্রে দুলিছে
কালের কাঁটার মতো, ওই ঘোড়াগুলি জেব্রাগুলি
অনন্ত জ্যোৎস্নার মাঝে বশবর্তী ভূতের মতন
চড়িয়া বেড়ায় ওরা—কথা কয়—কী কথা কে জানে?
মানুষের কাছে আর ফিরিবে না এ তো মনে হয়
আরো বহু কথা মনে হয়, শুধু বলিতে পারি না।

বাইশটি জেব্রা কি তবে জেব্রা নয় ? ময়ূরপঙ্খীও
হতে পারে এই ভৌত সামুদ্রিক জ্যোৎস্নার ভিতরে ?
বামনের বিষণ্ণতা বহে নেয় ও কি নারিকেল
ও কি চলচ্ছবিগুলি লাফায়ে-লাফায়ে যাবে চলে ?
ও কি মহীনের ঘোড়া ? ও কি জেব্রা নয় আমাদের ?
অলৌকিকতার কাছে সবার আকৃতি ঝরে যায়।

৪০

যেবার ওদের সঙ্গে যেতে হলো বেড়াতে পশ্চিমে—
মানুষ বেড়ায় ! তাই বহুদিন সাহাবাবুদের
কালো ছেলেটির কাছে ছিলে তুমি, মোটে ফর্সা নয়
আমার মতন, আহা প্লাতেরো, তোমারই কষ্ট হলো !
পশ্চিমের থেকে কিছু ঘাস আমি তোমাকে পাঠাই
খামের ভিতর, তুমি পোস্টাপিস থেকে চেয়ে নিও
খামটা খেয়ো না, ওতে আঠা আছে, কালিতেও বিষ—
পেটের অসুখ হলে কে তোমারে দেখবে প্লাতেরো ?
মনে আছে, কিছুদিন আমাদের বাড়ির উঠানে
তোমার চারিটি পায়ে জুতোমোজা পরিয়ে বলতাম :
প্লাতেরো, অঙ্কের ক্লাশে এইভাবে ফাঁকি দিতে হবে—
এইভাবে খেতে হবে কড়াইশুঁটির প্রস্রবণ।
মনে আছে, মনে আছে, মনে আছে প্লাতেরো আমাকে ?
—সাহাবাবুদের কালো ছেলেটি আমার চেয়ে কালো !

৪১

প্লাতেরো আমারে ভালোবাসিয়াছে, আমি বাসিয়াছি
আমাদের দিনগুলি রাত্রি নয়, রাত্রি নয় দিন
যথাযথভাবে সূর্য পূর্ব হতে পশ্চিমে গড়ান
তাঁর লাল বল হতে আল্‌তা ও পায়ের মতো ঝরে
আমাদের— প্লাতেরোর, আমার, নিঃশব্দ ভালোবাসা।
প্লাতেরো তুমিও চলো সঙ্গে, আমি একাকী প্রস্রাব
ফিরিতে পারি না, কারা ভয় দেখায়, রহস্যও করে!
ছেলেবেলা থেকে কিছু ভীরু হতে পারা বেশ ভালো।

আমায় অনেকে ভালোবেসেছিলো— ফুল দিয়েছিলো
টুপি কিনে দিয়েছিলো, পুরী থেকে মুরলি মাছের
লেজের শাসন এনে দিয়েছিলো— কতো উপহার!
আমি ছেলেমানুষের মতন ওদেরও ভুলিনি তো?
প্লাতেরো আমার আর আমিও প্লাতেরো ছাড়া নই
—আমাদের দেবতা কি পা ঝুলিয়ে বসেন পশ্চিমে?

৪৩

দুর্বলতা ছাড়া কোনো দোষ নাই। যখন ডালিম
সবুজ পাতার চাপে ফুলে ওঠে, লাল হয়— জ্বলে
তখন আক্রোশভরে চাদর টানিয়া দিই খুব
মাথার ওপরে, তুমি ডেস্কভরা চিঠি লেখো যতো।
অরফ্যান্ ছেলের দল এবারেও ক্যাম্প পেতেছিলো
জানুয়ারি মাসে তারা রেখে গেলো শক্তিশালী ঘড়ি
অথচ উৎপল একা পুরীর মন্দির সারাবার
হাতচিঠি পেয়েছিলো— তবু হাত হতাশ হয়েছে!

তোমার পাগল তুমি বেঁধে রাখো, একদল যাবে
নারীদের সাথে করে অগোছালো গোধূলিবেলায়
ক্যারম খেলার ছলে মারাত্মক দুঃখ বিনিময়
ঘটে গেলো—চিরদিন কে আর ক্যারম খেলে বলো ?
অথচ অভ্যাস নয়, দুর্বলতা ছাড়া বোঝাবার
হয়তো মাধ্যম আছে—তুমি জানো, ডালিমেও জানে

৪৫

দেশে তিলধারণের জায়গা নেই, উত্তরে ইঁদুর
দক্ষিণে ইঁদুর ; কোনো সূর্য নেই, মানবতা নেই।
দেশান্তর পেতে চায় মুহুর্মুহু গোপন রপ্তানি
এই ইঁদুরের লব্ধ প্রবলতা, পবিত্রতা-গ্রাসী।
জাহাজ তোমার কাজ নির্লিপ্তভাবেই করে যাও
নিয়ে যাও বুকে করে স্বাগতসাপেক্ষ মূল্যবান
ইঁদুরের স্তম্ভগুলি, আব্‌গারিকে, মুদ্রায় স্খলিত
করে পুঁতে দাও আজ ভয়হীন দণ্ডিত পতাকা।

কেবল ইঁদুর ঘোরে পৈশাচিক মণিবন্ধে ঘড়ি—
ঘড়ির উপরে শুধু ইঁদুর শাসন করে কাল
আর কেউ নেই, আর কিছু নেই সৌন্দর্য-কঙ্কাল
সমার্থবাসিনী, দেশে স্বপ্ন নেই সমর্থন করি।
জাহাজ, তোমার কাজ আজ হতে সোজা পথে ভাসা—
আজ হতে জাগরণ, নিদ্রাহীন, প্রিয়তমহীন।

৫৯

এখনো যায়নি বেলা হাওয়া দেয় পশ্চিমা-তুফানী
এ-বন্দর ছেড়ে গেলে বন্দর পাবে না বহুদিন
গেলে কি জাহাজ? ঘাট ছেড়ে গেলে এখনো তো জানি
আমারে জানাবে, যাই। বেলা হলো চপলতাহীন।
কোনোখানে বেলা যায়, কোনোখানে বেলা ফিরে আসে
ছায়ায়— কপোলতলে ভাগ্য খেলা করে মুহুর্মুহু
কোমল বলের মতো শৈশব জড়িয়ে থাকে ঘাসে
বন্দরে, জাহাজঘাটে মানবিক বিদায় মিহিন!

বন্দরের মাঝখানে ঘনবদ্ধ কাঠামো-বেষ্টিত
দুর্দান্ত জাহাজ আছে কোনো এক— তোমার চেহারা
ওই জাহাজের মতো হয়ে গেছে। বহুদিন পরে
আ-পরিপ্রেক্ষিত প্রেম কেঁপে ওঠো, হও রোমাঞ্চিত।
বহুদিন পরে ব'লে মনে হয় তুমিই জাহাজ
বন্দরে, জাহাজঘাটে প্রেত হয়ে বিচরণ করো!

৫৫

একটি জাহাজ শুধু স্রোতে নয়, সতর্কতা থেকে
মাটির প্রান্তের দিকে একদিন সরে এসেছিলো
অথচ যন্ত্রের কোনো মন নেই, অভীপ্সাও নেই
আমরা মানুষ যেন সব জানি, জানি না ডি মেলো
ভারতের ক্রিকেটের কতবড় উদ্‌গাতা ছিলেন!
তাহলে জাহাজে কোনো যন্ত্র নেই, কুশলতা নেই
আছে মানুষের চিৎ-সাঁতারের মনোবাঞ্ছারাশি

বিশাল মানুষ নাকি হে জাহাজ? নীল অহিফেন
থেকে, পারহীন থেকে, ক্রমাগত ভেসে আসা পারে?
আমরা মানুষ হয়ে জাহাজে দূরেও যেতে চাই
কাপ্টেন ভজিয়ে খুব, কানে কানে বলে মিথ্যাকথা—
এদেশে কি পাবে শান্তি? শান্তিনিকেতন পরপারে—
এবং তুমুল স্তব্ধ জ্বালাতন নেই, প্রেম নেই,
সকলে, মানুষ নয়, গণ্ডারের চামড়া ভালোবাসে!

৬১

কথনো জাগিনি আগে ভোরবেলা ঘাসের মতন
শিশিরে, চপেটাঘাতে, কিংবা ঝাউবন চূর্ণকরা
হাওয়ায় জাগিনি আগে ভোরবেলা, কথনো এমন
জাগিনি আমার চিত্ত চিরকাল ছিলো জয়করা
বিকালবেলার। আমি মাঝরাতে ঘুরেছি বাগানে।
এ কি স্বাভাবিকভাবে আজ তুমি জাগালে আমায়—
জন্ম কি এমনই ভালো? সন্ধ্যা হতে দেয় না সেখানে
অহংকার আলো করে রেখে দেয় মলিন জামায়।

কথনো জাগিনি আগে ভোরবেলা, না জাগিলে আর
কেমনে পেতাম ঘাসে শিশিরের নৈঃশব্দ্যে করুণা
অবিরাম বুকে হেঁটে পার হওয়া—জীবনে পাহাড়
বাঘেরও অসাধ্য, আমি বাঘ হতে বড়ো জন্তু কিনা!
এ কি স্বাভাবিকভাবে আজ তুমি জাগালে আমায়
এ কি এ একাকী জন্ম ভোরবেলা উজ্জ্বল জামায়।

৬২

আমার বেদনাময় বাংলা ভাষা যদি বিদ্ধ করে
নির্মলতা-হারা প্রাণ, তবে পূর্বে প্রণতি-স্বীকার।
ভালো নির্মলতা, ভালো শান্তি—জানি সুখের কদরে
আয়ু দীর্ঘতর হতো, হতো স্নিগ্ধ বারি দীর্ঘিকার।
আমার বেদনাময় বাংলাভাষা যদি বিদ্ধ করে
অজেয় অমর শ্বেতপাতার প্রচ্ছন্ন জাগরণ
তা কি নয় স্বর্গচ্যুত মন্দার সহসা বুকে ধ'রে
স্পর্শে প্রতারিত হওয়া ? তা কি নয় নিশ্চিন্তে মরণ ?

তবুও স্বর্গের মতো কিছু নেই, যা থেকে পতন
হবে অধোভূমে, কিংবা পাতালের প্রচণ্ড গহ্বরে
মর্ত্যের দণ্ডিত মর্ত্যে পড়ে থাকে অভ্যর্থনাহীন ;
আমার বেদনাময় বাংলাভাষা তাকে বিদ্ধ করে।
তোমাদের দরজা-জানলা ফুটোফাটা বন্ধ করে দাও
ফুলের বাগানে ভূত মারাত্মক প্রস্রাব ছিটোয়।

৬৩

ভালোবাসা পেলে সব লণ্ডভণ্ড করে চলে যাবো
যেদিকে দুচোখ যায়—যেতে তার খুশি লাগে খুব।
ভালোবাসা পেলে আমি কেন আর পায়সান্ন খাবো
যা খায় গরিবে, তাই খাবো বহুদিন যত্ন করে।
ভালোবাসা পেলে আমি গায়ের সমস্ত মুগ্ধকারী
আবরণ খুলে ফেলে দৌড়-ঝাঁপ করবো কড়া রোদে
'উল্লুক' আমায় বলবে—প্রসন্নতাপিয়াসী ভিখারী—
চোয়ালে থাপ্পড় যদি কম হয়, লাথি মারবো পোঁদে।

ভালোবাসা পেলে জানি সব হবে। না পেলে তোমায়
আমি কি বোবার মতো বসে থাকবো? চিৎকার করবো না,
হৈ হৈ করবো না, শুধু বসে থাকবো, অন্ধ অভিমানে?
ভালোবাসা না পেলে কি আমার এমনি দিন যাবে
চোরের মতন, কিংবা হাহাকারে সোচ্চার, বিমনা—
আমি কি ভীষণভাবে তাকে চাই ভালোবাসা জানে।

৬৫

এমন দিনেই শুধু বলা যায় তোমাকে আমার
বড়ো প্রয়োজন ছিলো। এমন দিনেই শুধু তুমি
প্রতিজ্ঞার চেয়ে বড়ো করাহত কপালেরে চুমি
আমারই নিমিত্ত! যেন এতদিনে গভীরে নামার
পথ বলে দিলে, আমি নেমে গেলাম সংশয় না রেখে।
এমন দিনেই শুধু বলা যায় তোমাকে আমার
বড়ো প্রয়োজন ছিলো। মুখ ঢেকে আস্তিনে জামার
চলছিলাম সমস্তক্ষণ, বিষণ্নতা মানে না চিবুকে—
স্বাভাবিকতাই ভালো। মূর্তি মম সর্বস্ব আঁধারে
খেতে চায়ংএ-সামান্য ছায়ার সরিয়ে সুজ্‌নিখানি
স্থির রসাতলে, যেথা সাংঘাতিক শৈত্যে-হাহাকারে
সব অন্ধকার, বন্ধ, রন্ধ্রে লোল পাপাত্মা সাবধানি।
এমন দিনেই শুধু বলা যায় তোমাকে আমার
বড়ো প্রয়োজন ছিলো—প্রয়োজন গভীরে নামার।

৬৮

এ কি আলিঙ্গন ? এ যে ওতোপ্রোত গ্রাসের গঠন
পদতল-মধ্য-মাথা তাল ক'রে ওষ্ঠ পেতে দেওয়া
খেতে ও খাওয়াতে। এ কি তামসিক কলঙ্কমোক্ষণ
নিষ্প্রভ প্রাণের, এ কি বদ্ধমূল স্ববিরোধী খেয়া ?
এবার চুরমার ক'রে দেবে দাও কান্তি-সভ্যতার
প্রয়োগনৈপুণ্য, ধর্ম ; ধর্ম অনুসারে শিল্পরীতি
বাক্ ও মুমুক্ষা— পরিপুষ্ট কোষে মূর্খ জ্ঞানভার
সমস্ত চুরমার ক'রে দিতে বক্ষে থাক্ করো প্রীতি।

এ কি আলিঙ্গন ! এ কি সভ্যতার জড়ানো চণ্ডালে
আশিরগোড়ালিনখ ! এ কি আলিঙ্গন মানুষের
ঘোরতর, ব্যবধান গ্রাসচ্ছলনার অন্তরালে
অনৈসর্গিক কাম, এ কি জীবনের চেয়ে ঢের
কাঙ্ক্ষিত শিল্পের কাছে ? শিল্প কি বিমূঢ়
অনাসৃষ্টি আলিঙ্গন, সাংঘাতিক পুরুষে-পুরুষে ?

৭০

তোমারে আবহমান কাল থেকে চেয়েছি জানাতে
আমি ভালোবাসি, আমি সব চেয়ে তোমারই অধীন—
রটেছে, শুনেছো কানে— প্রবঞ্চনা, চাতুরি ও হীন
নিশ্চিত শঠতা কতো। আদালতে বোবা ও কানাতে
সাক্ষ্য দেয়, কাজি শুধু এ-পাপের শাস্তি মরে খুঁজে,
পাপীর প্রতিভা চায় মুক্তি— আমি মুক্তি মানে বুঝি
তোমার বুকের 'পরে বসে-থাকা, গায়ে থাবা গুঁজি
তোমারে জাগাতে যেন কুমোরের মতন গম্বুজে।

জগতে সমস্ত সৃষ্টি ওতোপ্রোত মিথ্যা ও ব্যর্থতা
তুমি ছাড়া, দয়াময়ি ! যুক্ত করো কণ্ঠ ও গরাদে
ফাঁস-মফ্‌চেনে, আমি স্বরাজের মর্মের বক্রতা
মানে বুঝি পরিত্যাগ, তোমারে শাসাতে আমি বাদে
এগিয়ে আসে না কেউ—এমনকি ভিক্ষুক সভয়ে
পার হয় খোলা-দরজা যাজ্ঞাহীন, বদ্ধ করতাল।

৭২

আজ সাধ্যাতীত ভালোবাসবো ব'লে সকাল আমার
এতো ভালো লাগে, এতো সুন্দর, আলস্যভরা বায়ু
ঘর না বাহির, নাকি ঊর্ণাময় স্বপ্নের ফোয়ারা—
আমি বসে আছি, আমি শুয়ে আছি চারিদিকে কার
পশ্চাতে পাঠানো শাস্তি লেগে গেছে ভালোবাসবো ব'লে
আমি ভালোবাসবো, আমি হৈ হৈ করবো সারাদিন।
একবার মাঠের পাশে শুয়ে দেখছি প্রতিভা তোমার
ওদের খেলায় ব্যস্ত। দুঃখ হলে সংক্ষিপ্ত শহরে
কাকে বলবো, কথা দাও— দেড়-হাজার চুম্বনের কম
এ-দুঃখ যাবার নয়, কাকে বলবো গান ধরো জোরে ?
অর্থাৎ স্বীকার করো, আনন্দে-আনন্দে সারাদিন
কাটতে পারতো, কাকে বলবো— নচেৎ হেমন্তে বেলা যেতো ?
প্রেমেও কি শান্তি পাই পরস্পর—শান্তি কোলাহলে
আজ সাধ্যাতীত ভালোবাসবো ব'লে সহসা সকালে।

৭৪

হাতে ধ'রে শিখায়েছো বালুকায় হাঁটিব কেমনে
দয়াময় ! শেফালির ফুলে ও পাতায় ভ'রে আছো—
কোমলতা দেখে দেখে চোখগুলি কঠোর হয়েছে
যা ধরা দেবে না তারে ধরিব না, দেখিতে-থাকিব
ফলের স্বকীয় রসে কেমন শৌখিন হয় বেলা
নগ্ন নারী-পুরুষের মতো হয়ে যায় অকাতর
দিতে কোনো শ্রদ্ধা নেই, নেবারও দীনতা যথাযথ—
হাতে ধ'রে শিখায়েছো বালুকায় হাঁটিব কেমনে ?

হাঁটিতে শিখেছি সেই কবে থেকে, এখনো তোমার
হাতখানি ধরা চাই, বুঝে নেওয়া চাই—বুঝিব না
কিছুই ব্যতীত তুমি, এ কি অবলম্বনের ঘোর
এ কি পিতৃপরিচয় ? ছিলো মোর নিযুক্ত বাসনা—
একাকী বাসিব ভালো, একাকী মরিব, সে-ও ভালো
তুমি আসি বামনেরে উপযুক্ততায় তুলে ধরো ।

৭৫

কমলালেবুর প্রতি যাওয়া ভালো । বহুদূর হতে
উহাদের ব্যবসায় শুরু হয়— ক্রমশ মেধায়
রক্তের চাপের ফলে তালকানা-হওয়া থেকে ওই
কমলাফলের হেতু ভেসে উঠি, জরোভাব কাটে ।
কমলা এগিয়ে আসে— ব্যবধান ঘুচে যেতে থাকে,
প্রধান অরুচি, তৃষ্ণা অনুভব করেছে কমলা
মানুষের, যেন তার রূপ কোনোমতে নক্ষত্রের
শোভার আধেকশায়ী, আধেক শিল্পের আস্বাদন ।

একভাবে কমলার হেতু হতে চেয়েছে কবির
জিহ্বা ও ব্যক্তিত্ব। তবু ব্যক্তি হতে জিহ্বা বড়ো নয়—
ফানুশ, ফুলের চেয়ে মহত্তর সৌরভ নগরে!
ঢিঢি পড়ে যায়, গাল-গল্পে ফোটে কবির শূন্যতা
যাহাদের স্মৃতি আছে, যাহারা লৌকিক ধ্যানী নয়
তাহাদের প্রতি চেয়ে কমলারা ব্যবসা ফেঁদেছে!

৭৭

একটি রুমাল আমি পাই নাই কোনোদিনই খুঁজে
মহিলা-যাত্রীদের কামরায় খুঁজিতে উঠেছি
কখনো গিয়েছি ট্রামে কলুটোলা নার্স-কোয়ার্টারে
খুঁজেছি অনেক আমি মানসের বোনের সহিত।
ছাত্রী-নিবাসের কাছে প্রতিদিনই ঘুরিতে গিয়াছি
এমনই মারাত্মক রুমালের স্বার্থে, বিপর্যয়ে
কখনো পড়েছি আমি, কাটিয়ে উঠেছি ফের, তবু
গিয়েছি দোকান হতে দোকানির নিভৃতির কোণে
বহুদিন বাদে কালই খবর পেয়েছি মধ্যরাতে
ও-প্রান্তে রুমাল শুরু করিয়াছে খুঁজিতে আমায়
পথে নামিয়াছে কিংবা উড়িয়াছে খবর পাই নাই
হায়, ওর খোঁজা হবে মানুষের সাহায্য ব্যতীত!
আমি পুরস্কার ঘুড়ি ফানুশ কতই উড়ায়েছি—
রুমালের কাছাকাছি ঘুরিয়াছি আমিও অনেক।

৭৯

কমলালেবুর মতো আরো একজন খুঁজেছিলো
আমারে বোঝাবে—তারও দূর-হতে-আনা ব্যবসায়,
পারে কি ভজাতে? শেষে বলে গেলো, আসবে প্রতি সনে
কাশ্মীর গড়িয়ে দিলো এইভাবে পশমের বল।
মনোহরণের মাঝে শারীরিক সমর্পণও আছে
মনের·শরীরও কিছু কম নয়! বেশ্যাবৃত্তি শুধু
শরীর ও রক্ত দিয়ে খালাসের ব্যাপার ব'লেই
প্রচারিত হতে থাকে—একইভাবে প্রচারিত হয়
গোধূলির আলোগুলি. মর্মের চামরীগাইগুলি
অটুট রমণী দেখে একইভাবে রসপাত ঘটে
মেধায় চলে না অঙ্গ-সঞ্চালন কিংবা মুষ্ট্যাঘাত
নির্যাতন চলে জোর মুখশ্রীরে মুখোশ বানাতে
পাংশু ও কর্কশ নখে ছেঁড়া যায় শালের মাফলার—
মাফলার হৃদয় নয়, ভারি নয়, বিবরণহীন।

৮৫

সাবলীলভাবে আমি ভালোবাসা বাসিব তোমারে,
দুটি হাত ধ'রে ধীর কথা যেন কর্ণেরে উন্মুখ
করে, মুখে বোধময় হাসি ও তামাশা একযোগে
উপস্থিত হয় যেন, আঁখির পলক যেন পড়ে,
তুমি তো বাদলে নাই কিংবা বাষ্পহীন কোনো ঘরে,
আছো হে আছোই তুমি স্মরণীয় মাধবীলতায়
অন্য কোনোখানে নাই, যবে আছো আমার সম্মুখে
সাবলীলভাবে আমি রহস্যের অনমুবর্তিনী।

ভুলে যাও বিকালের আলোগুলি, চামরীগাইগুলি
ভুলে যাও আমাদের সনাক্ত প্রেয়সী, ও সম্বার—
ও সম্বার ভুলে যাও সেই পুরাতন পাখাগুলি
উড়োজাহাজের মতো ঘোড়াগুলি, হাওদায় মাহুত
সব কিছু ভুলে যাও, ও সম্বার ভুলো না আমারে
সাবলীলভাবে আমি সকলেরে বাসিয়াছি ভালো।

৯০

সোনালি ফলের মতো দিন, তাকে রাত্রি টুকরো করে
শাণিত বঁটিতে, ঐ বারান্দার এককোণে ব'সে
দজ্জাল বিধবা এক, যেন তার হিংসাতে চিক্কুর
দেয় থেকে-থেকে ; আর ফল পোড়ে বিষণ্ণ আক্রোশে :
পুড়ে-পুড়ে ছাই হয়, ছাই জমে দেয়াল পেরিয়ে—
পাহাড়, অহল্যামূর্তি ; একদিন ঝঞ্ঝা হয় ঘোর,
ওড়ে পুরাতন ছাই, রীতিমতো পাহাড় এড়িয়ে—
কোথায় ? স্বর্গের দিকে এবং পাতালে যায় চোর।
ভাগ্য যেন, কপালে সংকেত রেখে মুখর পবনে
ভেসে চলে দিগ্‌বিদিক, স্বেচ্ছাচারী মান্দাস কলার—
কিংবা বাসি বনগন্ধ বৃষ্টিপাতে হয়েছে বিস্তৃত ;
তেমনি সোনালি ফল, দিনরূপ, পড়ে খড়্গাফলা
কর্তৃত্বের কড়া হাতে এবং অখণ্ড বাংলাদেশ
দেহ-মনে টুকরো হয়, টুকরো হয়, টুকরো হতে থাকে !

৯২

দীর্ঘদিন তার কাছে, ছেলেবেলা থেকে তার কাছে
মানুষ হয়েছি আমি, তার পাশ-টেবিল উপরে
খেলেছি অনেক খেলা, কোষে বিষ করেছি লেহন
মরিনি, শিখেছি বাঁচতে, জিভ দেগে— গেরস্তের ঘরে
মানুষ হয়েছি আমি, একবার মানুষই থাকতে চাই।
ভেঙে টুকরো হতে চাই না, যাতে সে স্বচ্ছন্দে যাবে ভুলে
অর্থাৎ যেতেও পারে; সে তো নয় দৃষ্টিতে দারুণ
তুখোড় মায়াবী কেউ, অটুট ব্যক্তিত্বে কাছা খুলে
যায় তার, এঁটে রাখে, কোনোমতে ভদ্রতারক্ষাই
জরুরি সমস্যা তার! আমি যে মানুষই থাকতে চাই—
এ তো পাঠশালে শিক্ষা, তারও পরে, ইস্কুলবাড়িতে,
ভেতরের মনুষ্যত্ব বাইরে থাকে, বাহুত ফাঁড়িতে
কাটে দিন। দেয়ালে·ঢুকিয়ে সিঁধ, ন্যায়নিষ্ঠ দেশে—
কুকুর-কেত্তনে ভাগ্যি আড়ে ঠেকা দেয় রায়বেঁশে!

৯৪

আমার কবিতা থেকে যতগুলি নালা ছিলো তার
অধিকাংশ বুজে গেছে, একটি খোলা, প্রাকৃতিক ত্যাগ
করার জন্যই, আর অন্য আছে নিতান্ত বাঁচাতে
ভঙ্গুর খাঁচাটি, যাতে পাখি নেই, মকুর্টে পালক
আকণ্ঠ বোঝাই; আমি কায়ক্লেশে রেতঃপাত করি।
সন্তানধারণক্ষম নারী আমি পুষেছি সর্বদা
কিন্তু, তাহা ফক্কিকারি আমার জন্মের বীজধান
না মাটি, না জলে উল্‌সে ওঠে তার আগ্রাসী অঙ্কুর

শূন্যগর্ভ, প'ড়ে থাকে, যেন দিনে বারাঙ্গ-গলির
অর্ধেক স্বভাব তার— গুরু কাজ ঘটে না কপালে!
আমার বিশ্বাস, আমি একা থাকবো— উত্তরাধিকৃত
কিছুতে হবো না ছার কবিতার কিংবা ছা-বালকে!
নিতান্ত তরুণ কবি ছাড়া আমি রসে অন্ধ নই
নিষ্ঠুর, উদ্ধত আমি, রঙ্গী ছাড়া সঙ্গী কোথা পাবো?

৯৫

শব্দ গুলিসুতো, তাকে সীমাবদ্ধ আকাশে ভাসাতে
আমার পেট্‌কাটি চাই, কিংবা কাঁথা, মায়াভরা পাড়
সংসারে গেরস্ত-মেজে জুড়ে থাকবে মাটির উপরে—
এরই নাম ভালোবাসা, এরই নাম চড়ুই-মুখর
কাঁচা কিছু মানুষের বেঁচে থাকা— ইটে, খোড়োঘরে;
সামর্থ্য বাসনা মিশে এ এক মায়াবী ছেলেখেলা!
তোমরা, যারা বড়ো, তারা শ্রুতি বন্ধ ক'রে থাকো দূরে
আমি ভালোবাসবো, জানি গাছে ফুল ফোটানো দুষ্কর
খর জল মূল খায়, জানি শাদা পিঁপড়ের ফুরফুরে
শত্রুতা; অবশ্য জানি, শব্দ কতো আদর্শ নির্ভর—
শব্দ কোলজোড়া ছেলে হাসে-কাঁদে, হিসি করে বুকে
খুচরো ক'রে দেয় টাকা এবং যা সোনালি সম্বিৎ.
তাকে করে তামা, গায়ে জামা নেই, রুক্ষু নতমুখ—
এ-ভাবে শব্দকে জানি, একদিন তারও মৃত্যু হবে!

৯৬

ঠিক কী কারণে গেলো বোঝা ভার, কিন্তু গিয়েছে সে
জলের সাঁতারে তেল কিংবা বলা ভালো সে গন্ধের
ভিতরের তীব্র, তাই ব'য়ে গেছে হাওয়ার উদ্দেশে
ঠিক কী কারণে গেলো বোঝা ভার, কিন্তু গিয়েছে সে।
তাকে তো চিনতো না কেউ, আমরাও অস্পষ্টভাবে জানি
তবু তারই জন্য সব অগোছালো গুচ্ছে সাবধানি
মায়ার অঞ্জনকাঠি, কাঁথা ও কল্পনা ক্রমে মেশে—
ঠিক কী কারণে গেলো বোঝা ভার, কিন্তু গিয়েছে সে।

একমুঠি স্পষ্ট মাংস, ঠাণ্ডা হিম যেমন প্রকৃতি
পাংশু ও নিশ্চেতন, তেমনি সে, মৃত্যুর লাঞ্ছিত
সদাগর কিংবা যেন আমারই মুখের অনুকৃতি !
ভুলে যাবো, ভাড়াটে যেমন ভোলে পরাশ্রয়, পেলে
অবশ্য নতুন, শুধু মাঝে মাঝে অযুক্তি-কল্লোলে
ভেসে উঠবে মাংস, মুখ নিদ্রাতুর, বিষণ্ণ, করুণ॥

কিসের জন্যে

সমস্ত যন্ত্রণার চেয়ে বড়ো ধরনের যন্ত্রণা পাই
আঁচড়ে কামড়ে নিজেই মরি
গা-ভর্তি ঘা, রক্ত পড়ে, জিউলি গাছের আঠার মতন
রক্ত আমার রক্ত পড়ে— বড়ো ধরনের যন্ত্রণা পাই
কিসের জন্যে নিজে জানি না ! মেঘের আড়ালে হারিয়ে যাচ্ছে
কারণ, নাকি উড়োজাহাজ ? কারণ, নাকি হলুদবাড়ি ?
বলতে এলে বেঁধে ঠেঙাবো, কারণ আমার ছ্যাকড়াগাড়ি
উল্টোপথেই চলবে শুধু, আমি তোমার দেশেও স্বাধীন !

যার করতল নেই সে কাকে ভিক্ষে দেবে ?
যার করতল নেই সে বুকে হাত বুলোবে ?
উলুকঝুলুক করবে এবং বলবে— অসীম
ভালোবাসার রোদন আমার হে কস্তুরী—

এই সমস্ত তুমিই পারো সহ্য করতে, তোর লালসা
সবার দৃষ্টি কেড়ে নিচ্ছে— মন চেতনা কেড়ে নিচ্ছে
বলছে, বেঁধে ফেলাই হলো, শুভবিবাহ !

অনেক কথা বলবো বলে উঠেছিলাম মঞ্চে যখন
মিটিং হঠাৎ ভেঙে যাচ্ছে— লম্বা ঘড়ি
গা ঘষছে গোল ঘড়ির সঙ্গে— দুই নাবালক
বলছে, ভারি যন্ত্রণা পাই—
যন্ত্রণা কি চালের কাঁকর ? ফুটবলে ফাঁক ? হাঁটুর ব্যথা ?
যন্ত্রণা কি ভালোমানুষ সবার হাতেই তালি বাজাবে ?
মিষ্টি খোকন, তোদের লেখা পড়তে পারি
এমন লেখা লেখ্ না যেমন লম্বালম্বি দীঘির ধারে পথের রেখা

সমস্ত যন্ত্রণার চেয়ে বড়ো ধরনের যন্ত্রণা পাই
আঁচড়ে-কামড়ে নিজেই মরি
গা-ভর্তি ঘা, রক্ত পড়ে, জিউলি গাছের আঠার মতন
রক্ত আমার রক্ত পড়ে— বড়ো ধরনের যন্ত্রণা পাই
কিসের জন্যে নিজে জানি না ॥

ওরা

হারায় ওরা হারায়, ওরা এমনি করে হারায়
মেঘের থেকে রোদ বুঝিবা এমনি করে ছাড়ায়
ওরা জানে অনেক, অনেক
পথ চলতে দাঁড়ায় ক্ষণেক
গলির মুখে জিরাফ ওরা, মানুষ খোঁজে পাড়ায়।

কোথায় যেন যাবার কথা আজকে ছিলো ভোরে
কিয়ৎ দাবি-দাওয়ার কলস ছিলোই তো কোমরে
এবং মুঠি রক্তঝুঁটির হাতগুলো সব নাড়ায়
হারায় ওরা হারায়, ওরা এমনি করে হারায়
বাধা যে দেয় তাকে— এবং সম্মুখে পা বাড়ায়॥

শব্দ শুধু শব্দ

যেন পাহাড় ভাঙতে আমার একটি জীবন নষ্ট হবে
প্রভু কি তাই ভাঙলে তুমি?
বাউলগানের মতন সৃজন হয় না ব'লে অগৌরবের
প্রভু আমার জন্মভূমি
নাকি হিসেব সমস্ত ভুল, কালবিনাশী সহাস্যতায়
নদীতে বাঁধ বাঁধলে কথায়
শব্দ শুধু শব্দ এবং শব্দ মানেই সাশ্রু কুমীর!

হৃদয়, মানে

হৃদয়, মানে আজ যেখানে ঐ উঠেছে উরুস্তম্ভ
কিংবা বালিয়াড়ির মধ্যে ভীষণ গর্ত, ছন্দভাঙা
পাগল ছেলের গল্প যেমন, উড়োনচণ্ডি কবরখানার
দেয়াল গেঁথে বন্দী করা আত্মা— মানেই বহ্বারম্ভ ॥

হৃদয়, মানে সবাই করে পাল্লাভাঙা দরজা জড়ো
জীবনবিমুখ নাম বাড়িটার, সেইখানে যার বসতঘর ও
গ্রিল-দেওয়া বারান্দাখানির প্রান্তে ফোটে ফুলের দম্ভ
হৃদয়, মানে জবরদখল— এক পা রেখেই যাত্রারম্ভ ॥

একটি পরমাদ

বহুকালের সাধ ছিলো তাই কইতে কথা বাধছিলো
দুয়ার খুলে দেখিনি— ওই একটি পরমাদ ছিলো।
যখন তুমি দাঁড়াও এসে
আন্ধারে-রোদ্দুরে ভেসে
হাসির ছটা ভুলিয়ে গেলো— ভিতরে কেউ কাঁদছিলো
বহুকালের সাধ ছিলো, তাই কইতে কথা বাধছিলো।

ও মন দরদ দিয়েছো তায়
রাত-ভেজানো বনের লতায়
একদিবসের প্রেমে প্রখর স্মরবিরহ বাদ ছিলো
দুয়ার খুলে দেখিনি, ওই একটি পরমাদ ছিলো।
ডাকাত ভালোমানুষ সেজে
আড়ালে হাত কামড়ে নিজের
রক্তচোষা এক ছাপোষার হৃদয়হরণ সাধ ছিলো ॥

পেতে শুয়েছি শব্দ

শব্দ হাতে পেলেই আমি খরচা করে ফেলি
যেন আপন পোড়াকপাল, যেন মুখ-ঢাকানি চেলি
ছলাৎছলো দিনের শেষে না যদি গান মেলে
শব্দ হাতে পেলেই আমি খরচা করে ফেলি।

শব্দ নাকি মোহর? ফাঁকি? শব্দ নাকি জ্ঞানী?
শব্দ শতরঞ্চ এবং শব্দ কাঁথাকানি
তা যদি হয় শব্দ, তাকে করেছি মহাজব্দ
এবং পেতে শুয়েছি শব্দ— ক'রো মরণে টানাটানি ॥

বাঘ

মেঘলা দিনে দুপুরবেলা যেই পড়েছে মনে
চিরকালীন ভালোবাসার বাঘ বেরুলো বনে···
আমি দেখতে পেলাম, কাছে গেলাম, মুখে বললাম : খা
আঁখির আঠায় জড়িয়েছে বাঘ, নড়ে বসছে না।

আমার ভয় হলো তাই দারুণ কারণ চোখ দুটো কৌতুকে
উড়তে-পুড়তে আলোয়-কালোয় ভাসছিলো নীল সুখে
বাঘের গতর ভারি, মুখটি হাঁড়ি, অভিমানের পাহাড়···
আমার ছোট্ট হাতের আঁচড় খেয়ে খোলে রূপের বাহার।

মেঘলা দিনে দুপুরবেলা যেই পড়েছে মনে
চিরকালীন ভালোবাসার বাঘ বেরুলো বনে···
আমি দেখতে পেলাম, কাছে গেলাম, মুখে বললাম : খা
আঁখির আঠায় জড়িয়েছে বাঘ, নড়ে বসছে না ॥

শুদ্ধসীমা থেকে

শুদ্ধসীমা থেকে যাত্রা কবিতার সর্বাঙ্গে, যেমন
মধুর বিহ্বল পায়ে পিঁপড়ে পড়ে ছড়িয়ে সুধায়—
বিষে ও নির্বিষে, আমি যাই, যেতে-যেতে বাধা পাই
আনন্দে পশ্চিমে চলি, টানে পূর্ব উৎকৃষ্ট ক্ষুধায়।

প্রসঙ্গত কোনো দিক, কোনো তৃষ্ণা-বিতৃষ্ণার মোহে
আমাকে যেতেই হবে, পূর্ণাপূর্ণ, প্রাণে ও অপ্রাণে
ক্ষমতার কূট যদি শাস্তি দিত, হতাম অক্ষম
জড় ও জীবিত পিণ্ড, নৌকা ভাঙে ঘাটের সন্ধানে।

কোথা ঘাট ? জলের প্রচ্ছদে কোথা পরিপাটি শুকনো অন্ধকার
ভ্রূ-র ! কোথা, কই কাজ কাজলের ? ও মর্ত্যলোকের—
ইতস্তত পড়ে-থাকা মানুষের শ্মশানের ছবি
ওঁ কৃষ্ণ কৃষ্ণ· · লেখে সমুৎপন্ন, সুস্থ এক কবি
রক্তে, টক চক্ষুজলে ; আর করে আমাকে উদ্ধার
শুদ্ধসীমা থেকে যাত্রা করি আমি সর্বাঙ্গে তোমার ॥

শব্দ, মানে দুইদিকে তার মুখটি

শব্দ, মানে দুইদিকে তার মুখটি থাকে বিশ্ব জুড়ে
রামপন্থকের মতন রঙিন সার্বজনীন পন্থ খুঁড়ে
যেমন চলে নদী এবং ধারাবাহিক মনের ক্ষত
তেমন আমি নই আবাসিক, দ্বিধায় ছেঁড়া, লজ্জানত

সঙ্গী বরং কলধ্বনির ভিতর-বাহির কৌতূহলের
মধ্যে আমিই ময়ূরবাহন, প্রতীক-প্লুত বর্ণমালার

সুগন্ধ ফুল, হলুদ পরাগ কিংবা পোড়া হৃদয়জ্বালার
অবশ্য ক্রোধ, সিক্ত হবো নির্নিমেষের বৃষ্টিজলে

শব্দ, মানে দুইদিকে তার মুখটি থাকে বিশ্ব জুড়ে
রামধনুকের মতন রঙিন সার্বজনীন পন্থ খুঁড়ে
যেমন চলে নদী এবং ধারাবাহিক মনের ক্ষত
তেমন আমি নই আবাসিক, দ্বিধায় ছেঁড়া, লজ্জানত

আমি ভাঙায় গড়া মানুষ

মাযাবী এই আলোয ওড়ায় মায়া ভাঙার ফানুস
যে জন ছিল গোড়ায়, তাকে পুড়িয়ে মারে মানুষ
আর যারা সব পথিক, শুধু তাঁর পিছনে চলে
মানুষ গিয়ে ছোঁ মারে সেই এক মুঠি সম্বলে—
স্বেচ্ছাচারী স্বাধীনতায়, তার মানে, ঐকিকে
জড়িয়ে করা বহু, যেমন করেছেন বাল্মীকি !

মানুষ কাকে বাঁচায় ?
যদি এমনি করে খাঁচায়
পোরে পাখির চেয়েও খালি
নিবিড়, নরম গেরস্থালি ?
আমার ভয় করে, ভয় করে
কেবল ভয় করে, ভয় করে
যদি নিজেই তাকে মারি···
এবং এটুকু তো পারিই, আমি ভাঙায় গড়া মানুষ

ভুল থেকে গেছে

নিশ্চিত কোথাও কোনো ভুল থেকে গেছে…
প্রধান অসুখ নিয়ে কলকাতায় ঘোরে লক্ষ লোক
আজ কিছুদিন হলো তারই মধ্যে বসন্ত এসেছে
প্রত্যক্ষ পলাশে, পাশে মুচকুন্দ চাঁপার নোলক—
নিশ্চিত কোথাও কোনো ভুল থেকে গেছে
ব্যবহারে।

মানুষের সব গিয়ে এখন রয়েছে হিংসা বুকে
প্রেম-পরিণয় গিয়ে এখন সে রক্তের অসুখে
মোহ্যমান, প্রাণ নিতে পারে
নিশ্চিত কোথাও কোনো ভুল থেকে গেছে
ব্যবহারে।

মানুষের সঙ্গে আর মেলামেশা সঙ্গতও নয়—
মনে হয়, এর চেয়ে কুকুরের শ্লেষ্মাও মধুর ॥

কে যায় এবং কে কে

গাছগুলো আর পাথর এবং পাথরভরা কামিন
বনের মধ্যে-আমি তখন বনের মধ্যে আমি
মনের মধ্যে কে যে
মনের মধ্যে বিবাদ করে স্বপ্ন দেখায় যে যে
বনের ভিতর কে যায়
মনের ভিতর বৃষ্টি আমার বর্ষাতিটা ভেজায়
কে যায় এবং কে কে
এক ভাঙা ইট থাকলো পড়ে— হায় রে, আমার থেকে

এখানে সেই অস্থিরতা

অস্থিরতার সূত্র কোথায় ?
খুঁজতে-খুঁজতে বনস্থলীর সব কটি ঘাট পেরিয়ে এলাম—
সামনে নদী
পাথর পেতে পরীরা পা ঘষেন একলা
ইট মেরে ডুম্ ভাঙতে যেমন, মেঘ ছুটে যায় জ্যোৎস্না যদি
তখন দ্রুত পাথরচ্যুত— অস্থিরতার সূত্র কোথায় ?
এমন কথা বলতে-বলতে কোন্ পথে যান ক্ষুব্ধ পরী ,

শাস্তিতে তাঁর স্নান হলো না !

আবার আমি একলা হলাম
বনস্থলীর মুখ দেখা যায়— আয়না-নদী ছাড়িয়ে গেলাম
এবং নদীর সূত্র কোথায় ?   বলতে বলতে, পাহাড়তলি…
একটা গল্প তোমায় বলি :
চোখ বুজে কান রাখলে খোলা
নদীর সূত্রপাতের গন্ধ, আঁতুড়ঘরের সামনে দোলা
আর ঝাঁকেঝাঁক্ টিয়া,
আমার ও মন দরদিয়া… চোখের
জল গড়ালো পাথর, বুকের অস্থিরতার পাথর !

আবার আমি একলা হলাম
বনস্থলীর পরে নদীর পরে পাহাড় ছাড়িয়ে এলাম
শহরে, আজ শহর দেখবো
গলির ঘরে শুয়ে আকাশ
যদি দেখায় দু'খানি পা
শাস্তিতে তাঁর স্নান হলো না…
এখানে সেই অস্থিরতা, নবজাতক, বারুদগন্ধ !

কবিতার সত্যে

কবিতার সত্যে আমি একঝলক মিথ্যের বাতাস
লাগাই, কী পালটে যায় কবিতার সত্য একদিনে
তাহলে সত্যের নেই সেই বুঝ্, সেই দাঁড়সাঁতার,
সত্য নয় শিশু, নয় রাজনীতি, নয় মুথা ঘাস !

সত্যই নিষ্ঠুর— এই শুনে আসছি নিরবধিকাল
যেন সত্য আমাদের পূর্বপুরুষের পাটরানী,
শতাব্দীর একতীরে বসে শোনে, অন্যতীরে তাল
পড়ে ভাদ্রমাসে, হায় প্রকৃতি-প্রাক্তন রাজধানী !

সত্যকে হিঁচড়ে টেনে নিয়ে যাই গঙ্গার বাতাসে
গা জুড়োতে, তারপর কষে মারি দু'গালে থাপ্পড়
পোঁদের কাপড় তুলে ছেঁকা দিই তুপাটা মাংসের
উপরে কলঙ্কের দাগ ; তৎক্ষণাৎ মিথ্যে হয়ে আসে—
বিপুল, অমিততেজা, জাহাঁবাজ সত্যের ভ্রূকুটি···

আমি উঠি, কবিতার হাত থেকে মুক্ত হই, উঠি, উঠে পড়ি ॥

সে— তার প্রতিচ্ছবি

একটি চূড়া, স্থির যেন সে একটি চূড়ার মতো
সাদৃশ্য তার খুঁজলে আছে, হয়তো উঁচু গাছের কাছে
নয় পাহাড়ের সঙ্গে তুল্য খানিক অনুন্নত
একটি চূড়া, স্থির যেন সে একটি চূড়ার মতো ।

একটি নদী, স্থির যেন সে একটি নদীর মতো
কেউ বা ছিলো কপোতাক্ষ, কেউ হয়েছে ক্ষীণ গবাক্ষ

কেউ বা ধুলা, কে চুলখোলা— লুকোনো, স্পষ্টত…
একটি নদী, স্থির যেন সে একটি নদীর মতো।

একটি শিকড়, স্থির যেন সে সেই শিকড়ের মতো
যে চায়, কাড়ে, শিকড় বাড়ে— হাতের ছোঁয়া চোখের আড়ে
পাতালে যায়, পাতালে যায়… দুরন্ত, সংহত
একটি শিকড়, স্থির যেন সে সে-ই শিকড়ের মতো ॥

দুই শূন্যে

দুদিকে যায়, দুদিকে যায়— একদিকে কেউ যায় না
দুটি জীবন চাখতে গেলেও একটিকে হারায় না।
এমন মানুষ পাওয়া শক্ত, চতুর্দিকের বেড়ায়
বন্দী করে রাখছে এবং যে নেই তাকে এড়ায়

সমস্তদিন সমস্তরাত এই খেলাটির কাছে
আমার হৃদয় ভাগ ক'রে দুই শূন্যে বসে আছে ॥

কেউ নেই

কে আছে ওখানে, কে হে
হয়তো আমার চেয়ে ছোটো.—
গাছের ফুলগুলি ফুটে ওঠো।

মৃত্যু ও মানুষে কিছু পেয়ে
কে আছো ওখানে? তুমি কে হে?

হয়তো আমার চেয়ে ছোটো—
গাছের ফুলগুলি ফুটে ওঠো।

কেউ নেই। কে আমাকে নেবে?
ও ফুলঃ তোমার মতো দেবে!
কেউ নেই। কে আমাকে নেবে?

যেভাবে যায়, সকলে যায়

পথের উপর একটি গাছের মধ্যে আপন অন্য গাছের
গভীর কাছে-থাকার দৃশ্য দেখতে-দেখতে দেখতে-দেখতে
আমার মনে পড়লো, আমি আগাগোড়াই ভীষণ একা।

গাছ দুটি কি সবার দেখা?
গাছটি কি নয় সবার দেখা?

এমন কথা ভাবতে-ভাবতে, আলতো কথা ভাবতে-ভাবতে
পুকুরে মুখ গেলাম ধুতে
আর একটি মুখ আমায় ছুঁতে— আসতে-আসতে ভাসতে গেলো
যেভাবে যায়, সকলে যায়, যেমনভাবে যাবার কথা
একলা রেখে॥

দুজনের মনে

আবার জানালা, তার নীল হাতছানি
আবার কৌতুকবোধ, অন্ধকারে গান
ভাসা ও ভাসানো নৌকা ফুলের কৌতুকে
আবার কৌতুকবোধ, অন্ধকারে গান

কিন্তু সে সৈকতে নয়, সমুদ্রেও নয়
গেরস্তবাড়িতে ভাঙা বারান্দার কোণে
ভালোবাসা মন্দবাস সোনার ক্রন্দন
অনেক প্রার্থনা ছিলো দুজনের মনে ॥

ভিক্ষাই মনীষা

ইচ্ছে করে তার কাছে গিয়ে বলি, মা আমাকে দাও
একমুঠি অন্ন কিংবা রুটি কিংবা মৌন নীল জল
শুকনো প্রাণ নিয়ে আমি বহুদিন জীবন্ত ভিক্ষুক
কিন্তু তা কী করে হবে? সে আমার পছন্দ প্রাক্তন
সে আমার প্রেম কিংবা আমি তার শান্ত কুয়োতলা
যোগাযোগ ছাড়া যেন নদী হিম, উজ্জ্বল, প্রখর
ইচ্ছে করে তার কাছে গিয়ে বলি, ভিখারি তোমাকে
একদিন ভালোবাসতে, আজ তার ভিক্ষাই মনীষা ॥

দুঃখ যদি

দুঃখ যদি ভুল করে তাকে আমি জঙ্গলে বেড়াতে
গিয়ে ফেলে আসবো দীর্ঘ গাছেদের কাছে
যে-গাছে কাঁটাও নেই, ফুল নেই, অভ্যর্থনা নেই
ছোটোদের কাছে নয়, নিজ দুঃখে ছোটোরা দুঃখিত
আমিও তো ছোটোখাটো মানুষ, আমার সঙ্গে থেকে
এতোদিন সোজা দুঃখ হঠাৎ কেন যে গেলো বেঁকে !

অন্ধ আমি অন্তরে-বাহিরে

পাহাড়ের চূড়া থেকে আমার নিঃশ্বাস ঠেলে
ক্রমাগত অন্ধকার পড়ে
দূরে-কাছে জনপদ, সিংহাসন জেগে ওঠে
মানুষের হৃদয়ের কাছে

দুই সিংহাসন নিয়ে মানুষের এই খেলা, মানুষের এই বর্ধমান
শোক আর সাধ আর সিঁড়ি ও নরম জলরেখা…
স্পষ্টত সবাই চেনে, সকলের চিন্তা ও কাজের
ভিতরে মসৃণ হয়, মসৃণ করার চেষ্টা হয়, হতে থাকে।

আমি প্রাণপণ এক শিরোনাম নিয়ে নির্যাতন
পেতে থাকি রক্তে ঐ আধভাঙা রবীন্দ্রনাথের
উচ্চারণ: অন্ধ আমি [হায় অন্ধ] অন্তরে-বাহিরে!

মানুষ অনেকে অন্ধ, অনেকের অন্ধতা গিয়েছে
বুঝেছি যাবার নয় আমার চোখের ভিক্ষা, চাপ·
যদি কৃপা করো, যাই, সন্তানের মুখ দেখে আসি

আমি ভাগ্যবান, ঈশ্বর যেমন

দেখেছি যা দেখতে পাই
শুনেছি যা সমস্ত শোনার
তবু বাকি আছে
সন্ন্যাসী শব্দের পরে বেঁচে আছে শব্দের কুহক
অমলের গাছে
ফুল ফুটে ওঠে আর ঝরে যায় নিশ্চিন্ত মায়ায়
এবং যে মাটি চায় বুকে পেতে তার ক্ষুধাবোধে

আমাকেও যেতে হয় একদিন পাতার মতন
প্রেমের গভীরে
ঐ প্রেম, ক্ষুধা ঐ, বাসনার তীব্র অভিশাপ
বৃষ্টিতে ভেজে না, হাওয়া কিছুতে কাটে না তার দেহ
মন তার কাদার শান্তিতে শুয়ে থাকে
জলে নয়, জল শুধু হিরণ্ময় সাপের মতন
পদ্মের নিকটে থাকে, পাতার নিকটে থেকে করে
খেলাধুলা, মাছ নিয়ে সে প্রকৃত পরিবারময়
আমি একা, ঐশ্বর্যে অধীর, আমি ভাগ্যবান ঈশ্বর যেমন

একদিন

মানুষের ভালোবাসা মানুষেরই কাছে ছিলো দামি
একদিন, সুস্পষ্ট গন্ধ ছিলো তার সন্ন্যাসী গুহায়
অর্থাৎ হৃদয়ে ঘ্রাণ, মনঃপ্রাণ ভক্তের প্রণামী
নিতেও উৎসুক ছিলো, চারিদিক আত্মহত্যাকামী
আজ, কেন ? কী কারণে ? জেনেও নিশ্চিন্ত সুবিধায়
মানুষ লুকিয়ে থাকে ঘাস হয়ে মনের গভীরে
সাড়াহীন, শ্রুতিবদ্ধ, প্রজড় জীবিতমাত্র প্রাণে
মানুষই ছুটেছে দেখি মৃত্যুর নিষ্ঠুর অনুষ্ঠানে
সারবন্ধ পোকা যেন বাদলের, তাড়িত বিষের
কিংবা তারো চেয়ে নীল, শোণপাংশু, মালিন্যের হারে
মানুষ ? মানুষই তাকে বলা যায়, অন্যকিছু নয়
উৎকৃষ্ট বিশ্বাস নিয়ে জন্মে যদি শিশুর হৃদয়
এখনো আমার দেশে, তার কানে-কানে বলি আমি :
মানুষের ভালোবাসা মানুষেরই কাছে ছিলো দামি
একদিন ॥

সব হবে

ভালোবাসা সবই খায়— এঁটো পাতা, হেমন্তের খড়
রুগ্ন বাগানের কোণে পড়ে-থাকা লতার শিকড়
সবই খায়, খায় না আমাকে
এবং হাঁ করে রোজ আমারই সম্মুখে বসে থাকে।

আমি একটু-একটু তাকে অবসন্ন হাওয়া দিতে পারি
একটু এনে দিতে পারি আমরুলের পাতার প্রকৃতি
স্মৃতির কাঁথায় তাঁর স্পর্শ— যিনি উপস্থিত নেই
এইসব— দিতে পারি, এতে কি ও শ্রীমুখ ফেরাবে?

আমার ভিতরে কোনো গোলযোগ নেই, প্রেম নেই
অন্যমনস্কতা লেগে আমার ভিতরে হয়ে নেই
কিছু বা পাথর, নেই ফুটোফাটা, ফেলে-রাখা ধুলো
আমার ভিতরে আছে সর্বাঙ্গ রঙিন পথগুলো—
এতে সবই হবে॥

———